উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,৩০৬.৮৫ (-৬৯৩.৮৬)
নিফটি : ২৪,৮৭০.১০ (-২১৩.৬৫)

আধারে আঁধার কাটল
আধার নিয়ে জটিলতার অবসান সুপ্রিম কোর্টে। ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, বিহারের যে সমস্ত ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, তাঁরা আধার দেখিয়ে তালিকাভুক্ত হতে পারবেন। » ৭

পথেই থাকছে পথকুকুর
দিল্লির পথকুকুর সংক্রান্ত মামলায় পুরোনো রায় স্থগিত রেখে সংশোধিত নির্দেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। জোর দেওয়া হচ্ছে বন্ধ্যাকরণে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

জয়েন্টের ফল প্রকাশ
সুপ্রিম কোর্টের সবুজ সংকেত পেতেই ১১৭ দিনের মাথায় প্রকাশিত হল রাজ্য জয়েন্টের ফলাফল। প্রথম দশে কলকাতার ৪ পড়ুয়া। ওই তালিকায় স্থান পায়নি উত্তরবঙ্গ। » ৫

শিলিগুড়ি ৬ ভাদ্র ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 23 August 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 96

সাদা চোখে সাদা কথায়

কার্ড অনেক, নেই শুধু নাগরিকের রক্ষাকবচ

গৌতম সরকার

কার্ড, আইডি, পাসওয়ার্ড, ওটিপি...। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বেঁচে থাকলে হয়তো আবার গাইতেন, 'এর বাইরে জগৎ আছে, তোমরা মানো না...।' এককদম এগিয়ে ব্যঙ্গ করতেন, 'তোমরা নিজেই জানো না...।' আমি-আপনি অবশ্য মেনেই নিয়েছি পাসওয়ার্ড, ওটিপি, হাজার রকমের কার্ড ছাড়া আমাদের জীবন বৃথা। তার বাইরে কিছু থাকলে জানতেও চাই না।

কিন্তু মেনে নিলেও যে স্বস্তি নেই! ভোটার কার্ড আছে শুনে মুখ বেঁকায় নির্বাচন কমিশন। আরে ধুর, ওটা তো পরিচয়ই নয়! তাহলে এত বছর ওই কার্ড দেখে ভোট দিতে দিলেন কেন? খবরদার, প্রশ্ন করতে নেই। বেশি চাপাচাপি করলে ভিনদেশি তকমা জুটে যেতে পারে। চাই কী, নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে রাতের অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হতে পারে সীমান্তের ওপারে।

মা আসছেন ৩৬ দিন পর

'পুশব্যাক' শব্দটির আইনি বৈধতা আছে বৈকি। কিন্তু সেটা কার্যকর করতে রাতের আড়াল দরকার হয় না। ভিনদেশের সীমান্তরক্ষীদের হাতে নথিপত্র বিনিময় করে অনুপ্রবেশকারীদের ফিরিয়ে দেওয়া যায়। এই বিধান আইনেই আছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার কাছে অবশ্য আইনের তোয়াক্কা নেই। প্রমাণ দরকার নেই, তাঁর প্রশাসন বাংলাদেশি সন্দেহ করলেই হল। ধরো আর পার করো নীতি চলছে এখন অসমে।

কালিয়াচকের আমির শেখ কাঁটাতারের ওপার থেকে ভিডিও বানিয়ে না পাঠালে কেউ বিশ্বাস করতেন না যে বাংলার মানুষেরও এই বিপদ দাঁড়িয়ে দুয়ারে। আধার কার্ড না থাকলে নাকি আমি-আপনি অচল। র‍্যাশন মিলবে না, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হবে না, মোবাইলের সিম পাবেন না। অথচ সাত রাজার ধন এক মানিক সেটাও নাকি নাগরিকত্বের পরিচয় নয়। প্যান কার্ড তো নয়ই।

সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান'-এ 'একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন' অনুকরণ করে বলতে ইচ্ছে করে, একটু নাগরিকত্ব পাই কোথায় বলতে পারেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন বটে, তিনি থাকতে একজনের নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে দেবেন না-

এরপর বারোর পাতায়

দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে পরিবর্তনের ডাক মোদির

অনুপ্রবেশ-অস্ত্র

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : তৃণমূলের বাঙালি আবেগ অস্ত্রের ধার ভোঁতা করতে বিজেপি অনুপ্রবেশের হাতিয়ার হাতে তুলে নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দলের বাংলার নেতাদের সেই রোড ম্যাপই ঠিক করে দিয়ে গেলেন। দমদমে শুক্রবার সন্ধ্যায় দলের সভায় অনুপ্রবেশকারীদের বাংলার শত্রু বলে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, 'যে অনুপ্রবেশকারীরা জমি ছিনিয়ে নিচ্ছে, তরুণদের কাজ ছিনিয়ে নিচ্ছে, মা-বোনেদের ওপর অত্যাচার করছে, তাদের দেশে থাকতে দেব না।'

স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণেও ছিল অনুপ্রবেশ। সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'লালকেল্লার ভাষণে বলেছিলাম, অনুপ্রবেশকারীদের যেতেই হবে, যারা জাল কাগজ তৈরি করে এদেশে আছে, তাদের যেতেই হবে। এই কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে করা যায়, তার জন্য তৃণমূল সরকারকেও যেতে হবে।' মোদির অভিযোগ, 'অনুপ্রবেশকারীদের শরণ দিচ্ছে তৃণমূল। সীমান্তবর্তী জেলাগুলির জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে। এটা কোনওভাবেই মানা যাবে না।'

বাংলার বিজেপি নেতাদের হাতে ভোটে জেতার অন্য কোনও অস্ত্র নেইও। মোদির ভাষণের আগে শুভেন্দু অধিকারীর কথায় সেই বার্তা আরও স্পষ্ট হয়। প্রধানমন্ত্রীকেই এজন্য উদ্যোগী হওয়ার আকুল আবেদন জানান বিরোধী দলনেতা। তাঁকে মোদিকে উদ্দেশ্য করে বলতে শোনা যায়, 'ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাঙালি হিন্দু হোমল্যান্ড আপনাকেই বাঁচাতে হবে। আপনিই পারবেন। আমরা বাঙালিরা বাঁচতে চাই।'

বাংলা ও বাঙালিকে বাঁচাতে অনুপ্রবেশ প্রশ্নে সাধারণ নাগরিকের কর্তব্য স্মরণ করিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, অনুপ্রবেশ আটকাতে হলে রাজ্যে বিজেপির সরকার দরকার। সেই সরকার আনতে রাজ্যের মানুষকেই দায়িত্ব নিতে হবে। তাঁর ভাষায়, 'কলকাতার লোক সবসময় সময়ের আগে চলেন। এই মুহূর্তে অনুপ্রবেশ একটা রাষ্ট্রীয় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু কে করবে? তার জন্য আপনাদের বিজেপিকে ভোট দিতে হবে।' রাজ্যবাসীর উদ্দেশে মোদির আবেদন, 'একবার বিজেপিকে সুযোগ দিন। সব অনুপ্রবেশ বন্ধ করে দেব।'

মোদি কলকাতা থেকে বিমানে দিল্লি পৌঁছানোর আগে পালটা সমালোচনা শুরু করে দেয় তৃণমূল। রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজা ও তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সাংবাদিক বৈঠক ডেকে প্রধানমন্ত্রীকে একের পর এক কটাক্ষ করেন। শশী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী কাচের ঘরে বসে ঢিল ছুড়ছেন। রাজ্যের মানুষ কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্তা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের প্রাপ্য ১.৯৩ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে। আর এখানে এসে তিনি বাঙালিপ্রীতি দেখাচ্ছেন।'

অনুপ্রবেশ যদি হয় বাংলায় মোদির প্রধান অস্ত্র, তাহলে দ্বিতীয়টি যে হবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, সেটাও স্পষ্ট করে দিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। নাম না করেও তিনি রাজ্যের দুই প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রসঙ্গ টেনে আনেন।

শুক্রবার কলকাতায় মোদির সভায় শুভেন্দু অধিকারী।

এরপর বারোর পাতায়

আগ বাড়িয়ে চা শিল্পে বোনাস ঘোষণা রাজ্যের

রণজিৎ ঘোষ ও শুভজিৎ দত্ত

শিলিগুড়ি ও নাগরাকাটা, ২২ অগাস্ট : নির্বিবাদে বোনাসের সিদ্ধান্ত হয়ে গেল চা শিল্পে। কোনও শ্রমিক আন্দোলন হল না। ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে মালিকপক্ষের বৈঠকও হল না। ২০ শতাংশ হারে চা শ্রমিকদের বোনাস দিতে রাজ্য সরকার একতরফাভাবে 'পরামর্শ' দিল মালিক সংগঠনগুলিকে। এককথায় অভূতপূর্ব এই পদক্ষেপ। নজিরবিহীনও বটে।

শুক্রবার কলকাতায় নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবনে শ্রম দপ্তরে ৫টি মালিক সংগঠনকে ডেকে সরকারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। পরে তিনি ফোনে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'গত বছর ১৬ শতাংশ হারে চা শিল্পে বোনাস হয়েছিল। আমরা তখন হস্তক্ষেপ করিনি। সেসময় মালিকপক্ষ উৎপাদন ঘাটতি সহ আরও কিছু কারণের উল্লেখ করেছিল। এবার মালিকদের বলা হয়েছিল, ২০ শতাংশে ফিরে আসতে। কষ্ট হবে উল্লেখ করেও সরকার যখন এটা চাইছে, তাঁরা তাই বিষয়টি মেনে নিয়েছেন।'

২০ শতাংশ দিতে পরামর্শ

বিরোধিতার বার্তা বা রাজ্য সরকারের পরামর্শ অমান্য করার কথা সরাসরি না বললেও মালিকদের মুখে হতাশার সুর শোনা গিয়েছে। কেউ কেউ প্রসঙ্গটির সরাসরি উত্তর দেননি। চা বাগান মালিকদের বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ মঞ্চ কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশনের (সিসিপিএ) আহ্বায়ক অমৃতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'রাজ্য সরকার অ্যাডভাইজারি দিয়েছে বলে শুনেছি। আমরা হাতে পাইনি। অ্যাডভাইজারিতে ঠিক কী রয়েছে না দেখে মন্তব্য করব না।'

অন্যতম চা বণিকসভা টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (টাই) সেক্রেটারি জেনারেল প্রবীর ভট্টাচার্য বলেন, 'এবছরও যে চা শিল্পের পরিস্থিতি ভালো নয়, তা মন্ত্রীকে সবিস্তারে জানানো হয়েছে। আমাদের নিজস্ব প্ল্যাটফর্মে আলোচনা করে বোনাস রফা করার প্রচলিত দস্তুরের কথাও তাঁকে বলা হয়েছিল।'

এরপর বারোর পাতায়

উচ্ছেদে বাধার অভিযোগে 'বৈষম্য'

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : আইজি অফিস থেকে চেকপোস্ট পর্যন্ত ফোর লেনের কাজকে ঘিরে গত সপ্তাহের উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে আগেই। উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে প্রশ্নের মুখে পড়েছেন খোদ সংশ্লিষ্ট ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুখদেব মাহাতো ও মেয়র পারিষদ রাজেশ প্রসাদ। এরমধ্যেই সেই বিতর্ক আরও এক ধাপ বাড়াল খোদ এশিয়ান হাইওয়ে (২) কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার কর্তৃপক্ষের তরফে কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা এবং কর্মীদের হেনস্তার অভিযোগ তুলে স্থানীয় দোকানদার সিপিএম নেতা বুলেট সিং ও চেকপোস্ট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নরেশচন্দ্র গিরির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ দায়ের করেছেন এশিয়ান হাইওয়ে (২)-এর প্রোজেক্ট ডিরেক্টর।

এই অভিযোগ দায়েরকে কেন্দ্র করেই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। সেদিন উচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় একেবারে শেষ পর্যায়ে এলাকায় গিয়ে কাজ আটকে দিয়েছিলেন মেয়র পারিষদ রাজেশ প্রসাদ। অথচ কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে স্থানীয় দোকানদার সিপিএম নেতা ও ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদকের বিরুদ্ধেই এশিয়ান হাইওয়ে (২) কর্তৃপক্ষ শুধু অভিযোগ দায়ের করল কেন? মেয়র পারিষদের নাম বাদ গেল কেন,

এরপর বারোর পাতায়

স্ত্রীকে খুন, দেহাংশ নিয়ে গ্রাম-যাত্রা

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২২ অগাস্ট : নৃশংসে বললেও কম বলা হবে। সাতসকালে স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে, মৃতদেহ থেকে ফুসফুস, যকৃৎ বের করে প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরে দীর্ঘ সময় ধরে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরে বেড়ালেন স্বামী। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে কয়েক ঘণ্টা ধরে কালঘাম ছোটে পুলিশের। পরে প্লাস্টিকে মোড়া দেহাংশ সহ রক্তমাখা অস্ত্র হাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার সকালে হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটে ময়নাগুড়ি ব্লকের ব্যাংকান্দি কামারেরবাড়ি এলাকায়। ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে দোমোহনি বাড়ুইপাড়া এলাকার একটি বাঁশঝাড় থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। মৃত মহিলার নাম দীপালি রায় (৪৫)। খুনের ঘটনায় ধৃত তাঁর স্বামী রমেশ রায়।

ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'ধৃতকে জেরা করে খুনের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া দেহাংশ ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। শনিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হবে।'

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার সকালে। এদিন প্লাস্টিকে মোড়া রক্তমাখা সামগ্রী নিয়ে প্রথমে বাড়ির আশপাশে ঘুরতে শুরু করেন রমেশ। এরপর বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে সনাতন রায় নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে যান তিনি। প্লাস্টিকে মোড়া রক্তমাখা সামগ্রী দেখে সনাতনের স্ত্রী প্রমীলার সন্দেহ হওয়ায় রমেশকে বাড়ি থেকে বের করে দেন তাঁরা। ওই অবস্থাতেই এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরতে থাকেন রমেশ। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য রমেশ গায়েব হয়ে যান। সেসময় প্রতিবেশীদের কয়েকজন রমেশের বাড়ি গিয়ে ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকা দীপালির দেহ দেখতে পান। তাঁর গলা, বুক ও পেট কাটা অবস্থায় দেখে আঁতকে ওঠেন তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ওই বাড়িতে গিয়ে মৃতদেহটি দেখে হতবাক হয়ে যায়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধারের সময় দেহের অভ্যন্তরে যকৃৎ ও ফুসফুসের খোঁজ পায়নি। শুক্রবারই মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এদিকে ধারালো অস্ত্র হাতে মৃতদেহের অংশ নিয়ে রমেশ এলাকায় ঘুরতে থাকায় আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। রমেশের খোঁজ শুরু করে পুলিশ। কিন্তু আশপাশে কোথাও তাঁর খোঁজ না মেলায় হিমসিম খেতে হয় পুলিশকে। পুলিশের প্রায় ২৫টি ছোট দল শহর ও গ্রামের বিভিন্ন

এরপর বারোর পাতায়

নৃশংস
- স্ত্রীকে খুন করে দেহ কেটে ফুসফুস ও যকৃৎ বের করেন রমেশ
- প্লাস্টিকের প্যাকেটে তা মুড়ে হাতে নিয়ে এলাকায় ঘুরতে থাকেন
- প্রায় ছয় ঘণ্টা পরে একটি বাঁশঝাড় থেকে রমেশকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ
- তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন বলে পুলিশের প্রাথমিক সন্দেহ

পাইপ ফাটিয়ে তাপ্পি, ক্ষুব্ধ পুরনিগম

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : নিজস্ব পরিকাঠামো নেই। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সহযোগিতা নিয়ে জলের পাইপলাইন মেরামত করতে হয় শিলিগুড়ি পুরনিগমকে। এদিকে, দিনে প্রায় চার থেকে পাঁচ জায়গায় সারাই করতে ছুটতে হচ্ছে কর্মীদের। ভূগর্ভস্থ কেবল পাততে গিয়ে কেটে যাওয়া পাইপলাইন বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কর্মীদেরই মেরামত করে দেওয়ার কথা। অভিযোগ, তাঁরা কোনওরকমে ফাটা জায়গাটি আটকে দিচ্ছেন মাটি চাপা দিয়ে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয়টি জানানো হচ্ছে না পুরনিগমকে।

তাপ্পি কি আর খুব বেশিক্ষণ জলের চাপ সইতে পারে? ফলে যা হওয়ার, হচ্ছে তাই। তাপ্পি খুলে ফাটা পাইপ দিয়ে জল বেরোচ্ছে অনর্গল। এতে যেমন শহরজুড়ে পানীয় জল পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটে, তেমন বেকায়দায় পড়তে হয় পুরনিগমের পানীয় জল সরবরাহ বিভাগকে। ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর গাফিলতির কারণে শহরবাসীর সমালোচনার মুখে পড়ে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাসীন বর্তমান পুর বোর্ড। এই কারণে বেজায় চটেছেন পদাধিকারীরা। পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর কথায়, 'রোজ ফাটা পাইপ মেরামত করতে গিয়ে আমরা অন্য কাজে লোক পাঠাতে পারছি না। এমনিতেই চাহিদার তুলনায় কম পানীয় জল মেলে। তার ওপর এমন সমস্যা হলে তো আমাদের কথা শুনতে হয়।'

যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল, সেই বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির রিজিওনাল ম্যানেজার বিদীপরঞ্জন বর্মনের সাফাই, 'আমি পুরনিগমের সঙ্গে কথা বলে তবেই এব্যাপারে কিছু বলতে পারব। কোথায় অসুবিধে হচ্ছে, সেটা আগে আমাকে অফিসে গিয়ে জানতে হবে।'

পুরনিগম এলাকায় মাটির তলায় বিদ্যুতের কেবল পাতছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। ওই কাজ করতে গিয়ে মাটি খোঁড়াখুঁড়ির সময় যদি পানীয় জলের পাইপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা সেটা মেরামত করবে।

এরপর বারোর পাতায়

বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ

কলেজপাড়ায় পাইপ ফেটে বেরোচ্ছে পানীয় জল। শুক্রবার।

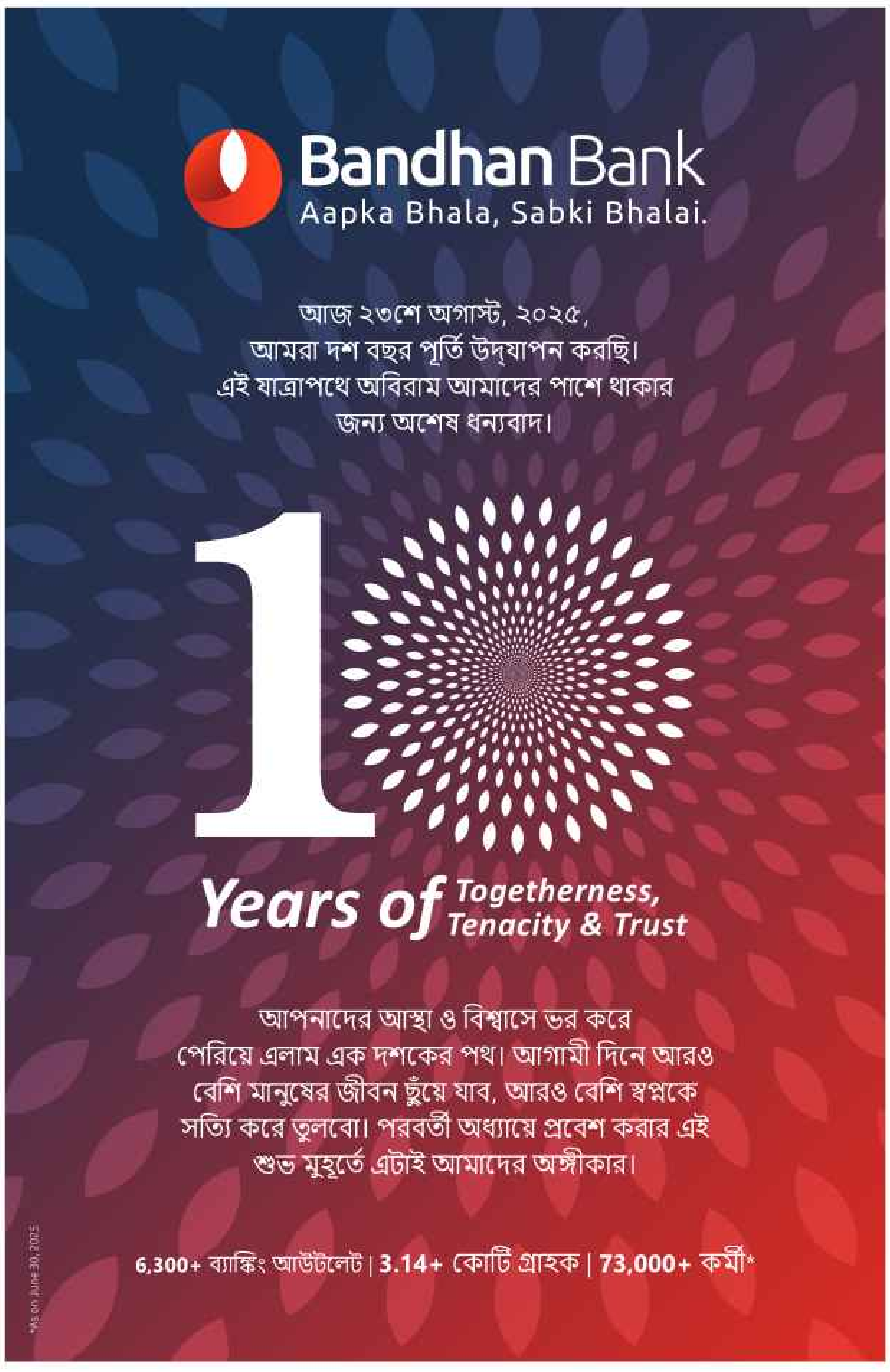

জওয়ানদের হাতে রাশিয়ান 'শ্যামান'

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২২ অগাস্ট : মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারিতে নতুন মাত্রা যোগ করতে বিএসএফের হাতে এল রাশিয়ার তৈরি ট্যাংকার 'আভতোরান শ্যামান ৮x৮'। বৃহস্পতিবার রাতে বিশেষ অল-টেরেন ভেহিকল মেখলিগঞ্জের ক্যাম্প সীমান্তচৌকিতে আনা হয়। এরসঙ্গে ছিলেন রাশিয়ার তিনজন বিশেষজ্ঞ কর্মী, যাঁরা গাড়ির কার্যক্ষমতা ও ব্যবহারিক দিক নিয়ে বিএসএফ জওয়ানদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

বিএসএফ জানিয়েছে, শ্যামান একটি বহুমুখী অ্যামফিবিয়ান যান। যা সহজেই জল, কাদা, বালুময় জমি এবং দুর্গম পাহাড়ি পথ অতিক্রম করতে পারে। এই যানটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল 'ক্র্যাব মোড'। এই মোডের মাধ্যমে গাড়িটির এক পাশের চাকার ওপর ভর করে গাড়িটি চলতে পারে। শুক্রবার সকাল থেকেই বিএসএফ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে মেখলিগঞ্জ এবং আশপাশের কয়েকটি এলাকায় শ্যামানের ট্রায়াল দেওয়া হয়। বিশাল আকৃতির এই যান চলতে শুরু করতেই গ্রামবাসীদের ভিড় জমে যায়। অনেকেই জানিয়েছেন, এই ধরনের যান যদি নিয়মিত টহল দেয়, তবে সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ, পাচার ও চোরাচালান রোধে বড়সড়ো সুবিধা হবে।

তবে বিএসএফের পক্ষ থেকে এখনও কিছু জানানো হয়নি। শ্যামানকে পরীক্ষামূলকভাবে আনা হয়েছে, নাকি স্থায়ীভাবে মোতায়েন করা হবে, সে বিষয়ে এখনও কোনও মন্তব্য করেনি কর্তৃপক্ষ। যানটি কয়েক মাস ধরে বিশেষ পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।

গোয়েন্দাদের মতে, সীমান্তে নজরদারির জন্য এই ধরনের আধুনিক প্রযুক্তি ভারতের প্রতিরক্ষা সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে। বিশেষত জলাভূমি ও নদীপথে টহলদারির ক্ষেত্রে শ্যামান বিএসএফের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। এই যান দেখতে যাওয়া সীমান্তের বাসিন্দা প্রণব নাগ এক ব্যক্তির দাবি, 'এরকম গাড়ি আগে দেখিনি। পুকুর, নালা, কাদা সব দিয়েই অনায়াসে চলাচল করছে।'

রাশিয়ার সেই বিশেষ ট্যাংক। -সংবাদচিত্র

মক ড্রিল। হলদিবাড়িতে দুর্ঘটনার কবলে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। শুক্রবার এদিকে রেলের তরফে সেই সংক্রান্ত বার্তা যেতেই তৎপরতা শুরু করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল। জলপাইগুড়ি মেডিকেলে পৌঁছায় প্রচুর পুলিশ। রক্ত থেকে ইমার্জেন্সি, সবরকম ব্যবস্থা করতে তৎপর হয়ে ওঠেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। বেশ কয়েকটি অ্যাম্বুল্যান্স হলদিবাড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়। অ্যাম্বুল্যান্স চলাচলের জন্য ট্রাফিক পুলিশের তরফে শহরের রাস্তাঘাট ফাঁকা করা হয়। ছবি : অমিতকুমার রায়

আজ টিভিতে

সুলতান-দ্য সেভিয়র দুপুর ২.০০ জি বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ নবাব, দুপুর ১.০০ বড়বউ, বিকেল ৪.০০ ইন্দ্রজিৎ, সন্ধে ৭.১৫ গ্রেফতার, রাত ১০.৩০ সখী তুমি কার

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ দেবা, দুপুর ১.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৪.৩০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, সন্ধে ৭.৩০ পাগলু-টু, রাত ১০.৩০ কী করে তোকে বলবো

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ সংঘর্ষ, বেলা ১১.৩০ পূজা, দুপুর ২.০০ সুলতান-দ্য সেভিয়র, বিকেল ৫.০০ অন্যায় অত্যাচার, রাত ৯.৩০ অভিমন্যু, ১২.৩০ পাসওয়ার্ড

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পিতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সিঁদুরের অধিকার

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০০ আমরণ, বিকেল ৩.০০ দৃশ্যম-টু, ৫.০০ পিচাইক্করন, রাত ৮.০০ ডাকু মহারাজ, ১০.৩০ পাওয়ার আনলিমিটেড

জি সিনেমা : বেলা ১১.৫৬ সূর্যবংশী, দুপুর ২.৫২ স্ত্রু, বিকেল ৪.৪৯ সুরয়া : দ্য সোলজার, সন্ধে ৭.৫৫ পেন চেঞ্জার, রাত ১০.৫৮ এনিমি

জি অ্যাকশন : দুপুর ২.১৩ বাল ব্রহ্মচারী, বিকেল ৪.৫৯ গুনাহ্ ৩৬৯, সন্ধে ৭.২৮ সিটিমার, রাত ৯.৫৬ চন্দ্রমুখী

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪৯ শমিতাভ, দুপুর ২.১৩ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৪.৪৮ মনমর্জিয়া, সন্ধে ৭.২৭ ওমের্তা, রাত ৯.০০ রুস্তম, ১১.৩৪ বিয়ন্ড দ্য ক্লাউডস

এমএনএক্স : দুপুর ২.২৭ এলিয়েন ইন অ্যাটিক, বিকেল ৩.৫৩ সাবোতাজ, ৫.৪০ সুপারফাস্ট!, সন্ধে ৭.১৮ নো এসকেপ, রাত ১০.৪২ ওয়াইল্ড কার্ড

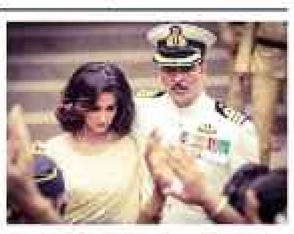

রুস্তম রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

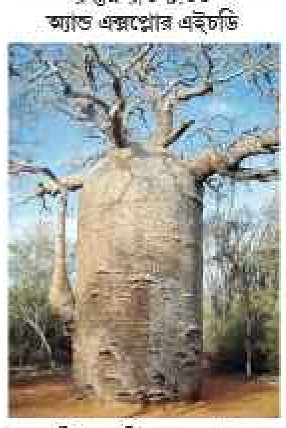

আফ্রিকাজ ট্রিজ অফ লাইফ বিকেল ৫.৪১ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

ফ্রোজেন প্ল্যানেট দুপুর ১২.০১ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

এলং-বোরোলি বাঁচাতে উৎসব

মাদারিহাট, ২২ অগাস্ট : বোরোলি মাছ নিয়ে শুক্রবার থেকে মাদারিহাটে শুরু হল উৎসব। সঙ্গে থাকবে এলং মাছও। উৎসবের পোশাকি নাম এলং-বোরোলি নদীমাছের উৎসব। আয়োজক ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা জানালেন, এই ধরনের মাছ সংরক্ষণ নিয়ে রাজ্যে প্রথম উৎসব তাঁরাই করলেন। চলবে রবিবার পর্যন্ত। কলকাতা থেকে এসেছিলেন গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন হালদার, রতনকুমার ঘোষ প্রমুখ। সকলেই এমন একটি অভিনব উৎসবে শামিল হতে পেরে খুব খুশি। এদিন এই উৎসবে শামিল হয়েছিলেন নদিয়ার রানাঘাট থেকে পরেশ কর্মকার এবং তাঁর পরিবার। পরেশ বললেন, 'এলং এবং বোরোলি মাছের স্বাদ সত্যিই দুর্দান্ত। সেই টানেই তো সময় পেলেই মাদারিহাটে চলে আসি। এবার তো উৎসবই হচ্ছে মাছ দুটোকে নিয়ে।'

প্রেসিডেন্ট স্কাউট অরুণকে

নিউজ ব্যুরো

২২ অগাস্ট : জেআইএস গ্রুপ জেভি এডুকেশনাল ইনিসিয়েটিভের আওতাধীন আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র অরুণকুমার ভার্মা ভারতীয় স্কাউটিংয়ের সর্বোচ্চ সম্মান প্রেসিডেন্ট স্কাউট সার্টিফিকেট পেয়েছেন। অরুণ ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার পেয়েছেন, যা একটি মাইলফলক। এই সম্মান দেশের খুব কম সংখ্যক মানুষ অর্জন করতে সক্ষম।

জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার তরণজিৎ সিং বলেন, 'এটি সমগ্র জেআইএস গ্রুপের জন্য একটি বিরাট মুহূর্ত। অরুণের এই বিরল অর্জন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সাফল্য কেবল শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি চরিত্র, দৃঢ় সংকল্প ও দায়িত্ব দ্বারা সংজ্ঞায়িত।'

রজত জয়ন্তীর সমাপ্তি

নিউজ ব্যুরো

২২ অগাস্ট : দুর্গাপুরের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে বুধবার ডাঃ বিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের রজত জয়ন্তীর সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। শেষ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ম্যাগসেসে পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুক, প্রাক্তন এয়ার চিফ মার্শাল অরূপ রাহা, শিল্পী পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, পশ্চিম বর্ধমানের জেলা শাসক এস পন্নমবলম, দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায় সহ অনেকে।

অতিথিদের সংবর্ধনা জানান কলেজের সাধারণ সম্পাদক তরুণ ভট্টাচার্য, কলেজের সভাপতি ডাঃ সত্যজিৎ বসু, ডাঃ বিসি রায় সোসাইটির মুখ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক সৈকত মৈত্র এবং কোষাধ্যক্ষ জার্নালি সিং। নিজের ভাষণে সোনম বলেন, 'অন্য কোনও হিরোকে অনুসরণ করার দরকার নেই। নিজে হিরো হয়ে এলাকার মানুষের সমস্যার সমাধান করো।'

সচেতনতা

রতুয়া, ২২ অগাস্ট : মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে পালিত হল পার্থেনিয়াম সচেতনতা সপ্তাহ। ১৮ থেকে ২২ অগাস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রামে প্রায় দুই শতাধিক মানুষকে নিয়ে কর্মসূচিটি হয়। এর মধ্যে ২০ অগাস্ট এনিয়ে একটি অনুষ্ঠানও হয়।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০০০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৪৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৪৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

সূত্র: বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

e-TENDER NOTICE
Office of the The Executive Officer, Matiali Panchayat Samity Matiali :: Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/09/EO/MATIALI/2025-26
Last date of online bid submission : 28-09-2025 upto 18:00 hours.
For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Matiali Panchayat Samiti

টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৪৭ অফ ২০২৫ তারিখ ০১-০৮-২০২৫ এর বিপরীতে সংশোধনী -০১
টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৪৭ অফ ২০২৫ (টেন্ডার নং. ৪, ৫, ৬ এবং ৭) তারিখ ০১-০৮-২০২৫ এর বিপরীতে সংশোধনী নং.-০১ :
এখন এইরকম পড়তে হবে: টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১১-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে: ১১-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়।
অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকদের সেবায় হাসিমুখে"

বেকিং ওভেনের সাথে পিইউ পেইন্ট বুথ পরিচালনা
টেন্ডার নং. : আইএমএফ-এমসি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৫৮১; তারিখ : ২০-০৮-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম : সিএনজিডব্লিউ ওয়ার্কশপ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙ্গাইগাঁও-এ সকল ধরনের কোচের জন্য পিইউ পেইন্ট বুথ এবং বেকিং ওভেন পরিচালনা। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ৫৫,৬৪,৭২৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ৭১,৪০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ১১-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।
সিডব্লিউএম, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

CORRIGENDUM NOTICE OFFICE OF THE MAYNAGURI MUNICIPALITY MAYNAGURI, JALPAIGURI
Notice for extension of Date for Submission of Bids and Opening of Tender.
Reference NIeT No. i) WBMAD/e-Tender/06/of EO/MNM/JAL/2025-26, in respect of Maynaguri Municipality, Jalpaiguri.
Tender ID: (i) 2025_MAD_879354_1
1. Bid submission closing date (online): 01.09.2025 upto 6:00 PM
2. Bid opening date of technical proposals (online): 04.09.2025 after 2:00 PM.
Sd/-
Chairman,
Maynaguri Municipality

e - Tender Notice
Office of The Executive Officer Matiali Panchayat Samiti Matiali :: Jalpaiguri
Notice inviting e - Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/08/EO/MATIALI /2025 - 26. Last date of online bid submission 03-09-2025 upto 12:00 hours.
For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in
Executive Officer
Matiali Panchayat Samiti

e-Tender
Abridge Copy of e-Tender for NIT being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide e-NIT No- 06/APD/WBSRDA/DoJ/2025-26,Dated-22/08/2025.
Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.
Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA
ALIPURDUAR DIVISION.

NOTICE INVITING e-TENDER
Name of the work : Construction of Pucca Drain running from Dilip Roy's house more towards north and turns towards west upto Pijush Roy's house in ward no-08 under Tufanganj Municipality NIT No. TUFANGANJ/06/2025-26 ID: 2025_MAD_894020_1, Memo no- 771, dt. 22.08.2025. Start date of dropping tender-18.00 P.M. on 22.08.2025 to last date of dropping tender 18.00 P.M. on 11.09.2025. Tender opening date at 12.00 noon. on 15.09.2025. Details will be available at office Notice Board & web portal http://wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman,
Tufanganj Municipality
Po-Tufanganj, Dist- Cooch Behar

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি
ডিওয়াই. সিএমএম/ এএসপিএস/নিউ জলপাইগুড়ি অফিসের অধীনে সেপ্টেম্বর' ২০২৫ মাসের জন্য ইউনিট ভিত্তিক রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য নিম্নবিবরণ অনুযায়ী ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে :

ডিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	সেপ্টেম্বর' ২০২৫	০৯-০৯-২০২৫ ও ১৯-০৯-২০২৫

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	সেপ্টেম্বর' ২০২৫	০৯-০৯-২০২৫ ও ১৯-০৯-২০২৫

কাটিহার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	সেপ্টেম্বর' ২০২৫	০৯-০৯-২০২৫ ও ১৯-০৯-২০২৫

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

e - Tender Notice
Office of The Executive Officer Matiali Panchayat Samiti Matiali :: Jalpaiguri
Notice inviting e - Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/07/EO/MATIALI /2025 - 26. Last date of online bid submission 03-09-2025 upto 12:00 hours.
For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in
Executive Officer
Matiali Panchayat Samiti

Office of the Councillors of Mal Municipality
P.O. Mal, Dist.- Jalpaiguri, PIN-735221
Estd.-1989
Memo No. MM/C/765/Health/2025-26
Date : 22/08/2025
Walk-In-Interview
Eligible candidates are invited for Walk-in-Interview for the post of Health Officer (on contract) at Mal Municipality. For details, please visit the website of Mal Municipality (https://www.malmunicipality.org).
Date & Time of Walk-in-Interview : 08/09/2025 (Monday) at 1:00 p.m.
Sd/-
Chairman
Mal Municipality

পীএম শ্রী স্কুল জবাহর নবোদয় বিদ্যালয়
PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
(A Unit of Navodaya Vidyalaya Samiti)
Ministry of Education, Department of School Education & Literacy, Govt. of India
Barobisha, Alipurduar, West Bengal - 736207
UDISE: 19200707304
F.No.F.1-3/JNVA/2025-26/ Dated:- 22.08.2025
PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA BAROBISHA, ALIPURDUAR (W.B)
WALK-IN-INTERVIEW
PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya, Borobisha, Alipurduar, West Bengal is going to appoint suitable candidate against the following post on contract basis against purely temporary vacancy for the session 2025-26, for which interview will be conducted in the Vidyalaya on 30.08.2025 at 10:30 am. Interested candidates can attend the Walk-In-Interview in the Vidyalaya with all original certificates of educational qualification and experience alongwith one set of Xerox copy of educational qualification & 02 sets of colour passport size photograph.

Sl.No.	Post	Eligibility Criteria	Remuneration	Duration
01.	PGT (Geography)	Integrated Post Graduate Course from NCTE recognized institution, in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate including B.Ed. component. OR Master degree from a recognized institution with at least 50% marks in aggregate in the relevant subject concerned. AND B.Ed. degree from NCTE recognized institution with at least 50% marks. OR Three year integrated B.Ed.-M.Ed. from NCTE recognized institution with at least 50 % Marks. OR Four years integrated degree with at least 50% marks from NCTE recognized institution including B.Ed. component. Desirable:- 1. Experience as PGT in the recognized institution in concerned subject. 2. Experience of working in a residential school. 3. Knowledge of Computer application.	35,750/-PM	06 Months
05.	Sport Coach (Kho Kho)	Bachelor's degree in Physical Science /Physical Education /Physical Education and Sports with at least 50% marks and degree/diploma certificate. Working experience as a Kho Kho coach.	20,000/-PM	06 Months

Minimum age limit is 21 years and maximum age limit is 40 years as on 01.06.2025 for KhoKho coach.
PRINCIPAL

মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ সেবার ঠিকা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরটিই-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-০৮-২০২৫-২৬ তারিখ: ১৯-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: রঙিয়া মণ্ডলে দুই বৎসরের জন্য ০৮ টি ৮ চাকাযুক্ত টাওয়ার ওয়াগনের ১৬ টি ডিজেল ইঞ্জিনের মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ সেবার ঠিকা ("সি", "সি" এবং "ডি" চেক)। টেন্ডার রাশি: ২,৫৬,৮১,১৩৮.৪৪/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৭৭,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৯-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই, রঙিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবা"

সকল কোচের স্টেইনলেস স্টিলের উপাদানের বাফিং সহ সার্বিক পরিষ্কার করা
টেন্ডার নং. : আইএমএফ-এমসি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৫৮০; তারিখ : ১৯-০৮-২০২৫; নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম : ০১ (এক) বছরের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙ্গাইগাঁও-এ পিওএইচ-এর অধীনে সকল কোচের (এলএইচবি, আইসিএফ এবং ডিইএমইউ) স্টেইনলেস স্টিলের উপাদানগুলির বাফিং সহ সার্বিক পরিষ্কার করা। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ৫৬,৯৪,১২০/- টাকা; বায়না মূল্য ২৪৩,৯০০/- টাকা, উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ০৯-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।
সিডব্লিউএম, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার মণ্ডলে নর্দমা ব্যবস্থার উন্নতকরণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৫২ অফ ২০২৫ তারিখ: ১৮-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কালাসপাড়ে নর্দমা ব্যবস্থা, সামগ্রী কর্মালয়, মার্কেট রুম এর উন্নয়ন, পূর্ণিয়া, রানীপাত্র, বাগনাহা, জুরাপানিতে সো ড্রেনেজ ব্যবস্থা করা এবং আনুষঙ্গিক কার্য। টেন্ডার রাশি: ১২,০৪,৫০,৩৪৪.৩৫/- টাকা। বায়না রাশি: ৭,৭২,৩০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কাটিহার মণ্ডলে প্রাণী কক্ষের প্রসার এবং অবশিষ্ট কাজ, ডাইনিং হল সহিত নিরামিষ/আমিষ রান্না ঘরের সঙ্গে আবাসিক। টেন্ডার রাশি: ১,১৩,৬৪,৭৮১.৪১/- টাকা। বায়না রাশি: ২,০৭,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৭-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে: ১৭-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৭-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবা"

e - Tender Notice
Office of The Block Development Officer Matiali :: Jalpaiguri
Notice inviting e - Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/10/EO/MATIALI /2025 - 26. Last date of online bid submission 03-09-2025 upto 12:00 hours.
For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in
The Block Development Officer
Matiali : Jalpaiguri

অ্যাফিডেভিট

Judicial Magistrate (1st. cl) দিনহাটা কোর্টের 549 নং affidavit dt. 20.08.2025 মোতাবেক রিনা সাহা চৌধুরী এবং মঞ্জু দাস হইতে রিনা সাহা হইলাম। ঝুড়িপাড়া, ওয়ার্ড নং 15, দিনহাটা, কোচবিহার। (S/M)

Judicial Magistrate (1st Cl) দিনহাটা কোর্টের 547 নং affidavit dt.20.08.2025 মোতাবেক বিশ্বনাথ সাহা চৌধুরী হইতে বিশ্বনাথ সাহা হইলাম। ঝুড়িপাড়া, ওয়ার্ড নং 15, দিনহাটা, কোচবিহার। (S/M)

On 14.08.2025 before J.M. 2nd Court Jalpaiguri I declared that my surname is Datta, my wife and daughter's surname also Datta. Girindra Nath Datta, wife Sampa Datta and daughter Sagarika Datta and Girindra Nath Dutta, Sampa Dutta, Sagarika Dutta all are same identical persons. (C/117452)

I, Birendra Roy, S/o Late Bateshwar Roy, residing at Bhangni Part II, Nigamnagar, Coochbehar, Pin- 736169, shall henceforth be known as Birendra Chandra Roy as declared before the Executive Magistrate Court, Dinhata, Coochbehar District, WB, vide affidavit no. 950 dated 09.03.2018. The names Birendra Roy, Birendra Ch. Roy, and Birendra Chandra Roy refer to one and the same person. (C/117881)

আমি Emrul Kayes, পিতা Lt Amzad Ali Momin, গ্রাম- কমলপুর, পোস্ট- মেহেরাপুর, থানা - কালিয়াচক, মালদা, 732207. আমার পাসপোর্টে (যার নং K1486490 dt 09/04/2012) আমার নাম ভুল থাকায় গত 20/08/2025 তারিখে মালদা EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Mohammad Emrul Kayes থেকে Emrul Kayes করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117887)

আমি সাবিত্রী মণ্ডল, স্বামী মৃত পবন মণ্ডল, গ্রা+পো - ফুলবাড়ি, থানা: ঘোকসাডাঙ্গা, জেলা: কোচবিহার। আমার স্বামীর ডেথ সার্টিফিকেট তৈরি হয়নি। গত 14/08/2025 তারিখে মাথাভাঙ্গা E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিটে জানাই আমার স্বামী মৃত পবন মণ্ডল, পিতা মৃত শরৎ মণ্ডল, গত 01/06/2025 তারিখে নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। (C/117890)

কর্মখালি

ময়নাগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুরের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই (থাকা ফ্রি), বেতন - 10000/-12000/- M : 9832489908.

Wanted an A/T in maternity leave vacancy upto 08.12.2025. Qualification B.Sc in P.Sc. B.Ed. (Female-UR-PH). Apply to the Secretary, Bhutanirghat Girls High School (H.S), P.O- Bhutanirghat, P.S- Falakata, W.B-735211 within 07 days with testimonials. (B/S)

Sunshine School Birpara – Alipurduar

Affiliated to ICSE to ISC - New Delhi. Walk-in-interview for the following posts- PGT-Mathematics, TGT-Mathematics, PRT-English (with 2nd Language Hindi). Date : 24/08/2025, Time : 10:30 AM to 12:30 PM, Venue : Sunshine School (Kindly bring hand written application with bio-data and photocopies of Marksheets.) (C/117919)

স্থান পরিবর্তন

আশীর্বাদ মাইক্রোফাইন্যান্স লিমিটেড নক্সালবাড়ি ব্রাঞ্চ, বর্তমান স্থান ঃ- নক্সালবাড়ি পূর্ববাবুপাড়া, নক্সালবাড়ি ইন্ডিয়া পোস্ট অফিস এর বিপরীতে। পিন - ৭৩৪৪২৯, (M) 7363045564. (C/117884)

হারানো প্রাপ্তি

আমি স্বপ্না রায়, আলিপুরদুয়ারের শামুকতলা বস্তি এলাকার বাসিন্দা। গত 10.8.25 আমার জাতিগত শংসাপত্র -WB 2001SC201507125 হারিয়ে গিয়েছে। কেউ পেয়ে থাকলে প্লিজ 7811864927 নম্বরে জানান। (C/117891)

অ্যাফিডেভিট

আমি Hare Krishna Sarkar আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে, আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 20/08/2025 তারিখে শিলিগুড়ি E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Hera Krishna Sarkar থেকে Harekrishna Sarkar নামে পরিচিত হল এবং বাবা A.Sarkar থেকে Akhil Sarkar নামে পরিচিত হল। (C/117885)

আমি Bipul Roy পিতা Kshitindra Roy গ্রাম আশুতোষ পল্লী পো: কালাকাটা, জেলা আলিপুরদুয়ার আমার মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড Roll- Fala- 131, উচ্চমাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড নং (Regn No- 5767 of 1985-86), মাধ্যমিক মার্কশিটে Bipul Ray পিতা Kshitindra Chandra Ray মাধ্যমিকের পাশ সার্টিফিকেটে পিতা Kshitindra Chandra Roy নথিভুক্ত আছে, গত 19-8-2025 তারিখে আলিপুরদুয়ার ১ম শ্রেণী J.M. 1st কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে (অ্যাফিডেভিট নং Sc. No. 4694) Bipul Ray পিতা Kshitindra Chandra Ray এবং Bipul Roy পিতা Kshitindra Roy একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

নিলাম বিজ্ঞপ্তি
নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং.: ০৪/২০২৫ (ট্রি) তারিখঃ ১৮-০৮-২০২৫
ধুপগুড়ি স্টেশনে ৮৬ (ছিয়াশি)টি বিভিন্ন গাছ এসএসই/ওয়ার্কস/ফালাকাটার হেফাজতে নিলামে তোলা হবে (এখানে সংযুক্ত সময়সূচী অনুসারে)। নিলামটি ২৪.০৯.২০২৫ তারিখে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/নিউ কোচবিহারের অফিসে অনুষ্ঠিত হবে (এখানে সংযুক্ত সময়সূচী অনুসারে)। সমস্ত নিলামকারীকে তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/নিউ কোচবিহারের অফিস থেকে ২৪.০৯.২০২৫ তারিখে ৯.৩০ টা থেকে ১১.৩০ টা পর্যন্ত ২০০/- টাকা নগদ প্রদানের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে এবং নিলাম সম্পন্ন হওয়ার পর ২০০/- টাকা ব্যর্থ নিলামকারীকে ফেরত দেওয়া হবে। উদ্ধৃত দরপত্রটি ২৪.০৯.২০২৫ তারিখে ১২.০০ টার মধ্যে একটি সিল করা খামে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/নিউ কোচবিহারের অফিসে বাক্সে জমা দিতে হবে। সিল করা আবরণটি নিলামের একই তারিখে দুপুর ১২.৩০ মিনিটে খোলা হবে। অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী নিম্নরূপ।

শর্তাবলী
(ক) সকল আগ্রহী দরদাতাকে নিলামের টাকা হিসেবে ২০০/- (দুইশো টাকা) নগদ অর্থ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়র/I/নিউ কোচবিহারের অফিসে জমা দিতে হবে এবং দরপত্রটি সিল করা খামে বাক্সে জমা দিতে হবে, অন্যথায় প্রশাসন তার দরপত্র বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ রাখে। এই নিলামের টাকা ব্যর্থ দরদাতাদের ফেরত দেওয়া হবে। নিলাম প্রক্রিয়াটি কার্য নির্দেশিকা VII অধ্যায়, সেকশন সি "সেল অফ ন্যাচারাল প্রডাক্ট"এর নির্দেশিকা অনুসরণ করা হবে।
(খ) সফল দরদাতাদের কভার খোলার তারিখেই দরপত্রের সম্পূর্ণ অর্থ @ ১৮% হারে জিএসটি সহ জমা দিতে হবে। যদি তা না করা হয়, তাহলে প্রশাসন পরবর্তী উচ্চতর দরদাতার কাছে দরপত্র গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষণ রাখে, যদি একই তারিখে দরপত্র সফল হয়। নিলামকৃত গাছের কাঠগুলি গ্রহণের তারিখ থেকে ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে সফল দরদাতাকে রেলওয়ে প্রাঙ্গণ থেকে তার নিজস্ব খরচে অপসারণ করতে হবে, রেলওয়ে সম্পত্তির কোনো ধরণের ক্ষয় ক্ষতি ছাড়া। যদি কোনো ধরণের ক্ষয়-ক্ষতি রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত করা হয়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে দরদাতা দায়বদ্ধ থাকবে।
(গ) নিলাম নোটিশ নং ০৪/২০২৫ (ট্রি) এর বিপরীতে দরপত্রের ১০% সমপরিমাণ ধন নিরাপত্তা জামানত, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/নিউ কোচবিহার উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অফিসে বিভাগীয় কার্য সম্পন্ন হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে নগদে জমা দিতে হবে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দীর্ঘদিনের কোনও আশা পূরণ হবে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। বৃষ : আর্থিক শুভ। নিজের বুদ্ধিবলে কঠিন কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। মিথুন : শারীরিক সমস্যায় অর্থনৈতিক বাধা কাটবে। পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে মতবিরোধ। কর্কট : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তব হবে। লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। প্রেমে শুভ। সিংহ : আর্থিক কারণে ব্যবসায় মাঝে মাঝেই বাধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পেতে পারেন। কন্যা : বহুদিন ধরে চলা কোনও মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হতে পারে। নতুন বিনিয়োগে সতর্ক থাকুন। তুলা : বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কাটবে। অপ্রয়োজনীয় খরচে রাশ টানতে না পারলে ভুগতে হতে পারে। বৃশ্চিক : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলে মানসিক চাপ বাড়বে। বিজ্ঞান বিভাগে পড়ুয়াদের সাফল্য নিশ্চিত। ধনু : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় ব্যয়ের মাত্রা বাড়বে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ কেটে যাবে। মকর : কর্মক্ষেত্রে বিরোধীদের পরাস্ত করতে সক্ষম হবেন। বিকল্প উপার্জনের পরিকল্পনা সফল হবে। কুম্ভ : প্রতিযোগিতামূলক পরিক্ষায় সাফল্য পাবেন। অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদারের সঙ্গে টাকাপয়সা নিয়ে মতপার্থক্য হতে পারে। মীন : পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন। কর্মস্থলে সহকর্মীদের সহযোগিতা পেয়ে স্বস্তি পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ১ ভাদ্র, ২৩ অগাস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ, সংবৎ ১৫ ভাদ্রপদ বদি, ২৮ শফর। সূঃ উঃ ৫।১৯, অঃ ৬।২। শনিবার, অমাবস্যা দিবা ১১।২৪। মঘানক্ষত্র রাত্রি ১।৪৭। পরিঘযোগ দিবা ৩।১৮। নাগকরণ দিবা ১১।২৪ গতে কিন্তুঘ্নকরণ রাত্রি ১১।২৩ গতে ববকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ১।৪৭ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ১১।২৪ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৬।৫৪ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৫১ মধ্যে ও ৪।২৭ গতে ৬।২ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২৭ মধ্যে ও ৩।৫৪ গতে ৫।১৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ১।৪৭ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৩।৫৪ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট এবং প্রতিপদের সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৩০ গতে ১২।৪৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৯ গতে ১০।২১ মধ্যে ও ১১।৫৫ গতে ১।৩০ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৫২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মদ তৈরি থেকে বিক্রি বনাঞ্চলে, চোখ বন্ধ বন দপ্তরের

গাছে পেরেক ঠুকে স্কাইওয়াক

রাহুল মজুমদার

জঙ্গলে অনিয়ম ৩

টিপুখোলা, ২২ অগাস্ট : অনিয়মের আঁতুড়ে পরিণত বন দপ্তরের কার্সিয়াং ডিভিশন। জঙ্গলের মধ্যে মদ তৈরি থেকে বিক্রি, সবই চলছে অনায়াসে। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। কোথাও নদীর ওপর তৈরি হচ্ছে ক্যাফে, কোথাও আবার স্কাইওয়াক তৈরি করতে গাছে পেরেক গাঁথা হয়েছে। কার্সিয়াং ডিভিশনের বাগডোগরা, ঘোষপুকুর সহ প্রায় প্রত্যেকটি রেঞ্জেই এ ধরনের স্কাইওয়াক তৈরি করা হয়েছে। যেখানে গাছ বাঁচাতে পেরেক না পুঁততে খোদ বন দপ্তরের প্রচার করার কথা, সেখানে কী করে দপ্তরই এমন কাজে মদত দিচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বাগডোগরা রেঞ্জের টিপুখোলা ইকো ট্যুরিজম স্পটের পাশেই সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তিতে দেখা যাচ্ছে প্রকাশ্যেই বিক্রি হচ্ছে মদ। অভিযোগ, এই মদ তৈরি করা হচ্ছে এখানেই। জঙ্গলের ভিতর এত অনিয়ম চললেও স্থানীয় রেঞ্জ কিংবা ডিভিশন কী করছে, তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন রয়েছে। যদিও কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে বলছেন, 'পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে স্পেশাল টিম করে অভিযান হবে।' কিন্তু ডিএফও-র এমন আশ্বাসে মোটেও খুশি নন পরিবেশপ্রেমী থেকে পশুপ্রেমী সংগঠনগুলি। মুখে নয় কাজে করে দেখাতে হবে, বলছে সংগঠনগুলি। পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসুর বক্তব্য, 'জঙ্গলে কী হচ্ছে, তা দেখার দায়িত্ব বন দপ্তরের। সেখানে যাতে কোনও অনৈতিক কাজ না হয়, তা বন দপ্তরকেই নিশ্চিত করতে হবে।'

অভিযোগ, টিপুখোলায় সাধারণ মানুষকে আনন্দ দিতে বন্যপ্রাণীদের কথা মাথায় রাখছে না বন দপ্তর। তাই নদীর মাঝে ক্যাফে, জঙ্গলে অবাধে মদ্যপান, কাচের বোতল ভেঙে ফেলে রাখা চলছেই। টিপুখোলা থেকে পাঁচশো মিটার দূরত্বেই সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তি। টিপুখোলার কিছু খাবারের দোকান সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। অভিযোগ, সেখানে নীচে কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে জঙ্গলেরই কাঠ কেটে বেশ কয়েকটি দোকান তৈরি করা হয়েছে। ওই দোকানগুলি থেকেই অবাধে মিলছে মদ। সারি সারি বোতল সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। বাইরে থেকে লোক গিয়ে ওই এলাকায় মদ্যপান করছে। বন দপ্তরের নিয়মিত টহল দেওয়ার কথা ওই এলাকায়। কিন্তু টহল চললেও বনকর্মীদের নাকি বিষয়গুলি নজরে পড়ে না। কিন্তু যাঁরা জঙ্গল বা পশুপ্রেমী, তাঁদের নজরে পড়ে সমস্ত কিছুই। প্রমাণ হিসেবে অনেকেই ছবি তুলে রাখছেন। প্রশ্ন উঠছে, সাধারণ মানুষের নজরে যা পড়ে, তা কেন দেখতে পায় না বন দপ্তর? অন্যদিকে, কী করে স্কাইওয়াক তৈরি করার ক্ষেত্রে গাছে পেরেক গাঁথা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এখন দেখার উত্তরবঙ্গ সংবাদ সমস্ত কিছু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার পরেও বন দপ্তর কোনও পদক্ষেপ করে কি না।

অভিযোগ

সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তিতে জঙ্গলের কাঠ দিয়ে তৈরি দোকান, দোকানে মিলছে মদের বোতল

বাগডোগরা থেকে ঘোষপুকুর, বিভিন্ন জায়গায় স্কাইওয়াক তৈরিতে গাছে গাঁথা হচ্ছে পেরেক

অনিয়মে উৎসাহ দেওয়ার অভিযোগ বন দপ্তরের বিরুদ্ধে

সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তিতে সাজানো মদের বোতল।

ঝুলন্ত দেহ

খড়িবাড়ি, ২২ অগাস্ট : শুক্রবার সকালে খড়িবাড়ির পশ্চিম হাণ্ডাভিটা এলাকায় এক টোটোচালকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম স্বপন বর্মন (৪৮)। পরিবারের দাবি, স্বপন দীর্ঘদিন ধরে কর্মহীন অবস্থায় থাকায় পরিবারে অশান্তি ছিল। বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়াদাওয়ার পর পরিবারের সদস্যারা সকলে ঘুমিয়ে পড়েন। এদিন সকালে বাড়ির বারান্দায় তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের লোকেরা। খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

বেঁধে মার

চোপড়া, ২২ অগাস্ট : চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মুরগি চুরির অভিযোগে এক তরুণকে গাছে বেঁধে মারধরের একটি ভিডিও (উত্তরবঙ্গ সংবাদ ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি) শুক্রবার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেন, 'মারধরের বিষয়টি আমিও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পেরেছি। এটা ৩ দিন আগের ঘটনা। এই বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।' চোপড়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নিখোঁজ শিশু

গোয়ালপোখর, ২২ অগাস্ট : শুক্রবার গোয়ালপোখর থানার সুধানি নদীতে বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে গিয়ে এক শিশু তলিয়ে যায়। মহম্মদ নিয়ামাতুল্লাহ নামের শিশুটি সাথি এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় বাসিন্দা ও ডুবুরিরা মিলে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ওই শিশুটিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। পুলিশ ও প্রশাসন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ফিরতি পথে।। কার্সিয়াংয়ে ছবিটি তুলেছেন বনশ্রী বাড়ুই।

অবশেষে নিয়ন্ত্রণে ল্যাপ্টোস্পাইরা

স্বাস্থ্য দপ্তরের দাবি ঘিরে ধোঁয়াশা

শিলিগুড়ি ও রাজগঞ্জ, ২২ অগাস্ট : ল্যাপ্টোস্পাইরার সংক্রমণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। শুক্রবার পর্যন্ত গত তিনদিনে সাতজনের শরীরে এই ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। তবে, শুক্রবার এলাকায় রটে যায় যে, রাজগঞ্জ ব্লকে এদিন সবচেয়ে বেশি ল্যাপ্টোস্পাইরার সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। যদিও এই দাবি খণ্ডন করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। বরং এদিন হেপাটাইটিস-এ'র বেশ কিছু পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, চলতি মাসের ১২ তারিখ থেকে যে সমস্ত নমুনা পাঠানো হয়েছিল সেগুলির ল্যাপ্টোস্পাইরা পরীক্ষা হলেও হেপাটাইটিস-এ পরীক্ষা বাকি ছিল। তেমনই ১৩টি নমুনা এদিন একসঙ্গে পরীক্ষা করা হয়েছে। যার মধ্যে ৫০ জনের শরীরে হেপাটাইটিস-এ পজিটিভ এসেছে। ওই রোগীরা ইতিমধ্যেই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার পরে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। পাশাপাশি চেকরমারি সহ আশপাশের গ্রামগুলিতে পানীয় জলের সমস্ত উৎস জীবাণুমুক্ত করার কাজ চলছে। কাজেই এই গ্রামগুলি ধীরে ধীরে রোগমুক্তির দিকে যাচ্ছে।

রাজগঞ্জ ব্লকের চেকরমারি, পেলকুগছ, বাইনগছ, গিরানগছ সহ আশপাশের গ্রামগুলিতে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ল্যাপ্টোস্পাইরার সংক্রমণ ধরা পড়ে। কিছু ক্ষেত্রে ল্যাপ্টোস্পাইরার সঙ্গে অনেকের শরীরে স্ক্রাব টাইফাস এবং হেপাটাইটিস-এ'র সংক্রমণও পাওয়া গিয়েছে। তবে, বুধবার থেকে তিনদিনে ৯১ জনের নমুনা পরীক্ষায় মাত্র সাতজনের শরীরে ল্যাপ্টোস্পাইরার সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। এই রোগীদের শারীরিক অবস্থা ততটা গুরুতর নয় বলে স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে। তবে, এলাকায় ল্যাপ্টোস্পাইরার সঙ্গেই স্ক্রাব টাইফাস এবং হেপাটাইটিস-এ'র সংক্রমণও মেলায় এই তিন রোগের উৎস সন্ধানে তৎপর হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

আতঙ্ক কাটছে
- ল্যাপ্টোস্পাইরার সংক্রমণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে
- গত তিনদিনে সাতজনের শরীরে এই ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে
- তবে হেপাটাইটিস-এ'র বেশ কিছু পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে

অন্যদিকে, ল্যাপ্টোস্পাইরা এবং হেপাটাইটিস-এ'র আতঙ্কে চেকরমারি গ্রাম কার্যত একঘরে। গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়ির সদস্যরা এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এমন জেনে সংক্রমণের ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন আত্মীয়স্বজনরা।

চেকরমারির বাসিন্দা এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শৈলেশ সরকার বলেন, 'মনখারাপ হল আমরা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যাইনি। আত্মীয়স্বজনদের অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলছি। এই রোগ আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও ছড়াক সেটা চাই না।'

শিলিগুড়ি শক্তিগড় থেকে সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাবাড়ি সিদ্দিকিয়া প্রাথমিক মক্তবে শিক্ষকতা করতে আসেন সামসুন নুরি পারভিন। তিনি বলেন, 'রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, সেই জন্য স্কুলে যেতে ভয় হচ্ছে। আমার বাড়িতে দুটো বাচ্চা রয়েছে। দ্রুত রোগ নির্মূল হলে বাঁচি।' সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের চেকরমারি, কালীতলা এবং দক্ষিণজোত সহ কয়েকটি স্বাস্থ্য শিবিরে ২২০ জন জ্বর সহ অন্য উপসর্গ নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সন্দেহজনক ৩৫ জনের রক্তের নমুনা নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। এইদিন নতুন করে এই রোগের উপসর্গ নিয়ে দুজন রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে এবং একজন শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ২৮ জনের রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। তার মধ্যে দুজনের ল্যাপ্টোস্পাইরা এবং চারজনের স্ক্রাব টাইফাস পজিটিভ এসেছে। বর্তমানে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ১৭ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রয়েছেন। গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে রোগী সহ এলাকার সমস্ত মানুষকেই জল ফুটিয়ে খাওয়া, খালি পায়ে না হাঁটার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পদ্মের কমিটি নিয়ে অসন্তোষ চোপড়াতেও

এক জন পদাধিকারী নিয়ে প্রশ্ন

মনজুর আলম

চোপড়া, ২২ অগাস্ট : শহর ছাপিয়ে সাংগঠনিক দায়িত্ব ঘিরে ক্ষোভ গ্রামেও। কেন মাত্র একজন পদাধিকারী, প্রশ্ন উঠছে চোপড়ার পদ্ম শিবিরে। সম্প্রতি বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। ওই কমিটিতে দুজনের জায়গা হলেও পদাধিকারী মাত্র সহ সভাপতি অসীম বর্মন। বিদায়ি কমিটিতে সম্পাদকের দায়িত্ব সামলানো ভবেশ করকে ওই পদ থেকে সরিয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সদস্য করা হয়েছে। আর তাকে ঘিরেই নানান প্রশ্ন উঠছে।

যেভাবে দলের মধ্যে ক্ষোভ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তাতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে অস্বস্তিতে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। যদিও জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের বক্তব্য, 'দলীয় রীতিনীতি মেনেই কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া সকলকে তো পদ দেওয়া সম্ভব নয়। পদে না থেকেও দলের কাজ করা যায়। আমি চিরদিন জেলা সভাপতি থাকব, সেটা তো হতে পারে না।' কমিটি নিয়ে দলের মধ্যে কোনও ক্ষোভ নেই বলেও অরুণের দাবি।

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি গঠন হতেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে অসন্তোষ। কমিটি নিয়ে ইতিমধ্যে শহর শিলিগুড়িতে উঠেছে নানান প্রশ্ন। এবার তা সংক্রামিত চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রেও। চোপড়া দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ায় উত্তর দিনাজপুরের পরিবর্তে '২৩-এ শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার অন্তর্ভুক্ত করে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। সে সময় থেকেই দলীয় পদ নিয়ে নেতৃত্বের মধ্যে মতানৈক্য তৈরির পাশাপাশি দূরত্ব তৈরি হয়। বিভিন্ন সময় দলীয় কোন্দল প্রকাশ্যে চলে আসে। নতুন করে বিরোধ বেধেছে ৯১ জনের কমিটি গঠনের পর। কমিটিতে জেলা সভাপতি সহ ২৬ জন পদাধিকারী।

চোপড়ার বিজেপি নেতা বরুণ সিংহের দাবি, 'প্রত্যেক বিধানসভা থেকে অন্তত দুজনের পদাধিকারী থাকার কথা। কিন্তু এবার এখানকার একজনকে রাখা হয়েছে। দলীয় কর্মীদের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা গিয়েছে।' দলের প্রকৃত কর্মীদের কমিটির বাইরে রাখা হয়েছে বলেও অভিযোগ অনেকের।

পদ হারিয়ে মুখ খুলেছেন ভবেশ। তিনি বলছেন, 'দলীয় নেতৃত্ব ঠিকভাবে মূল্যায়ন করেনি। এই বিধানসভা কেন্দ্রে দল যেখানে কম ভোট পেয়েছে, সেখান থেকে সহ সভাপতি করা হয়েছে। যেখানে শক্ত ঘাঁটি, সেখান থেকে কোনও পদাধিকারী রাখা হয়নি। এ কারণেই নতুন কমিটি নিয়ে স্থানীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে।'

কোন্দল
- বিজেপির জেলা কমিটি নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রে
- বিদায়ি কমিটিতে চোপড়ার দুজন পদাধিকারী থাকলেও এবার এক
- কেন মাত্র একজন পদাধিকারী, প্রশ্ন উঠছে পদ্ম শিবিরের অন্দরে
- সম্পাদকের পদ হারিয়ে নেতৃত্বের মূল্যায়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ভবেশ কর
- দলীয় রীতিনীতি মেনেই কমিটি গঠন, দাবি সাংগঠনিক জেলা সভাপতির

জানা গিয়েছে, কমিটি নিয়ে ভবেশের অনুগামীরা ইতিমধ্যে বৈঠক করেছেন। ফের বৈঠক ডাকা হয়েছে। কিছু কর্মী বসে পড়তে পারেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন ভবেশ। অন্যদিকে, জেলা কমিটিতে পুনরায় সহ সভাপতি পদ পেয়ে আপ্লুত অসীম। বিভিন্ন মণ্ডল কমিটির তরফে শুক্রবার তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অসীম বলছেন, 'দলের জেলা নেতৃত্ব নিশ্চয় সঠিক মূল্যায়ন করে পদ বণ্টন করেছেন। এর বাইরে এখন আমার কিছু বলা ঠিক হবে না।'

পাশে বিরোধী দলনেতা

উন্নয়নের খতিয়ান মেয়রের মুখে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : বিরোধীদের অভিযোগের জবাব দিতে হইহই করে রাস্তা ও বাজারের কাজের সূচনা করল তৃণমূল। আর সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চে বসে থাকতে দেখা গেল বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনকে। তাঁকে পাশে বসিয়ে কাজের খতিয়ান দিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব।

অভিযোগটা কী? শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধীরা বারবার দাবি করেন, তাঁদের ওয়ার্ডে উন্নয়নমূলক কোনও কাজ করা হয় না। শুক্রবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের যে দুটি ওয়ার্ডে কাজের সূচনা হল, সেই ৮ এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ড-দুটোরই কাউন্সিলার বিজেপির। কাজের শিলান্যাস করতে গিয়ে রীতিমতো প্যান্ডেল তৈরি করে, মঞ্চ বানিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করল তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ড।

গৌতমের বক্তব্য, '৮ নম্বর ওয়ার্ডের মহাবীরস্থান বাজার সংস্কার করা হচ্ছে। ৯ নম্বর ওয়ার্ডে পাঁচটি রাস্তা মেরামত করা হবে।' ৯ নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তার সংস্কার করা হবে। ৮ নম্বর ওয়ার্ডে মহাবীরস্থান বাজার সংস্কারের জন্যে ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। অন্যান্য ওয়ার্ড মিলিয়ে প্রায় ৩০ কোটি টাকা শিলিগুড়ির উন্নয়নের জন্যে বরাদ্দ করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। সেজন্য মন্ত্রী উদয়ন গুহকে এদিন কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন গৌতম।

অন্যান্য এলাকায় এই সমস্ত কাজের শিলান্যাস করতে গেলে কয়েকজন পারিষদকে সঙ্গে নিয়েই এমনিই চলে যান মেয়র। কিন্তু বিরোধীরা প্রায় সব বোর্ড মিটিংয়েই অভিযোগ তোলেন যে তাঁদের বঞ্চনা করা হচ্ছে। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে কাজের তালিকাও দিয়েছিলেন। যদিও সেই সময় উদয়ন জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, মেয়র যে কাজের তালিকা দিয়েছেন সেগুলি আগে করা হচ্ছে। পরবর্তীতে বিধায়কের তালিকাটাও খতিয়ে দেখা হবে। মেয়রের দেওয়া সেই কাজের তালিকাতেই এই ওয়ার্ডগুলি ছিল। তাই এদিন মঞ্চ তৈরি করে বিরোধী দলের নেতাদের পাশে বসিয়েই মেয়র সেই কাজের শিলান্যাস করেছেন। মেয়র নিজে একথা না বললেও এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিনের অনুষ্ঠানে সমস্ত মেয়র পারিষদের পাশাপাশি চার নম্বর বরোর চেয়ারম্যানও উপস্থিত ছিলেন।

আর এই কাজ ও কাজ শুরুর আড়ম্বর নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা কী বলছেন? অমিত জৈনের বক্তব্য, 'এখন দেখছি যেখানেই শিলান্যাস করতে যাচ্ছে সেখানেই স্টেজ তৈরি করা হচ্ছে। তাই আমাদের এখানেও তৈরি করা হয়েছিল। যেহেতু সরকারি মঞ্চ ছিল তাই আমি গিয়েছিলাম। রাজনৈতিক মঞ্চ হলে যেতাম না। আমার ওয়ার্ডের ওই রাস্তাগুলি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে। সেটার এতদিনে কাজ হাতে নেওয়া হল।'

৮ এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাজের সূচনা গৌতম দেবের। শুক্রবার।

কী কী কাজ
- ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মহাবীরস্থান বাজার সংস্কার করা হচ্ছে
- ৯ নম্বর ওয়ার্ডে পাঁচটি রাস্তা মেরামত করা হবে
- ৯ নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাস্তার সংস্কার করা হবে
- ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মহাবীরস্থান বাজার সংস্কারের জন্যে ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে

পথ ছাড়বে কবে? প্রশ্ন এখনও

সরকারি রাস্তা দখল করে তৈরি হয়েছে গ্যারাজ, গুদাম
পথের দাবিতে কোর্টে মামলা

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে ডাম্পিং গ্রাউন্ড সংলগ্ন এলাকায় সরকারি রাস্তা দখল করে তৈরি হয়েছিল গ্যারাজ, হোটেল। বিষয়টি নিয়ে একাধিক জায়গায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন স্থানীয়রা। তারপরেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। অবশেষে সেই খবর প্রকাশিত হয় উত্তরবঙ্গ সংবাদে। তারপরেই পদক্ষেপ করে প্রশাসন।

জেলা পরিষদ থেকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। দুইদিন আগে রাজগঞ্জের বিএলআরও দপ্তর থেকে নোটিশ দিয়ে ইনস্পেকশন করার কথা জানানো হয়। শুক্রবার এলাকায় এসে ঘটনার তদন্ত করেন বিএলআরও দপ্তরের আধিকারিকরা। রাস্তা মাপজোখ করার পাশাপাশি কারা দখল করে বসে রয়েছে তাঁদের বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে দেখা যায় আধিকারিকদের। তাঁরা আশ্বাস দেন, শীঘ্রই রাস্তা দখলমুক্ত করা হবে। বিষয়টি নিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'রাস্তা দখল করা হয়েছে। আমরা রিপোর্ট জেলা পরিষদে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখান থেকেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

স্থানীয়দের অভিযোগ ছিল, ইস্টার্ন বাইপাসে চেকপোস্টের দিক থেকে এসে শালুগাড়া রেঞ্জ অফিসের দিকে ঢুকতে যে রাস্তা রয়েছে সেটি দখল হয়ে গিয়েছে। এলাকাবাসীর কথায়, ওই রাস্তা দখল করে একটি গ্যারাজ তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে গুদাম, হোটেল। একাধিকবার বলার পরেও দখলদাররা রাস্তা ছাড়েনি বলে অভিযোগ। এরপরেই প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের দ্বারস্থ হন স্থানীয়রা। স্থানীয় শংকর জেঠির কথায়, 'রাস্তাটি অনেকদিন ধরেই দখল হয়ে রয়েছে। বারবার বলার পরেও কেউ কোনও পদক্ষেপ করছিল না। অবশেষে তদন্তে এসেছেন আধিকারিকরা।'

শান্তির মুখে দুই 'বিদ্রোহী'

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থার জেরে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই নেতা-নেত্রীকে শাস্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। এঁদের মধ্যে একজন জনপ্রতিনিধি দলের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে শোকজ করা হচ্ছে তাঁদের। রাজ্যের নির্দেশের পরেই শুক্রবার রাতে তড়িঘড়ি বৈঠকে বসে দার্জিলিং জেলা কোর কমিটি। শনিবার দুই নেতা-নেত্রীকে শোকজের চিঠি পাঠানো হবে। তৃণমূলের দখলে থাকা মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে বৃহস্পতিবার অনাস্থা পেশ হয়েছে। সেখানে নির্বাচিত ১৩ জন সদস্য সই করেন। অনাস্থা পেশের আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টায় তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে কোর কমিটি বৈঠকে বসেছিল। অভিযোগ, সেখানে ওই দুজন সবথেকে বেশি বিরোধ করেছিলেন। সেই রিপোর্ট যাওয়ার পরেই রাজ্য থেকে তাঁদের শোকজের নির্দেশ এসেছে। কোর কমিটির কোনও সদস্য এব্যাপারে মন্তব্য করতে চাননি।

মজুরি নিয়ে সাফাই

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : মতিধর এবং বিজলিমণি চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া নেই বলে মালিকপক্ষ দাবি করল। শুক্রবার চা বাগান মালিকদের সংগঠন তরাই ব্রাঞ্চ অফ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের (টিবিআইটিএ) সচিব রানা দে প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, এই দুটি বাগানের শ্রমিকদের একটি পাক্ষিক মজুরিও বকেয়া নেই। তবে শ্রমিক সংগঠনগুলির বক্তব্য, অন্য চা বাগানের সঙ্গে এই দুটি বাগানেও শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) খাতে প্রচুর বকেয়া রয়েছে।

ধৃত আরও ১

ফাঁসিদেওয়া, ২২ অগাস্ট : গোরু চুরির ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে আরও ১ জনকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। শুক্রবার ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ চটহাট থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত মহম্মদ নাসির চটহাটের চোচপাড়ার বাসিন্দা। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

গারদে কর্মী

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : ট্রাভেল কোম্পানির অ্যাকাউন্ট বিভাগে বসে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা তছরুপ। ধরা পড়ার পর জমি-বাড়ি বিক্রি করে টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি। টাকা শোধ করা তো দূরের কথা, সুযোগ পেয়ে ফের ১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ। শেষমেশ গারদের ওপারে ঠাঁই হল শুভঙ্কর দত্ত নামে ওই কর্মীর।

পর্যটক টানতে এবার নজর স্পোর্ট ফিশিং-এ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : পর্যটক টানতে এবার দার্জিলিং জেলা মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে 'স্পোর্ট ফিশিং'-এ জোর দেওয়া হল। এ বিষয়ে জেলা মৎস্য অধিকর্তা ভেরোনিকা গুরুং বিভিন্ন হোমস্টের মালিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের মাছ চাষে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে বলেও ভেরোনিকা জানিয়েছেন।

বিনোদনের উদ্দেশ্যে পুকুর, নদী বা সমুদ্রে মাছ ধরাকে স্পোর্ট ফিশিং বলা হয়। গোয়া, আন্দামান ও নিকোবর, অন্ধ্রপ্রদেশে ইতিমধ্যেই স্পোর্ট ফিশিং ভীষণভাবে প্রচলিত। এবার উত্তরবঙ্গের পর্যটকদের এই স্বাদ দিতেই মৎস্য দপ্তরের এই উদ্যোগ। ভেরোনিকা বলেন, 'দার্জিলিং জেলায় অনেক হোমস্টে আছে। আমরা মূলত বড় এলাকা নিয়ে যে হোমস্টেগুলো রয়েছে সেদিকে নজর দিচ্ছি। হোমস্টেগুলোতে কৃত্রিমভাবে পুকুর তৈরি করে মাছ চাষ করা হবে। পর্যটকরা এবার থেকে ঘুরতে এসে হোমস্টেতে বসেই মাছ ধরতে পারবেন। শুধু মাছ ধরাই নয়, তাঁরা যাতে নিজেদের ধরা মাছ রান্না করে খেতে পারেন সেই ব্যবস্থাও করা হবে। কীভাবে এখানে মাছ চাষ করা যাবে হোমস্টে মালিকদের সেই প্রশিক্ষণ আমরা দেব। হোমস্টেতে থাকবে মাছ ধরার সরঞ্জাম যা দিয়ে পর্যটকরা মাছ ধরবেন।'

প্রতিবছর দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক উত্তরবঙ্গে ঘুরতে আসেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি পর্যটকরা যাতে ঘুরতে এসে বিভিন্ন 'অ্যাক্টিভিটি'-ও করতে পারেন সেদিকে ইতিমধ্যেই জোর দেওয়া হয়েছে। স্পোর্ট ফিশিং চালু হলে তা পর্যটকদের কাছে বাড়তি পাওনা হবে বলে পর্যটন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। পর্যটন বিশেষজ্ঞ রাজ বসু বলেন, 'আমরা গ্রামীণ পর্যটনকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করছি। পর্যটনের সঙ্গে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি যুক্ত করা হলে পর্যটকদেরও আগ্রহ বাড়ে। পাশাপাশি স্থানীয় এলাকার অর্থনীতিরও উন্নতি হয়। এই স্পোর্ট ফিশিং চালু হলে একদিকে যেমন পর্যটকদের উত্তরবঙ্গ নিয়ে আগ্রহ বাড়বে তেমনি স্থানীয় বাসিন্দাদের আর্থিক উন্নতিও হবে।'

নয়া পরিকল্পনা
- বিনোদনের জন্য মাছ ধরাকে স্পোর্ট ফিশিং বলে
- দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় এই স্পোর্ট ফিশিং
- পর্যটক টানতে মৎস্য দপ্তরের এই উদ্যোগ
- পাহাড়ের কোলে মাছ ধরা, বেড়ানোর আনন্দ দ্বিগুণ করবে

মাছ ধরা অনেকের শখ। পাহাড়ের কোলে প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে মাছ ধরতে পারলে সেই আনন্দ আরও অনেক বাড়বে। উত্তরে স্পোর্ট ফিশিং চালু হলে পর্যটকদের এখানে আসার আগ্রহ যে আরও বাড়বে সে ব্যাপারে আশাবাদী মৎস্য দপ্তর।

অসম গ্যাংয়ে বিহার-যোগ

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : ছিনতাইয়ের ঘটনায় অসম গ্যাংয়ের সঙ্গে এবারে বিহারের যোগসূত্র পেল প্রধাননগর থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, বিহারের এক এজেন্ট রয়েছে। সে নাকি ছিনতাই করা সোনার চেন নিয়ে যায়। ছিনতাইয়ের ঘটনায় ধৃত সঞ্জু গোয়ালা সোনার চেন ওই এজেন্টকে দেওয়ার ছক কষেছিলেন। তদন্তকারীরা ইতিমধ্যে এজেন্টের নাম পেয়ে গিয়েছেন বলে খবর।

দুই ছিনতাইয়ের ঘটনায় ধৃত রাজেশ সিং, সঞ্জু গোয়ালা ও বিশ্বজিৎ রায়কে জেরা করে বেশকিছু তথ্য পেয়েছে পুলিশ। সঞ্জুকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই পুলিশ জানতে পেরেছে, ছিনতাই করা সোনা বিক্রির ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের বিহার-যোগ রয়েছে। ছিনতাইয়ের পর অভিযুক্তরা বিহারের এক এজেন্টের মাধ্যমে সোনা ব্যবসায়ীদের কাছে সোনার চেন বিক্রি করে দিত। সঞ্জুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বৃহস্পতিবার রাতে ইরানি বস্তির বাড়িতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে সোনার চেন উদ্ধার করে। সেইসঙ্গে ওই এলাকা থেকে রাজেশের ছিনতাই করা সোনার চেনও উদ্ধার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, শিলিগুড়িতে অসম গ্যাংয়ের সদস্যরা অনেকেই ইরানি বস্তিতে থাকার পাশাপাশি ফুলবাড়িতেও বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেছিল। মূলত, পুলিশের চোখে ধুলো দিতেই ফুলবাড়িতে ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেছিল বলে মনে করছে পুলিশ।

এদিকে, সঞ্জুকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁকে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে জেরা করে চম্পাসারি মেইন রোড সংলগ্ন এলাকায় ছিনতাই করা সোনার চেন উদ্ধার করতে পারলেও এখনও পর্যন্ত মাটিগাড়ায় গয়নার ব্যাগ ছিনতাইয়ের ব্যাপারে কোনও তথ্য বের করতে পারেনি বলে খবর। ইতিমধ্যেই মাটিগাড়া থানার পুলিশও সঞ্জুকে জেরা করেছে। সিসিটিভি সহ বিভিন্ন সূত্র থেকে তদন্তকারীরা প্রথম থেকে অনুমান করছেন, সঞ্জু মাটিগাড়ার গয়নার ব্যাগ ছিনতাইয়ের সঙ্গেও জড়িত। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলছেন, 'যাবতীয় তদন্ত করা হচ্ছে।'

প্রধাননগর থানা এলাকায় গত ২৬ জুন সমরনগর ও গত ২৮ জুন চম্পাসারি মেইন রোড এলাকায় দুটি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছিল। দুই ক্ষেত্রেই তদন্তে নেমে পুলিশ অসম গ্যাংয়ের হদিস পেয়েছিল। ইতিমধ্যেই দুই ঘটনায় অভিযুক্ত চারজনের মধ্যে তিনজনকে পাকড়াও করতে পেরেছে পুলিশ। এরমধ্যে সমরনগরের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া রাজেশ সিং বর্তমানে জেল হেপাজতে রয়েছেন। অন্যদিকে, চম্পাসারি মেইন রোড সংলগ্ন এলাকায় ছিনতাইয়ে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া বিশ্বজিৎ রায় এখন জেল হেপাজতে থাকলেও সঞ্জু গোয়ালা পুলিশ হেপাজতে রয়েছেন।

ধূমকেতুর আরেক নক্ষত্র শুভজিৎ

ব-এ বিনোদন

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২২ অগাস্ট : 'জাস্ট জমে গেছে।' শব্দ মাত্র তিনটি। তবে তাতেই বুক দুরুদুরুটা একেবারে কেটে গিয়েছিল শুভজিতের। কারণ মাঝে কেটে গিয়েছে গোটা একটা দশক। সেই লম্বা সময়ে তো বদলে গিয়েছে কতকিছুই! এক দশক আগে আলিপুরদুয়ার শহরের লেবুবাগানের বাসিন্দা শুভজিৎ সিংহ যেভাবে দৃশ্যগুলোর কথা ভেবেছিলেন, তার সঙ্গে এখনকার অনেক অমিল। আশঙ্কা একটা ছিলই। তাঁদের নতুন ভাবনা রুপোলি পর্দার ভানুর পছন্দ হবে কি না। ফাইনাল এডিটের দিন সেই আশঙ্কার মেঘই এক ফুঁয়ে উড়ে গিয়েছিল মেগাস্টার দেবের মন্তব্যে।

জনপ্রিয়তার নিরিখে 'ধূমকেতু' যে জাস্ট জমে গিয়েছে, তা কারও অজানা নয়। তবে সেই সিনেমার যে একটা আলিপুরদুয়ার-কানেকশন রয়েছে, সেকথা আর কজন জানতেন? এই সিনেমায় এডিটরের কাজ করেছেন শুভজিৎ। তাও আবার একবার নয়, দু'-দু'বার। দু'বার কেন? কারণ, ১০ বছর আগে একবার ধূমকেতুর এডিটিং করা হয়েছিল। কিন্তু তখন সেই সিনেমা রিলিজ হয়নি। যখন শেষপর্যন্ত তা মুক্তির সিদ্ধান্ত হয়, ততদিনে তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ছবি দেখার মানসিকতাও পালটেছে। তাই শুভজিৎ আবার এডিট করেন। যেন হলে বসে কারও 'পুরোনো সিনেমা দেখছি' বলে মনে না হয়। সঙ্গে অডিওগ্রাফি, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকও পালটানো হয়। আর শুভজিতের

স্টুডিওতে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় ও দেবের সঙ্গে শুভজিৎ সিংহ।

পরামর্শেই নাকি অনুপম রায়ের লেখা ও কম্পোজিশনে তৈরি নতুন একটি গান যুক্ত করা হয়। ধূমকেতুর সঙ্গে যেমন, তেমনই কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেও শুভজিতের সম্পর্ক অনেকদিনের। কৌশিকের ছোটদের ছবি, অপুর পাঁচালির মতো সিনেমায় বোধাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এডিটিংয়ে সহকারীর কাজ করেছেন। সর্বপ্রথম একক এডিটর হিসেবে কাজ করেছেন সিনেমাওয়ালা সিনেমায়। কাজ করেছেন ৭টি জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সিনেমা নগরকীর্তনে। ডাকঘরের মতো ওয়েবসিরিজে কাজ করেছেন। কাজ করেছেন বাংলাদেশের একাধিক জনপ্রিয় সিনেমাতেও। ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের এই প্রাক্তনী কলেজের পড়াশোনা শেষে কলকাতার রূপকলা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা ইন সিনেমা নিয়ে স্নাতকোত্তর হন। হিন্দি ও ইংরেজি সিনেমায় এডিটর হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। আমির খান প্রোডাকশনের সিনেমাতেও এডিটর হিসেবে কাজ করেছেন। এই মাসেই মুক্তি পাওয়ার কথা সোহম চক্রবর্তীর বহুরূপ এবং স্বরলিপি হোম। ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পাবে কাকাবাবুর অভিযান নিয়ে সিনেমা বিজয়নগরের হিরে। সবক'টিতেই কাজ করেছেন শুভজিৎ।

ধূমকেতুর সাফল্যে আপ্লুত হলেও এখন আর তা নিয়ে খুব বেশি গা ভাসানোর সময় নেই শুভজিতের। কেবল বললেন, 'একটা চ্যালেঞ্জ তো ছিলই। দর্শকদের ভালো লাগছে, এটা ভেবেই আনন্দ হচ্ছে।'

আয়ার ভূমিকা

নিউ গড়িয়ার পঞ্চসায়রে বৃদ্ধার রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের নজরে তাঁর আয়ার ভূমিকা। আয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছে পুলিশ।

অভিযান

ভাতা বৃদ্ধি, বকেয়া ইনসেনটিভ সহ ১০ দফা দাবিতে কালীঘাট অভিযান করলেন আশাকর্মীরা। কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যায় রাসবিহারী চত্বর। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভিড় জমান তাঁরা।

সহায়তা

৭২০ জন শ্রমিককে ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকার সামাজিক সুরক্ষা যোজনার সহায়তা প্রদান করল শ্রম দপ্তর। উপস্থিত ছিলেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক, মেয়র ফিরহাদ হাকিম, সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

ট্রাফিক নিয়ম

রবিবার ভোর ৪টে থেকে রাত ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সেতুতে বিশেষ ট্রাফিক নিয়ম জারি থাকবে। কোলাঘাট ও ডানকুনি থেকে কলকাতামুখী গাড়ি নিবেদিতা সেতু ব্যবহার করবে।

ভিনরাজ্যে সৎকার হল না শ্রমিকের

কলকাতা, ২২ অগাস্ট: মৃত্যুর পর ভিনরাজ্যে সৎকারও হল না বাংলার শ্রমিকের দেহ। কয়েকশো মাইল পেরিয়ে বাংলায় ফিরিয়ে আনতে হল উত্তর ২৪ পরগনার টাকি পুরসভার বাসিন্দা নীলমণি ঘোষের দেহ। বাংলাভাষী ওই পরিযায়ী শ্রমিক ১২ বছর আগে তামিলনাড়ুর কুমার পারলামে একটি কারখানায় কাজে যোগ দেন। কয়েকদিন আগে কাজ করার সময় সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর চোট পান তিনি। তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান কারখানা কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯ অগাস্ট ঘটনাটি ঘটে। তাঁর কারখানার মালিক ও সহকর্মীরা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেহ দাহ করতে স্থানীয় শ্মশানে যান। পরিবারের অভিযোগ, বাংলাভাষী হওয়ায় তাঁর দেহ বিভিন্ন শ্মশানে ঘুরেও দাহ করা যায়নি। শেষে টাকির বাড়িতেই ফিরিয়ে আনা হয় তাঁর দেহ। এখানেই শেষকৃত্য করা হয়।

কেরলে কাজে গিয়ে বাংলার নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ৪ সদস্যের প্রতিনিধিদল সেখানে গিয়েছে। সমস্ত রকম আইনি সহায়তা ও সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে নির্যাতিতার পরিবারকে। মহেশতলা থানা থেকে পুলিশের একটি দলও কেরলে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই তার মেডিকেল পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলা ছাড়ছেন সব কৃতী

ওবিসি জট কাটার পর জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল প্রকাশ

নবনীতা মণ্ডল ও নয়নিকা নিয়োগী

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২২ অগাস্ট: জয়েন্ট এন্ট্রান্স ও মেডিকেল পরীক্ষায় ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে তৈরি হওয়া জট কাটল অবশেষে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে শুক্রবার স্থগিতাদেশ জারি করে প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, জয়েন্টের ফল প্রকাশে আর কোনও বাধা নেই।

সুপ্রিম নির্দেশের সবুজসংকেত পেয়েই ১১৭ দিনের মাথায় প্রকাশিত হল রাজ্য জয়েন্টের ফলাফল। যদিও ফলপ্রকাশের পর জয়েন্টে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে খুব একটা উচ্ছ্বাস ধরা পড়েনি। মেধাতালিকার সিংহভাগ স্থানাধিকারীই ইতিমধ্যে পাড়ি দিয়েছেন ভিনরাজ্যে। কাউন্সেলিংয়ে অংশগ্রহণ করবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। মেধাতালিকার প্রথম দশে জায়গা পাওয়াদের মধ্যে কলকাতার ৪ পড়ুয়া। ওই তালিকায় স্থান পায়নি উত্তরবঙ্গ। প্রথম হয়েছেন পার্ক সার্কাসের ডন বস্কো স্কুলের অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী। তিনি ইতিমধ্যেই ভর্তি হয়ে গিয়েছেন আইআইটি খড়্গপুরে। ফলপ্রকাশের দেরি নিয়ে অনিরুদ্ধর মন্তব্য, 'পড়ুয়াদের ভুগতে হল।'

এদিন সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বল বলেন, 'কলকাতা হাইকোর্ট সর্বোচ্চ আদালতের রায় উপেক্ষা করে যেভাবে নির্দেশ জারি করেছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়।' জবাবে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমরা ওবিসি রায়ের ওপরে ইতিমধ্যেই স্থগিতাদেশ দিয়েছি।' সোমবার ওবিসি সংক্রান্ত সব মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

ফলপ্রকাশে বিলম্ব নিয়ে অবশ্য শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে পড়ুয়াদের অভিনন্দন জানান। তিনি লেখেন, 'আইনি জটিলতায় ফলপ্রকাশে অন্যান্যবারের তুলনায় এবার একটু দেরি হল।' যদিও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পাল্টা তিনটি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমোর দিকে। বলেছেন, ভোটব্যাংক তোষণ করার উদ্দেশ্যেই আইনি জটিলতা সৃষ্টি করে ফলপ্রকাশে দেরি করল রাজ্য।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এই বিষয়ে পরোক্ষভাবে কাঠগড়ায় তুলেছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দকে। সমাজমাধ্যমে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে বিচারপতি চন্দের ছবি পোস্ট করে কুণালের দাবি, ২০১০ সালের আগে ৬৬টি সম্প্রদায়ের তালিকার ভিত্তিতে নতুন মেধাতালিকা তৈরি করার নির্দেশ দিয়ে ফলপ্রকাশে যে জটিলতা তৈরি করেছিল বিচারপতি চন্দের বেঞ্চ, তার নেপথ্যে বড় কারণ তাঁর 'বিজেপি ঘনিষ্ঠতা'।

মেধাতালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন কল্যাণী সেন্ট্রাল মডেল স্কুলের সাম্যজ্যোতি বিশ্বাস। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে চমক লাগিয়েছেন রুবি পার্কের দিল্লি পাবলিক স্কুলের দিশান্ত বসু ও অরিত্র রায়। পঞ্চম স্থানে রয়েছেন দুর্গাপুরের পূর্ব ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের তৃষাণজিৎ দলুই। মেদিনীপুর থেকে এবারে প্রথম দশের মেধাতালিকায় রয়েছেন একজন।

ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের সাত্ত্বিক পাত্র। পূর্ব বর্ধমান থেকে মেধাতালিকায় সপ্তম ও দশম স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন যথাক্রমে বর্ধমান মডেল স্কুলের সম্বিত মুখোপাধ্যায় ও বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়। খড়্গপুরের ডিএভি মডেল স্কুলের অর্চিষ্মান নন্দী মেধাতালিকায় রয়েছেন অষ্টম স্থানে। রাজারহাটের দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রতীক ধানুকা নবম স্থান অধিকার করেছেন।

পরীক্ষা হয়েছিল চলতি বছরের ২৭ এপ্রিল। পরীক্ষা দেন ১,০১,৬৪৩ জন। উত্তীর্ণ হয়েছেন ১,০০,৫০২ জন। উত্তীর্ণদের হার ভালো হলেও কজন থাকবেন রাজ্যে? প্রশ্ন করতেই মেধাতালিকায় তৃতীয় দিশান্তের মা বিদিশা বসুর স্পষ্ট উত্তর, জয়েন্ট এন্ট্রান্স অ্যাডভান্সডে ৫২০ র‍্যাংক করে ইতিমধ্যেই দিশান্ত পাড়ি দিয়েছেন বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে। আইআইটি কানপুরে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে স্নাতকে ভর্তি হয়েছেন প্রতীকও। চতুর্থ স্থানাধিকারী অরিত্রর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছা থাকলেও ফলপ্রকাশে বিলম্বের জন্য তিনিও ভর্তি হয়ে গিয়েছেন আইআইটি বম্বেতে। তাহলে রাজ্যের মেধাবী পড়ুয়াদের ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়ার দায় কি রাজ্যেরই? পাল্টা শুভেন্দু বলেন, উত্তীর্ণরা আগামীদিনে রাজ্যে সরকারি চাকরি পেলে তাঁদেরও যে কোনওদিন তৃণমূলের নিয়োগ দুর্নীতির জন্য চাকরি চলে যেতে পারে।

প্রথম দশ	কোথায় পাড়ি
১. অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী	আইআইটি খড়্গপুর
২. সাম্যজ্যোতি বিশ্বাস	আইআইটি বম্বে
৩. দিশান্ত বসু	আইআইএসসি বেঙ্গালুরু
৪. অরিত্র রায়	আইআইটি বম্বে
৫. তৃষাণজিৎ দলুই	আইআইটি বম্বে
৬. সাত্ত্বিক পাত্র	আইআইটি খড়্গপুর
৭. সম্বিত মুখোপাধ্যায়	আইআইটি খড়্গপুর
৮. অর্চিষ্মান নন্দী	আইআইটি খড়্গপুর
৯. প্রতীক ধানুকা	আইআইটি কানপুর
১০. অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়	আইআইটি খড়্গপুর

কৌশিকী অমাবস্যায় আলোয় সেজেছে তারাপীঠ। -তথাগত চক্রবর্তী।

স্নাতকের পোর্টালে প্রথম মেধাতালিকা

কলকাতা, ২২ অগাস্ট: ওবিসি জটিলতা কাটিয়ে জয়েন্টের ফলের সঙ্গেই শুক্রবার প্রকাশিত হল কেন্দ্রীয় অনলাইন ভর্তি পোর্টালের প্রথম মেধাতালিকা। রাজ্যের সরকারি ও সরকার পোষিত কলেজগুলিতে স্নাতকে ভর্তির জট কাটল অবশেষে। স্বস্তিতে রাজ্যের স্নাতক পড়ুয়ারা। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় শিক্ষাবর্ষের ক্ষেত্রে ফের পিছিয়ে পড়বে না তো এরাজ্যের শিক্ষার্থীরা? শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, মোট ৩,০৯,৬৬৭ জন বৈধ আবেদনকারীকে ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৪৬০টি কলেজে পছন্দের ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, প্রথম মেধাতালিকায় ৭,২৩২টি বিষয়ে ৪,০২,৫৫৭টি আসন বণ্টন করা হয়েছে পড়ুয়াদের মধ্যে। এই মেধাতালিকার ভিত্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে ২৫ অগাস্ট সোমবার পর্যন্ত। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়ুয়াদের সশরীরে যাচাইকরণ চলবে শনিবার, আগামী সোম, মঙ্গল ও বুধবার পর্যন্ত। ২০২৫-'২৬ শিক্ষাবর্ষে ওই দফায় ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের ক্লাস শুরু হবে ২৯ অগাস্ট অর্থাৎ পরবর্তী শুক্রবার। একই সঙ্গে সুপ্রিম নির্দেশের পরই প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকস্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলপ্রকাশের দিন ঘোষণা করল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ড। ২৫ অগাস্ট সোমবার প্রকাশ করা হবে মেধাতালিকা। তারপরই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে।

৯ অগাস্ট প্রেসিডেন্সিতে স্নাতকের প্রবেশিকা পরীক্ষার মেধাতালিকা প্রকাশের কথা থাকলেও আইনি জটে তা সম্ভব হয়নি। একই সঙ্গে ১৭ জুন কেন্দ্রীয় ভর্তি পোর্টাল চালু হওয়ার পরও এতদিন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি মেধাতালিকা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে এদিন বলেন, 'আইনি কিছু জটিলতার কারণে আমরা বাধ্য হয়েছি ফল প্রকাশ করার জন্য অপেক্ষা করতে। এর জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু এটা মোটেও আমার ইচ্ছাকৃত নয়। আমি কখনও চাই না কারোর ক্ষতি হোক। দেরিতে ফল প্রকাশের কারণে কারোর যাতে ক্ষতি না হয়, সেটাও আমরা দেখব।'

কৃতিত্ব দাবি করে মমতার পোস্টে আবেগ

যাত্রা শুরু... সবুজ পতাকা দেখিয়ে মেট্রোর উদ্বোধন করছেন মোদি। শুক্রবার। ছবি: পিটিআই।

পঞ্চবাণে মোদিকে চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ অগাস্ট: নিজে গেলেন না। কিন্তু সম্প্রসারিত কলকাতা মেট্রোর নতুন তিন রুটের উদ্বোধন করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কলকাতা বিমানবন্দরে পা রাখার কয়েক মিনিট আগেই এক্স হ্যান্ডেলে আবেগঘন পোস্ট করে এই প্রকল্পের কৃতিত্ব নিজেই নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার মমতা তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আজকের দিনে আমাকে একটু নস্টালজিক হতে দিন। দেশের রেলমন্ত্রী থাকাকালীন কলকাতা মেট্রোর পরিকল্পনা এবং তার অনুমোদন আমি করিয়েছিলাম। এই প্রকল্পের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি, তহবিলের ব্যবস্থা করা এবং কাজ চালু করেছিলাম। পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এই প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে আমি অগ্রাধিকার দিয়েছিলাম। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমি বিনামূল্যে জমি, সংযোগকারী রাস্তা, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলাম। আমাদের মুখ্যসচিব একাধিক সমন্বয় বৈঠক করেছিলেন। রেলমন্ত্রী হিসেবে আমার সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হল। মেট্রোর এই সম্প্রসারণ প্রকল্প আমার জীবনের একটি বড় অধ্যায়। তাই আমাকে আজ একটু নস্টালজিক হতে দিন।'

এদিন সকাল থেকেই প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে সামাজিক মাধ্যমে একাধিক প্রশ্ন ছুড়তে শুরু করে তৃণমূল। রাজ্যের শাসকদল প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব চেয়েছে। ঘাসফুল শিবিরের প্রথম প্রশ্ন, কোন নৈতিকতার বিচারে ১৩০ তম সংবিধান সংশোধন বিল আনা হয়েছে? এই প্রসঙ্গে তৃণমূল মনে করিয়ে দিতে চেয়েছে, গত ১০ বছরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি প্রায় ৬ হাজার মামলার তদন্ত করেছে। কিন্তু নিষ্পত্তি করতে পেরেছে মাত্র আটটি ক্ষেত্রে। বিজেপির ২৪০ জন সাংসদের মধ্যে ৯৪ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা আছে। তার মধ্যে ৬৪ জনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। তৃণমূলের দ্বিতীয় প্রশ্ন, ভুয়ো ভোটার যদি ২০২৪ সালের ভোটার তালিকায় থেকে থাকে, তাহলে প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকার তাঁর কি আর অধিকার আছে? কেন লোকসভা ভেঙে দেওয়া হবে না ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সবাই ইস্তফা দেবেন না? তৃতীয় প্রশ্ন, 'দিল্লি পুলিশ বাংলা ভাষাকে বলেছে বাংলাদেশি ভাষা। আপনার দলের নেতা বলেছেন, বাংলা কোনও ভাষাই নয়। এর ফলে জাতীয় সংগীত ও জাতীয় গানের অবমাননা হয়েছে?' চতুর্থ প্রশ্ন, কেন বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্তা হতে হচ্ছে? একইভাবে তৃণমূলের শেষ প্রশ্ন, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাংলার জন্য যে ১.৯৩ কোটি টাকা আটকে রাখা হয়েছে, তা কবে দেওয়া হবে? এদিন প্রায় আধ ঘণ্টা ভাষণ দিলেও তৃণমূলের এই প্রশ্নের উত্তর দেননি প্রধানমন্ত্রী। তা নিয়েও প্রধানমন্ত্রীকে বিঁধতে ছাড়লেন না রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পরই তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে শশী বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গকে ভয় পান প্রধানমন্ত্রী। আর তাই রাজ্যের স্বার্থে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে পাঁচটি প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার একটিরও উত্তর না দিয়ে কার্যত পালিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। এখানেই বোঝা যাচ্ছে বাংলার স্বার্থ নয়, বিজেপির স্বার্থে এসেছিলেন মোদিজি।'

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ভোট এলেই মোদিজির মনে পড়ে বাংলার কথা, বোকা বানাতে হবে বাঙালিকে খাওয়াতে গঙ্গাপাখি।' তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কটাক্ষ করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা হয়েছে, 'পরিযায়ী আসে, পরিযায়ী যায় দিল্লি থেকে বঙ্গ/ বাঙালির মনে ঠাঁই নেই তাঁর, দেখাক যতই রঙ্গ।'

তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি নিশানা করে বলা হয়েছে, 'আমরা দুঃখিত নরেন্দ্র মোদিজি। বাংলা আপনার নাট্যমঞ্চ নয়। সাহস থাকলে উত্তর দিন প্রতিটি বাঙালির মনের প্রত্যেকটি জ্বলন্ত প্রশ্নের।'

প্লাবনের আশঙ্কা

কলকাতা, ২২ অগাস্ট: একাধিক জেলায় গত কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণ এবং ডিভিসি ও ময়ূরাক্ষী জলাধার থেকে জল ছাড়ায় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্লাবনের আশঙ্কা করছে নবান্ন। শুক্রবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জেলাগুলির সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। সেখানেই তিনি জেলাগুলিকে যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তৈরি থাকতে নির্দেশ দেন। আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের আশঙ্কার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

আরও ২২ কিমি মেট্রোর প্রতিশ্রুতি

কলকাতা, ২২ অগাস্ট: কলকাতায় নতুন করে ২২ কিলোমিটার মেট্রোপথ চালু করার প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া, শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত তিনটি নতুন মেট্রো রুটের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

সেখানেই তিনি বলেন, '২০১৪ সালের আগে কলকাতায় মাত্র ২৮ কিলোমিটার মেট্রো চলাচল করত। এখন তা ৪৫ কিলোমিটার হল। আর কয়েকদিনের মধ্যে আরও ২২ কিলোমিটার মেট্রোপথ যুক্ত হবে। এক হাজার কোটি টাকা খরচ করে ৬ লেনের এলিভেটেড কোনা এক্সপ্রেসওয়ে করিডর করা হচ্ছে।'

হাওড়া ময়দান থেকে শিয়ালদা হয়ে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো প্রকল্পে বাকি অংশের কাজ হয়ে গেলেও শুধুমাত্র শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত রুটের কাজ বাকি ছিল। এখন মাত্র আধ ঘণ্টায় হাওড়া থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়া যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের উন্নয়নে অত্যন্ত আগ্রহী বোঝাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে ৯টি বন্দে ভারত ও দুটি অমৃত ভারত চলাচল করছে। বিকশিত বাংলা গড়াই মোদির গ্যারান্টি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করার প্রক্রিয়া চলছে। ভারত তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হতে চলেছে। ২০১৪ সালের আগে গোটা দেশে আড়াইশো কিলোমিটার মেট্রো চলাচল হত। এখন তা বেড়ে এক হাজার কিলোমিটারের বেশি হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই রাজ্যের উন্নয়নে সবসময় আগ্রহী কেন্দ্রীয় সরকার। রেল বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের জন্য তিনগুণ বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যে ৯টি বন্দে ভারত ও দুটি অমৃত ভারত ট্রেন চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার চায়, এই রাজ্যে রেল এবং সড়ক যোগাযোগে আরও উন্নত হোক।'

এদিন যশোর রোড থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত মোদি মেট্রো সফর করেন। মেট্রোর পরিকাঠামোও খতিয়ে দেখেন। কলকাতা শহরের গতি কতটা বাড়তে পারে, তা তাঁকে বিশদে বোঝান রেলবোর্ডের চেয়ারম্যান। চিংড়িঘাটায় যেখানে কাজ আটকে রয়েছে, সেই নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলতে তিনি রেলবোর্ডকে নির্দেশ দেন। মোদি বলেন, 'গঙ্গার নীচ দিয়ে যে মেট্রোর টানেল আছে, সেটি তৈরি হওয়ার সময়ের সেখানকার মাটি আমার কাছে রয়েছে। আমি চাই এই মেট্রো প্রকল্প আরও পবিত্র থাকুক।'

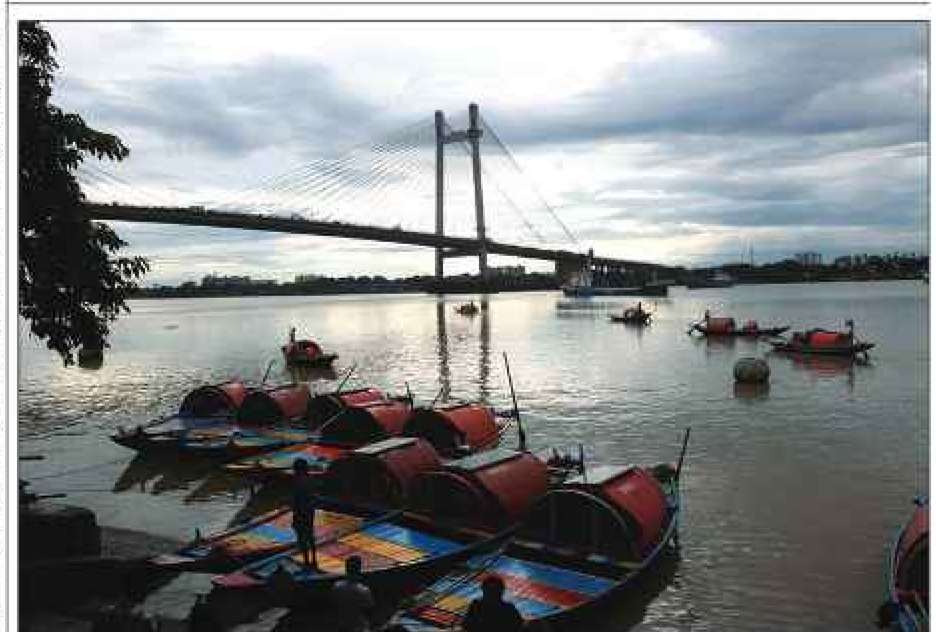

নৌকা বাঁধা আছে... শুক্রবার কলকাতায়। ছবি: রাজীব মণ্ডল।

পেনশন অমিল স্বাধীনতা সংগ্রামীর

রিমি শীল

কলকাতা, ২২ অগাস্ট: মামলার টানাপোড়েনে কেটে গিয়েছে ১৪ বছর। বর্তমানে শতবর্ষ পার করেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামী উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা সতীশ চন্দ্র দাস। এখনও পেনশন মেলেনি শতাধিক ১০১ বছরের বৃদ্ধর। শুক্রবার পেনশন প্রদানে কেন এত নিষ্ক্রিয়তা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, 'সরকারি আধিকারিকরা বেতন পেয়ে যাচ্ছেন। বিচারপতিরাও বেতন পাচ্ছেন, অথচ যাঁরা দেশের জন্য লড়াই করলেন সেই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা পেনশন পাচ্ছেন না? এক্ষেত্রে কার অনীহা রয়েছে তা দেখা দরকার।'

স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনশন না পেয়ে ২০১১ সালে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। এখন তাঁর বয়স ১০১ বছর। এই মামলাতে বিচারপতি এদিন ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, 'যৎসামান্য পেনশনের টাকার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কেন কষ্ট পাবেন? রাজ্যের অনীহা রয়েছে কি না তা যাচাই করা দরকার।' রাজ্য কী পদক্ষেপ করছে তার হলফনামা তলব করা হয়েছে।

প্রথমে সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত একটি মামলা দায়ের হয়। সেই মামলা ঘুরে আসে হাইকোর্টে। ৯ বছর পর ২০২০ সালে এই মামলায় আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, রাজ্য প্রশাসনকে নথিপত্র যাচাই করে পেনশনের বিষয়ে পদক্ষেপ কেন্দ্রের কাছে প্রয়োজনীয় নথিপত্র পাঠাতে বলা হয়। তার ভিত্তিতে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হল তা মামলাকারীকে জানাতে হবে। পাঁচ বছর কেটে গেলেও নির্দেশ পালন না হওয়ায় আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেন সতীশবাবু।

তাতে যুক্ত হন আরও একাধিক স্বাধীনতা সংগ্রামী। তৎকালীন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী সহ ছয়জন আধিকারিককে মামলায় যুক্ত করা হয়। নির্দেশ পালন না করা ও শুনানিতে উপস্থিত না থাকায় রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যসচিব, বর্তমান মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্র সচিবের বিরুদ্ধে রুল জারি করা হয়। শুক্রবার আদালতে সশরীরে হাজিরা দেন আলাপনবাবু। ভার্চুয়ালি হাজিরা দেন বর্তমান মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্র সচিব। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, ২০২১ সালে কেন্দ্রকে তথ্য পাঠানো হয়েছিল।

সম্প্রতি তারা জানিয়েছে, আবেদনকারীদের আবেদন খারিজ করা হয়েছে। তবে রাজ্য পদক্ষেপ নিচ্ছে। আবেদনকারী খুলনা জেলে বন্দি ছিলেন। তাই তথ্য সংগ্রহ করতে সমস্যা হচ্ছে। তাই বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'আদালত অবমাননার জন্য শাস্তি পেতে পারেন অবমাননাকারী আধিকারিকরা।' ১৫ দিনের মধ্যে অবমাননাকারীদের রুলের ভিত্তিতে হলফনামা আকারে উত্তর জানাতে হবে।

বিকল্প কাজের সন্ধান শুরু শ্রম দপ্তরের

কলকাতা, ২২ অগাস্ট: মাত্র ৫ হাজার টাকা ভাতায় রাজ্যে ফেরার অনীহা রয়েছে অধিকাংশ পরিযায়ী শ্রমিকের। পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের সেই মনোভাবের খবর পৌঁছেছে নবান্নে। সেই কারণেই ভিনরাজ্যে থাকা শ্রমিকদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করতে পরিকল্পনা তৈরির জন্য শ্রম দপ্তরকে নির্দেশ দিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। চলতি মাসের মধ্যেই এই সংক্রান্ত বিস্তারিত পরিকল্পনা রিপোর্ট বা ডিপিআর জমা দিতে বলা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রে কত শ্রমিককে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব, একলপ্তে সর্বাধিক কতজন শ্রমিককে বিভিন্ন

ভাতায় নারাজ

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে কত শ্রমিক ফিরে এসেছেন ও তাঁদের বিকল্প কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছে, সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এই ব্যাপারে জমা দিতে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবারই শ্রম দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। সেখানে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ২২ লক্ষ ৪০ হাজার পরিযায়ী শ্রমিককে কাজ দেওয়া যে বাস্তবে সম্ভব নয়, তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন দপ্তরের কর্তারা।

বৃহস্পতিবার থেকেই 'শ্রমশ্রী' প্রকল্পের পোর্টাল চালু হয়েছে। শনিবার থেকে এই পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন পরিযায়ী শ্রমিকরা।

বুথ স্তরে হেল্পলাইনের উদ্যোগ সিপিএমের

কলকাতা, ২২ অগাস্ট: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ইস্যুতে বুথস্তরে হেল্পলাইন চালুর ব্যবস্থা করছে সিপিএম। প্রকৃত কোনও ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায় বা ভুয়ো ভোটারের নাম যাতে সরানো হয় তাই এই উদ্যোগ নিচ্ছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এসআইআর সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে বিজেপি বিরোধিতার অন্যতম মূল হাতিয়ার।

তাই এখনও এরাজ্যে এসআইআর শুরুর কোনও প্রস্তুতি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত না হলেও আগেই ব্যবস্থা করে রাখছে সিপিএম। সাংগঠনিক কাঠামো তৈরির কাজ সেরে ফেলতে চাইছে তারা। রেড ভলান্টিয়ারদের মতো দল তৈরি করে বুথস্তরে সহায়তার ব্যবস্থা করতে চাইছে তারা।

বিহারে এসআইআর চালুর পর এরাজ্যেও তা নিয়ে তুমুল চর্চা হয়েছে। এই আবহে পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থাও শুরু করে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। কোনওভাবেই যাতে তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ না দেওয়া যায় সেই প্রস্তুতি সেরে রাখা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের তরফেও একপ্রকার ইঙ্গিত দিয়ে রাখা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিয়ে বৈঠকে বসবে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি দপ্তর।

কোনওভাবে যাতে কারও নাম বাদ না যায় তার জন্য

এসআইআর মোকাবিলা

বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালুর চিন্তাভাবনাও চলছে। এই প্রেক্ষিতে পিছিয়ে নেই সিপিএম। তারাও দলগতভাবে হেল্পলাইন চালু করতে চাইছে। যাতে সরাসরি সেখানে অভিযোগ জানানো যায়।

দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'এখনও এসআইআর চালুর নোটিশ দেওয়া হয়নি। তবে আমরা সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে রাখছি। বিভিন্ন অঞ্চলে, পঞ্চায়েত, পুরসভা এলাকায় ও বুথ ভিত্তিক এই হেল্পলাইন চালু হবে।'

তৃণমূল ও বিজেপিকে এক তিরে বিঁধে তিনি বলেন, 'আমরা বরাবর বলেছি প্রকৃত ভোটার বাদ দেওয়া যাবে না। তৃণমূল ও বিজেপি ভোটে কারচুপি করছে। ডায়মন্ড হারবারে সবচেয়ে বেশি ভোট লুট হয়েছে। অথচ সাংসদ দিল্লিতে ভোট লুটের বিপক্ষে বলছেন।' ১ সেপ্টেম্বর সমস্ত বামপন্থী দলকে নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সমাবেশ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এখনও এসআইআর চালুর নোটিশ দেওয়া হয়নি। তবে আমরা সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে রাখছি। বিভিন্ন অঞ্চলে, পঞ্চায়েত, পুরসভা এলাকায় ও বুথ ভিত্তিক এই হেল্পলাইন চালু হবে।

মহম্মদ সেলিম

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৯৬ সংখ্যা, শনিবার, ৬ ভাদ্র ১৪৩২

লড়াইয়ের পথ

রাহুল গান্ধি ফের রাস্তায় নেমেছেন। তবে এবার ভারতজুড়ে নয়। তাঁর পদযাত্রা সীমাবদ্ধ বিহারে। পদযাত্রার উদ্দেশ্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগের প্রচার। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) হলেও প্রভাব পড়ছে সারা দেশের জনমানসে। ভোট চুরি এবং 'এসআইআর'-এর বিরোধিতায় বিহারে রাহুলের পদযাত্রা তাঁর একার নয়। সঙ্গে রয়েছেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, সিপিআই(এম-এল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, ভিআইপি দলের নেতা মুকেশ সাহিনি প্রমুখ।

এর আগে রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রা এবং ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা ছিল বহুদিন পর ভারতের রাজনীতিতে বড় মাপের পদযাত্রা। আন্দোলন যে একমাত্র রাস্তা, তার আগে সে কথা কংগ্রেসও ভুলে গিয়েছিল দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার কারণে। অথচ জনসংযোগের এই প্রাচীন ধারাটি যে এখনও যথেষ্ট ধারালো এবং প্রয়োজনে দেশের রাজনীতির ভোল বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

বিহারে বিধানসভা ভোটের আগে রাহুলের নেতৃত্বে 'ইন্ডিয়া' জোটের বিভিন্ন শরিক দলের এই 'ভোটার অধিকার যাত্রা' নিঃসন্দেহে ওই রাজ্যের রাজনীতির পারদ চড়িয়েছে। বিহারে অনেকদিন নীতীশ কুমার ক্ষমতায় রয়েছেন। তাঁকে সামনে রেখেই বিজেপি এবার পূর্ণশক্তি নিয়ে বিহার দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছে। নীতীশের দল জেডিইউ কেন্দ্রে এনডিএ সরকারের শরিক হলেও হাবেভাবে স্পষ্ট যে, নীতীশ কুমারকে সঙ্গে রাখলেও ভোটের ফলাফল অনুকূলে এলে মুখ্যমন্ত্রীর পদ কিছুতেই হাতছাড়া করবে না বিজেপি।

মহারাষ্ট্রের মতো বিহারেও তখন মূল শরিক দলের নেতাকে পিছনের সারিতে পাঠিয়ে পদ্ম শিবিরের কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করা হতে পারে। তবে এটা এখনও জল্পনার স্তরেই রয়েছে। আপাতত লক্ষ্য, ভোট বৈতরণি পার হওয়া। তার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে গেরুয়া শিবির। কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে বিজেপি ও জেডিইউ। বিজেপির সঙ্গে রয়েছে আরএসএসের প্রচারযন্ত্র। ফলে ধারে ও ভারে অনেকটাই এগিয়ে এনডিএ।

উলটোদিকে কংগ্রেস, আরজেডি, বাম ইত্যাদি দলের 'ইন্ডিয়া' জোটের কাছে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির মতো বিহারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রচারের হাতিয়ার রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই বিষয়গুলি নিয়ে বিরোধীদের প্রচার মানুষের কাছে ঠিকমতো পৌঁছোচ্ছে না। শাসকের তুলনায় বিরোধীদের কাছে প্রচারের রসদ ও সুযোগ অবশ্য দুটোই কম। এই অবস্থায় রাহুল-তেজস্বী-দীপঙ্করদের 'ভোটার অধিকার যাত্রা' খানিকটা হলেও বিহারের বিরোধী মহাজোটকে অক্সিজেন জোগাচ্ছে। ভোটে সেটা কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

রোদ্দুর, ঝড়-জল উপেক্ষা করে বিহারের একের পর এক শহর, জেলা, মফসসলের রাস্তায় এগিয়ে চলেছে ওই যাত্রা। রাস্তার দু'পাশে অগুনতি মানুষের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন রাহুলরা। সেলফি তোলার আবদারও মেটাচ্ছেন। হুডখোলা জিপের মাথায় বসে ছোট ছোট প্রচার সভাও করছেন। রাহুল, তেজস্বীদের অভিযোগ একটাই, মানুষের ভোট এবং ভোটাধিকার চুরি হচ্ছে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির গোপন আঁতাতের ফলে।

সেই লক্ষ্যেই 'এসআইআর' করা হচ্ছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, রুজিরুটির লড়াই ইত্যাদি বিষয়ও উঠে আসছে ওই যাত্রায়। কৌতূহলী মানুষের ভিড় দেখে মনে করা হচ্ছে, রাহুলদের প্রচার আমজনতার মনে দাগ কাটতে শুরু করেছে। কিন্তু তাতেই নির্বাচনে মিরাকল ঘটে যাওয়া নিশ্চিত নয়। কিন্তু রাহুল, তেজস্বীরা রোদে পুড়ে, ঘামে-বৃষ্টিতে ভিজে মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের যে নজির তৈরি করছেন, তার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

বিহার ভোটের ফল যাই হোক না কেন, রাহুলের বারবার রাস্তায় নামা বিরোধীদের কাছে তো বটেই, সমস্ত রাজনীতিবিদের কাছে শিক্ষণীয়। ভোটের সময় মিটিং, মিছিল, জনসভা, পথসভা হয়। সামাজিক মাধ্যমেও প্রচারাভিযান চলে। কিন্তু জনসংযোগের জন্য যে রাস্তায় নামা উচিত, ভোটার অধিকার যাত্রা সেই বার্তা দিল।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন ? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তি

না বাঁচাবে আমায় যদি মারবে কেন তবে?

রাজ্যে নির্বাচনের মুখে সিপিএম ও কংগ্রেসের সংগঠন অণুবীক্ষণেও চোখে পড়ে না। নেতা নেই। প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা শূন্য।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

১০৪ লালমোহন ভট্টাচার্য রোড থেকে ৩১ নম্বর আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। এন্টালির গলি, ভেতরের তস্য গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিধান ভবন থেকে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট কতদূর আর? ১৫ মিনিটে পৌঁছে যাওয়া যায়। তা এক বিকেলে শুনসান দুটো জায়গায় যাওয়ার পর এক প্রশ্ন বুকে জেগে ওঠে অনিবার্যভাবে: রাজ্যে কংগ্রেস-সিপিএমের ভবিষ্যৎটাই কি তাহলে দেখে এলাম দুটো বাড়ির সামনের শুনসান পথে?

কোন পার্টির কতটা রমরমা, কোন পার্টিকে ঘিরে আবেগমনা তরুণ এবং 'মধু' প্রেমিক তরুণদের ভিড় বেশি, তা বোঝার সেরা উপায় একবার দিনের এই সময় দলের প্রধান দপ্তরের সামনে ঘোরাঘুরি করা। সেই বিচারে খুব কঠোর না হয়েও বলতেই হয়, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেও সিপিএম-কংগ্রেসের কপালে জামানত জব্দের তালিকাই ঝুলছে বেশি। নেতারা নিজেদের এই কয়েক মাসে খুব বেশি না বদলালে, আমরা আর কেউই সতীনাথ মুখোপাধ্যায়-উৎপলা সেনের জনপ্রিয় ডুয়েট গাইতে পারব না। 'ভাগ্যের চাকাটা তো ঘুরছেই, ভাগ্যের চাকাটা তো ঘুরবেই।'

ভাগ্যের চাকাটা ঘুরবেই বা কেন? দুটো পার্টিরই ভাগ্যের চাকা একেবারে স্থির।

সেদিন কলকাতার অন্যতম সেরা রাজনৈতিক সাংবাদিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। অকপট একেবারে, 'খেয়াল করে দ্যাখ, বিদেশে যেখান থেকে মার্কসবাদীরা দীর্ঘদিনের মৌরসিপাট্টার পর চলে গিয়েছে, সেখানে আবার নতুন করে তারা ফিরতে পারছে না। প্রায় নিশ্চিহ্ন। এমন উদাহরণই বেশি।'

এর মাঝে কেরল ব্যতিক্রমী শুধু দীর্ঘদিন ক্ষমতায় নেই বলে। দীর্ঘদিন চেয়ারে বসে থাকলে পা কাজ করে না। বাইরের পৃথিবী কীরকম, সেটাও ভুলে যায় লোকে। মানুষের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় অচেনাই হয়ে যায় সব। বঙ্গ সিপিএমের আজ এমন দশা।

কোন নেতাকে যে তারা তুলে ধরবে, সেটাই এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি। এবং টিভি চ্যানেলে সিপিএমের কথা যাঁদের বলতে শোনা যাচ্ছে, তাঁরা তত্ত্বকথা বলেন ভালো। তরুণ। শুধু পাড়ায় কাউন্সিলার নির্বাচনে দাঁড়ালেও জেতা অসম্ভব। এবং বিজেপির উগ্র হিন্দুত্ব, তৃণমূলের নরম হিন্দুত্বের পালটা নিজস্ব কোনও ন্যারেটিভ তৈরি করতে পারেননি সিপিএমের নব্য প্রতিনিধিরা। পা রাখছেন দুই প্রতিপক্ষের পাতা ফাঁদেই। এবং চিতপটাং।

পথ, পথে নামাই যে একমাত্র অস্ত্র হতে পারে, তা ইদানীং ভারতে দেখিয়ে দিয়েছেন রাহুল। খেয়াল করে দেখুন, তাঁকে আর কেউ 'পাপ্পু' বলে বিদ্রুপ করতে পারে না। সেই বিদ্রুপের ভাষা পালটে দিতে বাধ্য করেছেন রাহুল। আরএসএস-এর বিরুদ্ধে 'ভোট চুরির' বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হয়ে উঠেছেন দেশের একমাত্র ভরসা করার মুখ। রাহুল হতে হবে না, তাঁর কাছাকাছি যাওয়ার মতো স্থানীয় মুখ সিপিএম তৈরি করতে পারল কই?

কলকাতায় নেতাদের স্বীকারোক্তিতে বোঝা যাচ্ছে, মুখের বড় অভাব সিপিএমের! মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের ওপর প্রথম দিকে যতটা ভরসা করা হচ্ছিল, তা আর করতে পারছেন না পার্টির অনেকেই! সিপিএমের বিপ্লব পড়ে আপাতত সোশ্যাল মিডিয়াতেই। শরিক বাম দলগুলোকে বুদ্ধবাবুর জমানাতেই গ্রাস করার একটা প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়েছিল। তারা ওই ধ্বংসের খেলায় ভেঙেচুরে শেষ। রাজ্যের কোনও প্রান্তে এই দলগুলোর আর দাদাগিরি অবশিষ্ট নেই। একজন নেতাও নেই। অফিসগুলো অনেকেরই এখনও রাজকীয়। তবে সবার দুর্দশা মনে করাবে জলসাঘরের ছবি বিশ্বাসকে।

পথে নামার কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ল রাজ্য কংগ্রেসের কথা। সিপিএমে তবু সেলিম, সুজন, মীনাক্ষী, সৃজন অনেকের কথা শোনা যায়। কংগ্রেসে কে? কেউ নেই। অধীর চৌধুরী দায়িত্ব নিয়ে রাজ্য কংগ্রেসকে তুলে দিয়েছেন। এত বছর রাজনীতি করলেন, এত বড় পার্টিটাকে মুর্শিদাবাদের বাইরে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারলেন না। এখন আবার পদ্মপাতায় খাবারে মন। পুরোনো জোটের মুখে আগুন।

কংগ্রেস রাজ্যে ৪৮ বছর ক্ষমতায় নেই। দেশেও তো হয়ে গেল একযুগ। দল পালটে শুধু ক্ষমতার দিকে পা রাখা আজকের বাঙালিয়ানা, অভ্যেস। বহু বাম হয়ে গিয়েছে আরামপন্থী, রাম। আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের কাছে শুধু রাম নাম সত্য হ্যায়। বহু কংগ্রেসি রাতারাতি হাত ছেড়ে জোড়াফুলে। ক্ষমতার লোভে, টাকার লোভে, পদের লোভে। লোভ বড় সাংঘাতিক ব্যাপার। এরই মাঝে বিস্ময় ছাপিয়ে বিস্ময়, আজও প্রচুর বঙ্গসন্তান কংগ্রেসের সমর্থক দিন গুনছেন নীরবে। এঁদেরকে ভরসা দেওয়ার দায়িত্ব অধীর তো নেননিই, বরং পার্টিটাকে করে দিচ্ছিলেন সিপিএমের লেজুড় কিংবা বিজেপির বি টিম। সমর্থকরা গুটোতে গুটোতে আরও গর্তে চলে গিয়েছিলেন।

অকর্মণ্য অধীরকে প্রত্যাশিত সরিয়ে হাইকমান্ড এনেছেন শুভঙ্কর সরকারকে। তাঁকে রাজ্যজুড়ে কেউ চেনে না। তিনি নিজেই দিশেহারা। দলকে দিশা দেবেন কী? কংগ্রেসের হয়ে যাঁরা টিভি চ্যানেলে কথা বলতে বসেন, তাঁরা সিপিএমের থেকেও দুর্বল! সিপিএমের মুখপাত্রদের তবু পাড়ার লোকজন চেনে, ভোট না দিক। কংগ্রেসের মুখপাত্রদের আবার বাড়ির বাইরে কেউ জানেন না।

এখন এই একটা ট্রেন্ড অবশ্য। আইনজীবী হলেই কোনও দলের মুখপাত্র হয়ে যাওয়া যায়। ধরে এনে জাস্ট বসিয়ে দাও কলতলার সান্ধ্য ঝগড়ায়। যা নিয়ে যুক্তি দিতে বলবেন, তা চিলচিৎকারে পেশ করে দেবেন। চ্যানেলের চাহিদা তো মেটে! কিন্তু পার্টির চাহিদা তাতে মেটে না। অধীরের হাতুড়ে ডাক্তারিতে অর্ধমৃত কংগ্রেসের পথে নামার লোক চাই।

আগে তবু প্রদীপ ভট্টাচার্য, আব্দুল মান্নানদের নাম শোনা যেত। এখন তাঁরা বয়সের ভারে কার্যত বিলীন। দেশে না হয় পথে নামছেন রাহুল, রাজ্যে কংগ্রেসের হয়ে কে নামতেন পথে? দীপা দাশমুন্সির একটা সম্ভাবনা ছিল। ছিল বলেই অধীর তাঁকে আর উঠতে দেননি। অধীর রাজ্য কংগ্রেসকে সর্বনাশের সোজা পথটি দেখিয়ে দিয়েছেন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিরোমণি হয়ে। বেচারা দীপা তিনরাজ্যের কংগ্রেসের কাজেই ব্যস্ত। দীপার অবশ্য আরেকটা নেতিবাচক দিক, উত্তর দিনাজপুরে স্থানীয় স্তরে চরম উন্নাসিকতা। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত বঙ্গ বিজেপি তবু নরেন্দ্র মোদিকে দেখিয়েই ভোট নেওয়ার রাস্তায় নেমেছে, প্রদেশ কংগ্রেস রাহুলকে সামনে রেখেও এগোনোর কথা ভাবেনি কখনও।

নেতা নেই। নিয়মিত পথে হাঁটার লোক নেই। জোড়া ফুল ও পদ্মের সংগঠন-অর্থের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ারও কেউ নেই। হাস্যকর জোট করতে গিয়ে দুটো পার্টি আরও হাস্যকর আজ। বাংলার এই সিপিএম ও কংগ্রেসকে তাহলে বাঁচাবে কে? সেলিম এবং শুভঙ্কর দুজনে মিলে এই ভাবেই রচিত ১১১ বছরের পুরোনো সেই রবীন্দ্রসংগীত ধরতে পারেন। না বাঁচাবে আমায় যদি মারবে কেন তবে?

এসব কথা শুনেও যদি দুটো পার্টি বিবর্ণ বৃক্ষ হয়ে ওঠার ব্যাপারটা বিশ্বাস না হয়, তা হলে আর একটা কাজ করতে পারেন। জেলা ধরে ধরে ভাবুন, দুটো পার্টির সেখানে এক নম্বর নেতা কে? অনেক জেলাতেই প্রচুর মাথা খাটিয়েও কোনও নেতার নাম পাবেন না। সংগঠন এতটাই ধসে গিয়েছে। যে বৃক্ষের শিকড়ও নেই, মাথায় পাতাও নেই— তাদের আর কীসের জীবন হে?

রাজ্যে এবং কেন্দ্রে ইস্যুর পর ইস্যু এখন। কেন্দ্রে বিজেপি এবং রাজ্যে তৃণমূল পরের পর লোপ্পা ফুলটস ফেলছে। প্রতিটিতে বাউন্ডারি বা ওভারবাউন্ডারি হয়। রাজ্য সিপিএম এবং কংগ্রেস সেখানে ফুলটসে বোল্ড হচ্ছে বা লোপ্পা ক্যাচ দিয়ে আউট। নেতারা পথে না থাকলে যা হয়! একবার ভেবে দেখুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই জায়গায় বিরোধী নেত্রী থাকলে কী হতে পারত!

এই শতাব্দীর শুরুর দিকের একটা গল্প দিয়ে শেষ করি। সিপিএমের এক তরুণ কর্মী প্রতিবারই বাড়ি থেকে পুরোনো কাগজ-ম্যাগাজিন বিক্রি করেন। এবং সেসব বাড়ি এসে নিয়ে যান দক্ষিণ ২৪ পরগনার গ্রামের এক তরুণ। একবার হল কী, এক নামী সাপ্তাহিকের প্রচ্ছদ কাহিনী ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে। কাগজ কিনতে আসা ছেলেটি যথারীতি সিপিএম কর্মীর বাড়িতে এসেছেন। অন্যান্য কাগজের স্তূপের মাঝে সেই ম্যাগাজিন দেখে নীচু গলায় তাঁর অনুরোধ : 'এটা আপনার কাছে পুরো দাম দিয়েই নেব। পুরোনো কাগজের দামে নয়।'

সিপিএম কর্মী তরুণ বিস্মিত। কেন? তিনি তখনই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যদের মতো নেতাদের পার্টির ক্লাস করেন নিয়মিত।

ছেলেটি মাথা চুলকে লাজুক গলায় বললেন, 'না, মানে এটার কভারে মমতাদির ছবি আছে তো! ওঁকে আমরা খুব পছন্দ করি।'

ভেবে দেখুন, তারও কত বছর পরে ক্ষমতায় এলেন মমতা। অথচ কত বছর আগে থেকে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিলেন প্রত্যন্ত জনমানসে। তারপরেও পথে নামা ছাড়েননি। মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করা ছাড়েননি।

এরকম মুখ আজকের বাংলা সিপিএম এবং কংগ্রেসে কোথায়? যতদিন না এমন কেউ আসবে, ততদিন শূন্যেই ফসল তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাবে কাস্তে হাতুড়ি। শূন্যই থেকে যাবে হাত।

আজ

১৯৮৭
প্রখ্যাত বাঙালি কবি-সাংবাদিক সমর সেন আজকের দিনে প্রয়াত হন।

১৯৬৮
আজকের দিনে জন্মেছিলেন সংগীতশিল্পী কৃষ্ণকুমার কুন্নাথ (কেকে)।

আলোচিত

শেখ হাসিনার বক্তৃতার প্রচার বাংলাদেশের স্থিতিশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ঝুঁকি বাড়ায়। পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন ও অনলাইন সংবাদমাধ্যমে এগুলির প্রচার বা সম্প্রচার আইনের গুরুতর লঙ্ঘন। এসব জবাবদিহির আওতায় পড়ে।
– প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর
(বাংলাদেশ সরকার)

ভাইরাল/১

অনেকেই টিকটিকি দেখলে ভয় পান। একরত্তি মেয়েটি সেখানেই ব্যতিক্রম। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মেয়ের হাতে ছোট্ট একটি টিকটিকি তুলে দিচ্ছেন বাবা। বলিহারি সাহস মেয়ের। বাবার কথামতো মেয়ে সেটিকে হাতে তুলে নেয়।

ভাইরাল/২

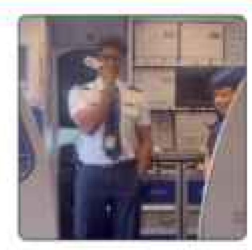

তামিল পাইলটের মুখে ভাঙা ভাঙা হিন্দি শুনে হেসে কুটিপাটি বিমানযাত্রীরা। পাটনা থেকে চেন্নাইগামী একটি বিমান উড়ানের দায়িত্ব ছিল প্রদীপ কৃষ্ণনের। উড়ানের আগে তিনি হিন্দিতে সমস্ত নির্দেশ দেন। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন প্রত্যেকে।

জনমন
জনমত

মৌলিক স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্ব দিতে হবে

১৩ অগাস্ট উত্তরবঙ্গ সংবাদ থেকে জানতে পারলাম, হরিশ্চন্দ্রপুরে ফুটপাথে বসে হাতুড়ে মানুষজনকে চিকিৎসা দিচ্ছেন। কোনও প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা ডিগ্রি নেই, নেই কোনও সুরক্ষা ব্যবস্থা। তবুও সীমান্তবর্তী এলাকার অসহায় মানুষ চিকিৎসার জন্য তাঁদের দ্বারস্থ হচ্ছেন। প্রশাসনিক নজরদারি প্রায় নেই বললেই চলে। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ঘাটতি এই অবস্থা আরও গভীর করেছে।

এখানেই ফুটে ওঠে এক চরম বৈপরীত্য। যেখানে নিউ ইয়র্কে প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষকে মেশিনের সঙ্গে যুক্ত করার গবেষণা চলছে, যেখানে চিকিৎসা হবে রোবট ও এআইয়ের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত, সেখানে ভারতে এখনও বহু মানুষ মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা থেকেই বঞ্চিত। বাধ্য হয়ে তাঁরা অদক্ষ চিকিৎসকের দ্বারস্থ হচ্ছেন, যা তাঁদের জীবনের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রশ্ন উঠছে, যখন বিশ্বের ধনী দেশগুলো চিকিৎসার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে প্রযুক্তির শিখরে পৌঁছে গিয়েছে, তখন কেন আমাদের দেশে এখনও সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ, সুলভ ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না? শুধু প্রযুক্তির অগ্রগতি নয়, মৌলিক স্বাস্থ্যসেবায় সমান গুরুত্ব না দিলে উন্নয়নের চিত্র কখনোই পূর্ণ হবে না।

ভারতের জন্য এখন প্রয়োজন দ্বিমুখী কৌশল- গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলে উচ্চমানসম্পন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। পাশাপাশি আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি গ্রহণ ও তা সাধারণ মানুষের নাগালে আনার পরিকল্পনা নেওয়া।

প্রযুক্তি ও বাস্তবতার এই ব্যবধান কমাতে হবে আজই। নইলে আমরা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে থেকেও স্বাস্থ্যসেবায় মধ্যযুগীয় অবস্থায় আটকে থাকতে বাধ্য হব।

সফিকুল ইসলাম
পিলখানা, জলপাইগুড়ি।

পুজোর আগে রাস্তা সংস্কার করা হোক

মধ্য সুখানির কালীবাড়ির কাছে রাজ্য সড়কে যে বিশাল বিশাল গর্ত হয়েছে তাতে যে কোনও সময়ে বিপদ হতে পারে। যাতায়াতের সময় যাত্রীবোঝাই বাসগুলো এমনভাবে দুলতে থাকে যার ফলে যে কোনও সময় বিপদ আসতে পারে। সামনেই মহিলাদের পরিচালনায় দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। রাজ্য সড়কের যদি এমন হাল থাকে তাহলে মানুষজন কীভাবে পুজো দেখতে আসবেন? পূর্ত দপ্তরের কাছে আবেদন, পুজোর আগে রাস্তাটা সংস্কারের ব্যবস্থা করা হোক। কারণ, এই রাস্তাটাই নাগরাকাটা প্রবেশের মূল রাস্তা।

বিনয়কুমার নাগ
মধ্য সুখানি, নাগরাকাটা।

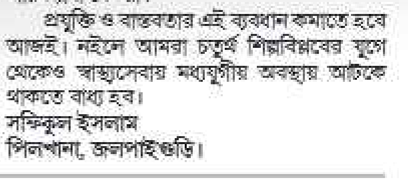

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৩৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উত্তরের গিগ ইকনমি : সম্ভাবনা ও সংকট

স্বল্পমেয়াদি বা প্ল্যাটফর্মভিত্তিক কাজের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ এখন বিশ্বজুড়ে নতুন ধারা। উত্তরবঙ্গও এই পরিবর্তনের সাক্ষী।

রুদ্র সান্যাল

বর্তমান শ্রমবাজারে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম গিগ ইকনমি। স্থায়ী চাকরির বদলে স্বল্পমেয়াদি বা প্ল্যাটফর্মভিত্তিক কাজের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ এখন বিশ্বজুড়ে নতুন ধারা। ভারতের সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি বছরের মধ্যে প্রায় ২.৩ কোটি মানুষ গিগ ইকনমির সঙ্গে যুক্ত হবেন। উত্তরবঙ্গও এই পরিবর্তনের সাক্ষী হচ্ছে।

শিলিগুড়িতে প্রতিদিন চোখে পড়ে শত শত ডেলিভারি বয়, বিভিন্ন অনলাইন সংস্থার হয়ে পিঠে ব্যাগ নিয়ে ছুটে চলছেন। বেসরকারি এক হিসেবে শুধু শিলিগুড়ি শহরেই চার-পাঁচ হাজার তরুণ খাবার ও পণ্য সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত। পাহাড়ি এলাকায় অনেক তরুণ ফ্রিল্যান্স কাজ করছেন- অনলাইন টিউশন, কনটেন্ট ক্রিয়েশন বা গ্রাফিক ডিজাইনের। কালিম্পংয়ের এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্র ইউটিউবে ভিডিও বানিয়ে মাসে কয়েক হাজার টাকা উপার্জন করছেন- এটিও গিগ ইকনমির একটি বাস্তব চিত্র। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের বহু তরুণও এখন গিগ ইকনমিতে যুক্ত হচ্ছেন। চা শিল্পে মজুরি কম ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হওয়ায় অনেকে বাইকে খাবার ডেলিভারি বা রাইড-শেয়ারিং পরিষেবায় যুক্ত হচ্ছেন। এতে তাঁদের পরিবারে বাড়তি আয় হচ্ছে এবং শ্রমিকনির্ভর জীবনে এক নতুন ভরসা তৈরি হচ্ছে। গিগ ইকনমির সুবিধা হল স্বাধীনতা ও বিকল্প কর্মসংস্থান। কৃষি ও চা বাগান নির্ভর অর্থনীতির বাইরে নতুন দিগন্ত খুলছে। শিক্ষিত তরুণরা পড়াশোনার

পাশাপাশি বাড়তি আয় করছেন। আবার ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ায় গ্রামীণ এলাকাতেও সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

তবে সমস্যাও যথেষ্ট। গিগ কর্মীদের জন্য কোনও সামাজিক সুরক্ষা নেই- না আছে স্বাস্থ্যবিমা, না আছে পেনশন। প্ল্যাটফর্ম কোম্পানিগুলি কমিশন কেটে নেওয়ায় আয় সীমিত হয়ে যায়। উত্তরবঙ্গের মতো অঞ্চলে যেখানে স্থায়ী শিল্পের সুযোগ কম, সেখানে এই ধরনের অনিশ্চিত কাজই অনেকের ভরসা হয়ে উঠেছে। ডিজিটাল সাক্ষরতার অভাবও একটি বড় বাধা। গ্রামীণ এলাকার বহু তরুণ এখনও অনলাইন লেনদেন বা প্ল্যাটফর্মভিত্তিক কাজের নিয়ম জানেন না। ফলে প্রকৃত সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

তথ্য বলছে, সারা ভারতে গিগ কর্মীদের প্রায় ৮০ শতাংশ ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। উত্তরবঙ্গেও চিত্র ভিন্ন নয়- বিশেষত কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের বড় অংশই পার্ট-টাইম ডেলিভারি বা ফ্রিল্যান্স কাজ করছেন। এক সমীক্ষা অনুযায়ী, শিলিগুড়ির প্রায় ৩৭ শতাংশ ডেলিভারি কর্মীই গ্রামীণ পটভূমি থেকে উঠে আসা। অর্থাৎ, এই খাত শুধু শহর নয়, গ্রাম থেকেও তরুণদের টেনে আনছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের উচিত গিগ কর্মীদের জন্য আইনি সুরক্ষা, ন্যায্য মজুরি ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে গিগ ইকনমি সংক্রান্ত কর্মশালা হলে তরুণরা আরও প্রস্তুত হবেন।

সবশেষে বলা যায়, উত্তরবঙ্গের গিগ ইকনমি একদিকে নতুন কর্মসংস্থানের পথ তৈরি করছে, অন্যদিকে অনিশ্চয়তার ছায়াও রেখে দিচ্ছে। সঠিক পরিকল্পনা ও সচেতনতা থাকলে এটি ভবিষ্যতের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভরকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলা ও পাহাড়ি অঞ্চলে, যেখানে প্রচলিত শিল্প তেমন নেই, সেখানে গিগ ইকনমি তরুণদের আত্মনির্ভরতার নতুন ভরসা হতে পারে।

(লেখক পেশায় শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪২২৫

১			২	☆	৩		৪
	☆	☆		☆		☆	
	☆	☆	৫			৬	
৭	৮		☆	☆	☆		☆
☆		☆	☆	☆	৯		১০
১১		১২		১৩	☆	☆	
	☆		☆		☆	☆	
১৪			☆	১৫			

পাশাপাশি : ১। ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র ৩। গানের সুর ভাঁজা বা সুরের বিস্তার ৫। স্বত্বত্যাগ করে বিক্রির নথি ৭। ষাঁড়ের কাঁধের উঁচু অংশ ৯। পেটরা বা টুকিটাকি রাখার ছোট বাক্স ১১। বাবার বাবা, তাঁর বাবা ১৪। সম্মান দেখানো, ভদ্র আচরণ ১৫। আঙুর ফলের গাছ।

উপর-নীচ : ১। পার্থিব জগতের উপরে পারমার্থিক বিষয় ২। কথা কাটাকাটি ৩। তিনপ্রকার অভিনয়ের একটি ৪। মাসের প্রথম দিন ৬। বালার মতো অলংকার ৮। হিমায়িত দুগ্ধজাত মিষ্টি ১০। কাহিল বা ঝিমিয়ে পড়া ১১। যিনি গ্রন্থটি রচনা করেছেন ১২। প্রশিক্ষণ দেওয়া অথবা নেওয়া ১৩। গাছের মূল থেকে পাওয়া রং।

সমাধান ■ ৪২২৪

পাশাপাশি : ১। অলকা ৩। মাদা ৫। কষ্টি ৬। আরশি ৮। কার্নিশ ১০। অটবি ১২। কসুর ১৪। দৈবী ১৫। হার্দ্য ১৬। জলসা।

উপর-নীচ : ১। অঞ্জলিকা ২। কাকলাস ৪। দায়ের ৭। শিবা ৯। চিক ১০। অগ্রবীজ ১১। বিবসা ১৩। সুরাহা।

বিন্দুবিসর্গ

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আপাতত স্বস্তি

বিহারের ভোটারদের আঁধার ঘুচল আধারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : বিহারে ভোটার তালিকার এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনে আধার কার্ড নিয়ে তৈরি হওয়া যাবতীয় জটিলতার অবসান ঘটাল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, বিহারের যে সমস্ত ভোটারের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁরা নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত ১১টি নথি অথবা আধার কার্ড দেখিয়ে তালিকাভুক্ত হতে পারবেন। সুপ্রিম কোর্ট এর আগে বলেছিল, যাঁদের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁরা আধার কার্ড জমা দিয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন। এদিন শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়েছে, ভোটার তালিকার সংশোধনী প্রক্রিয়াকে আরও সহজ, স্বচ্ছ এবং ভোটার-বান্ধব করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে।

তবে আধারকে গ্রহণ করতে বলার পাশাপাশি এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিহারের রাজনৈতিক দলগুলি ভোটারদের সাহায্যে কেন এগিয়ে আসেনি, সেই প্রশ্নও তুলেছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতিদের বক্তব্য, 'বুথ লেভেল এজেন্টরা (বিএলএ) এলাকাবাসীর পরিচিত। তাই ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়লে তাঁদের তা জানার কথা। তবুও তাঁরা কেন আপত্তি জানাচ্ছেন না? আদালতের নির্দেশ, রাজনৈতিক দলগুলিকে অবশ্যই স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে এবং ভোটারদের অভিযোগ বা দাবিতে বিএলএ-দের সক্রিয় সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে। বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'বিহারের মানুষ যাতে ১১টি নথির যে কোনও একটি অথবা আধার দিয়ে

> আমরা রাজনৈতিক দলগুলির নিষ্ক্রিয়তা দেখে আশ্চর্য হয়েছি। বিএলএ নিয়োগ করার পর তাঁরা কী করছিলেন? সাধারণ মানুষের সঙ্গে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের এত দূরত্ব কেন? রাজনৈতিক দলগুলির উচিত ভোটারদের সহায়তা করা।
>
> **সুপ্রিম কোর্ট**

৬ নম্বর ফর্ম পূরণ এবং জমা দিতে পারেন, সেজন্য ১২টি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের উচিত সাহায্য করা।'

১ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। সেই দিনক্ষণ অবশ্য বদলায়নি সুপ্রিম কোর্ট। ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই নাম তোলার প্রক্রিয়া সেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতিরা। অনলাইন ও অফলাইন দুই পদ্ধতিতেই আবেদন গ্রহণের ব্যবস্থা রাখার কথা বলেছে শীর্ষ আদালত। যাঁদের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁরা ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে অভিযোগ জানাতে পারেন। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৮ সেপ্টেম্বর।

বিহারে রাজনৈতিক দলগুলির ১.৬৮ লক্ষ বিএলএ থাকা সত্ত্বেও কেন এখনও পর্যন্ত মাত্র দুটি আপত্তি জমা পড়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রিম কোর্ট। ১ অগাস্ট যে খসড়া তালিকা কমিশন প্রকাশ করেছিল, তাতে নাম বাদ গিয়েছিল ৬৫ লক্ষের। এই নিয়ে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে। জীবিত হওয়া সত্ত্বেও বহু ভোটারকে মৃত বলে দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে এদিন সুপ্রিম কোর্ট বলে, 'আমরা রাজনৈতিক দলগুলির নিষ্ক্রিয়তা দেখে আশ্চর্য হয়েছি। বিএলএ নিয়োগ করার পর তাঁরা কী করছিলেন? সাধারণ মানুষের সঙ্গে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের এত দূরত্ব কেন? রাজনৈতিক দলগুলির উচিত ভোটারদের সহায়তা করা।' এর জবাবে আইনজীবী কপিল সিবাল ও অভিষেক মনু সিংভি বলেন, বিএলএ-দের আপত্তি জানানোর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

ভোটার অধিকার যাত্রায় রাহুল গান্ধি ও তেজস্বী যাদব। শুক্রবার বিহারে।

খিদেয় কাতর গাজাবাসী।

শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ছবি।

বিরোধীদের উদ্দেশে মোদির কটাক্ষ

কেরানির জেল হলে মন্ত্রীর নয় কেন

পাটনা, ২২ অগাস্ট : বিহারে ভোটার তালিকার এসআইআর এবং ভোট চুরি নিয়ে অভিযোগ ঘিরে ভোটার অধিকার যাত্রা শুরু করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর ওই পদযাত্রার মধ্যেই শুক্রবার বিহারের গয়াজিতে তীব্র ভাষায় নিশানা করলেন বিরোধী ইন্ডিয়া জোটকে। সদ্যসমাপ্ত সংসদের বাদল অধিবেশনের একেবারে শেষলগ্নে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সংবিধানের ১৩০তম সংশোধনী বিল সহ যে তিনটি বিল পেশ করে বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছিলেন সেগুলির সমর্থনে সুর চড়িয়েছেন মোদি। তাঁর প্রশ্ন, 'জেল থেকে সরকার পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হবে কেন? দাগি মন্ত্রীদের কি পদে রেখে দেওয়া উচিত? মানুষ আশা করেন, তাঁদের নেতানেত্রীরা নীতি-নৈতিকতা মেনে চলুন।'

সংবিধানের ১৩০তম সংশোধনী বিলে সাফ বলা হয়েছে, কোনও গুরুতর অভিযোগে একটানা ৩০ দিন ধরে যদি প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী কিংবা কোনও মন্ত্রী জেলবন্দি থাকেন তাহলে ৩১তম দিনে তাঁকে অপসারিত হতে হবে। বিনা চার্জশিটে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগেই কীভাবে এমনটা সম্ভব তা নিয়ে ইতিমধ্যে বিরোধীরা তো বটেই, আইনজীবীদের একাংশও প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও মোদির সাফ কথা 'একজন সরকারি কর্মচারী, সে তিনি ড্রাইভার, কেরানি অথবা পিওন যেই হোন না কেন, তিনি যদি ৫০ ঘণ্টা জেলবন্দি থাকেন তাহলে আপনা থেকেই তাঁর চাকরি চলে যায়। তাহলে জেলে থাকা সত্ত্বেও একজন মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রী কীভাবে সরকারে থাকতে পারেন?' আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকা কিংবা ডিএমকে নেতা ভি সেন্থিল বালাজির তামিলনাড়ুতে মন্ত্রী পদে থেকে যাওয়ার কারণেই বিতর্কিত বিলটি আনা হয়েছে বলে কানাঘুষো চলছিল। মোদির আক্রমণের জবাবে ভাগলপুরে রাহুল বলেন, 'ভোট চোর মহারাজ আজ বিহারে এসে এসআইআর নিয়ে কথা বলেননি। কিন্তু আমি যে অভিযোগগুলি তুলেছি সে সম্পর্কে কিছু বলেননি।'

এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা তিরুবনন্তপুরমের একটি অনুষ্ঠানে বলেন, 'জেলে যাওয়ার পরও কেজরিওয়াল দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীর পদে ছিলেন। তাহলে সংবিধান বদলানো উচিত কি না বলুন। কেজরিওয়াল যদি পদত্যাগ করতেন তাহলে ওই বিলটি আনার কোনও প্রয়োজনই পড়ত না।'

মোদির সুরে সুর মিলিয়ে তিনিও বলেন, 'দেশের মানুষ কি চান কোনও মুখ্যমন্ত্রী জেলে থেকে সরকার পরিচালনা করুন? এটা কী ধরনের কথা? আমি তো বুঝতেই পারছি না। এটা নৈতিকতার প্রশ্ন। ওঁরা এখন বলছেন, সংবিধানে তো এমনটা আগে ঢোকানো হয়নি। সংবিধান যখন তৈরি হয়েছিল তখন কেউ ভাবতেই পারেননি যে কোনও নেতা জেলে যাওয়ার পরও নিজের কুর্সিতে বসে থাকবেন।' মোদি এদিন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'কিছুদিন আগেও আমরা দেখেছি জেলের মধ্যে কীভাবে ফাইল পাঠানো হয়েছিল। কীভাবে সরকারি নির্দেশ জারি করা হত জেল থেকে। নেতাদের যদি এমন মনোভাব হয় তাহলে আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করব কীভাবে।'

প্রয়াত শিল্পপতি স্বরাজ পল

লন্ডন, ২২ অগাস্ট : বিশিষ্ট অনাবাসী শিল্পপতি ও সমাজসেবী লর্ড স্বরাজ পল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লন্ডনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। পরিবার জানিয়েছে, কিছুদিন আগে তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

স্বরাজ পলের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেকেই। মমতা লেখেন, 'পলজির মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তিনি ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী, শক্তিশালী শিল্পপতি, সমাজসেবী

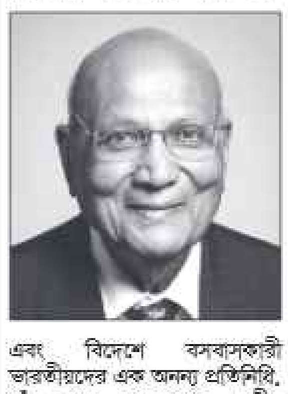

এবং বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের এক অনন্য প্রতিনিধি, যাঁর সঙ্গে কলকাতার গভীর সম্পর্ক ছিল। আমি তাঁকে ভালো করে চিনতাম এবং তাঁর স্নেহ পেয়েছিলাম। বাংলার উন্নয়নের জন্য আমরা একসঙ্গে কাজও করেছি। তাঁর পরিবার এবং তাঁর ঘনিষ্ঠমহলকে আমি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।'

পঞ্জাবের জলন্ধরে জন্ম স্বরাজ পলের। গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে মেয়ের ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য ব্রিটেনে আসেন। চার বছরের ছোট্ট মেয়ে অম্বিকা মারা যাওয়ার পর তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'অম্বিকা পল ফাউন্ডেশন'। এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে কোটি কোটি টাকা দান করেছেন তিনি। লন্ডন চিড়িয়াখানায় শিশুদের জন্য যে আলাদা অংশটি রয়েছে, সেটিও তাঁর মেয়ের স্মৃতিতে নির্মিত।

ছেলে অঙ্গদ পল এবং স্ত্রী অরুণার মৃত্যুতে তিনি তাঁদের নামেও নানা দাতব্য কর্মসূচি শুরু করেন। গত বছর লন্ডনের ঐতিহাসিক ইন্ডিয়ান জিমখানা ক্লাবে তিনি উদ্বোধন করেন 'লেডি অরুণা স্বরাজ পল হল', যা তিনি উৎসর্গ করেছিলেন নিজের স্ত্রীকে।

গাজায় দুর্ভিক্ষ, মানল রাষ্ট্রসংঘ

গাজা, ২২ অগাস্ট : গাজা ও তার আশপাশের এলাকাগুলিতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের এক রিপোর্টে বিষয়টি সামনে আসার পর গোটা বিশ্বে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। এই প্রথম রাষ্ট্রসংঘের কোনও নথিতে গাজায় দুর্ভিক্ষকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। আন্তর্জাতিক

> এই দুর্ভিক্ষ ঠেকানো সম্ভব। কিন্তু ইজরায়েলের বাধার কারণে প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডে খাবার পৌঁছোনো সম্ভব হচ্ছে না।
>
> **টম ফ্লেচার**
> *রাষ্ট্রসংঘের ত্রাণ সংস্থার প্রধান*

খাদ্য নিরাপত্তা ও অপুষ্টির মাত্রা চিহ্নিত করতে রাষ্ট্রসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন বা আইপিসি মাপকাঠি ব্যবহার করে। গাজার চলতি পরিস্থিতিকে আইপিসির ফেজ ৫ স্তর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফেজ ৫ হল দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে ও সবথেকে ভয়ংকর মাত্রা। রাষ্ট্রসংঘের ত্রাণ সংস্থার প্রধান টম ফ্লেচার বলেন, 'এই দুর্ভিক্ষ ঠেকানো সম্ভব। কিন্তু ইজরায়েলের বাধার কারণে প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডে খাবার পৌঁছোনো সম্ভব হচ্ছে না।'

রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ইজরায়েলের ঘেরাটোপে বন্দি গাজার ৫ লক্ষের বেশি প্যালেস্তিনীয় বাসিন্দা খাদ্যসংকটের মধ্যে রয়েছেন। কার্যত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন তাঁরা। বেশ কয়েকমাস ধরে গাজাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। ইজরায়েলের চাপে গাজায় রাষ্ট্রসংঘ সহ আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির কাজকর্ম প্রায় বন্ধের পথে। সেখানকার ত্রাণশিবিরগুলিতে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে কয়েকশো প্যালেস্তিনীয়ের মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট ইজরায়েলকে চরম অস্বস্তিতে ফেলেছে।

রিপোর্টের সারবত্তা খারিজ করে দিয়েছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার। তাদের দাবি, প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের অপপ্রচারের ওপর ভিত্তি করে রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ অবশ্য ইজরায়েলের অভিযোগ মানতে রাজি হয়নি। তারা স্পষ্ট জানিয়েছে, গাজার খাদ্যসংকট এবং অপুষ্টিজনিত পরিস্থিতি বেনজির স্তরে পৌঁছেছে। এই রিপোর্টের মাধ্যমে গাজায় প্রথমবারের মতো দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির কথা জানানো হল। যদিও এদিন পর্যন্ত সেখানে দুর্ভিক্ষের বিষয়টিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি রাষ্ট্রসংঘ। তবে রিপোর্টটি সেই ঘোষণার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

অবমাননা মন্তব্যে ভর্তি বাতিল পড়ুয়ার

গ্যাংটক, ২২ অগাস্ট : নেপালি ভাষা নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের জেরে এক ছাত্রের এম.কম-এ ভর্তি হওয়া বাতিল করে দিল সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়। শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির রিপোর্টের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্ত নেন সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তনু কুমার সোয়াইন। শিক্ষার্থীর নাম রাজশেখর যাদব। বাড়ি উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে। রাজশেখর নেপালি ভাষা সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্যটি করেছিলেন হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে। তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টির তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটিকে। তাদের রিপোর্ট দেখে সিদ্ধান্ত নেন উপাচার্য।

গ্রেপ্তার বিক্রমসিংঘে

কলম্বো, ২২ অগাস্ট : আশঙ্কা ছিল। তা ঘটলও। গ্রেপ্তার হলেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমসিংঘে। সরকারি তহবিল অপব্যবহারের অভিযোগে শুক্রবার সিআইডি তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। বিক্রমসিংঘে প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ব্যক্তিগত বিদেশ সফরে রাষ্ট্রীয় তহবিলের অর্থ ব্যবহার করেন। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে সস্ত্রীক লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ব্রিটেন গিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, ওই সফরে যা খরচ হয়েছিল তা টাকার অঙ্কের হিসেবে দাঁড়ায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ (১৭ মিলিয়ন)। তদন্তে নেমে সিআইডি প্রথমে প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের সচিব সমন একনায়েকে ও প্রাক্তন ব্যক্তিগত সচিব সনদ্রা পেরেরার বয়ান রেকর্ড করে। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সিআইডি-র কর্তারা রনিলকে ফোন করেছিলেন। তিনি তাঁর আইনজীবীদের মারফত সিআইডিকে জানিয়েছিলেন, শুক্রবার তিনি উপস্থিত হবেন। সেইমতো এদিন তিনি সিআইডি-র কাছে যান। তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হয়। জানা গিয়েছে, সিআইডি বিক্রমসিংঘের বয়ান অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরে পেশ করবে।

পথকুকুরের উচ্ছেদ নয়, বন্ধ্যাত্বকরণ

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : দিল্লির পথকুকুর সংক্রান্ত মামলায় পুরোনো রায় স্থগিত রেখে সংশোধিত নির্দেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এনভি অঞ্জারিয়ার বেঞ্চ জানিয়েছে, রাজধানী শহরের পথকুকুরদের জন্য নির্দিষ্ট আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। বিভিন্ন অংশ থেকে পথকুকুরদের সেইসব আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে বন্ধ্যাত্বকরণ করা হবে। যেসব কুকুরের অসুস্থতা ধরা পড়বে তাদের দিতে হবে ওষুধ। তারপর তাদের নিজেদের এলাকায় ছেড়ে আসতে হবে। তবে যে কুকুরগুলি অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক বা যাদের র‍্যাবিসের মতো রোগ ধরা পড়বে, তাদের অবশ্য আশ্রয়কেন্দ্রেই রেখে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের এদিনের রায়ে দৃশ্যতই খুশি পশুপ্রেমী সংগঠনগুলি। তাদের মতে, এর ফলে দিল্লিতে পথকুকুরদের অবাধ বিচরণ কিছুটা হলেও নিশ্চিত হবে। আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, 'পথকুকুরদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সংশোধিত রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি। এর ফলে জননিরাপত্তা এবং পশুকল্যাণের মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।'

পথকুকুরদের যত্রতত্র খেতে দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ জারি করেছে ৩ বিচারপতির বেঞ্চ। কুকুরদের জন্য প্রতিটি পুরসভা এলাকায় খাওয়ানোর স্থান নির্দিষ্ট করতে বলা হয়েছে এদিনের নির্দেশে। এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট পুরসভাগুলিকে।

সংশোধিত সুপ্রিম রায়

নির্দিষ্ট জায়গার বাইরে পথকুকুরদের খেতে দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কোনও পশুপ্রেমী যদি পথকুকুরদের দত্তক নিতে চান তাহলে তাঁকে দিল্লি পুরসভার কাছে অনুমতি নিতে হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি ৮ সপ্তাহ বাদে। এ সংক্রান্ত একটি অভিন্ন জাতীয় নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। বিভিন্ন পশুপালক সংস্থা, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে নোটিশ জারি করা হয়েছে।

হাসিনার বক্তব্য প্রচার নিষিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ২২ অগাস্ট : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার করলেই আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সরকারের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য

করে বাংলাদেশের কিছু গণমাধ্যম শেখ হাসিনার ঘৃণা ও উসকানিমূলক বক্তব্য প্রচার করছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধমূলক প্রচারকর্ম চললে তাৎক্ষণিক আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সতর্কবার্তায় আরও বলা হয়েছে, 'কিছু গণমাধ্যম বৃহস্পতিবার আইন ও আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরশাসকের একটি ভাষণ প্রচার করেছে, যেখানে তিনি মিথ্যা ও উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন। আমরা এ ধরনের অপরাধমূলক প্রচারকর্মে জড়িত গণমাধ্যমের কর্মকর্তাদের সতর্ক করছি।'

ডিসেম্বরেই প্রথম ধাপ গগনযানের

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : ভারতের প্রথম মানববাহী মহাকাশ মিশন 'গগনযান'-এর প্রথম পরীক্ষামূলক অভিযান চলতি বছরের ডিসেম্বরেই হতে চলেছে। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছেন ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন। তিনি বলেন, গগনযান প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৭,৭০০টি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে, যা মোট পরীক্ষার ৮০ শতাংশ। বাকি প্রায় ২,৩০০টি পরীক্ষা আগামী মার্চের মধ্যেই শেষ হবে।

আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্র ঘুরে সদ্য দেশে ফেরা নভশ্চর শুভাংশু শুক্লা জানিয়েছেন, ভারত তাদের নিজস্ব মানববাহী মহাকাশ অভিযানের জন্য প্রস্তুত। তাঁর কথায়, 'এটা আমাদের কাছে বড় জয়। ইসরো প্রস্তুত।'

নারায়ণন এদিন ইসরোর আরও কিছু সাফল্যের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি জানান, এবছর এপর্যন্ত ইসরোর ১৯৬টি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া আগামী দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬,৫০০ কেজির একটি যোগাযোগ উপগ্রহ ভারতীয় উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে মহাকাশে পাঠানো হবে।

অন্তরীক্ষ স্টেশনের মডিউল প্রকাশ ইসরোর।

মুনিরকে খোঁচা

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : মার্কিন সফরে গিয়ে ভারতকে ফেরারি গাড়ি এবং পাকিস্তানকে মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির। শুক্রবার সেই মন্তব্যকে ঢাল করেই পাক সেনাপ্রধানকে নিশানা করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, 'সবাই বলেছে যে দুটি দেশ একই সময়ে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। একটি দেশ কঠোর পরিশ্রম, সুষ্ঠু নীতি এবং দূরদর্শিতার মাধ্যমে ফেরারির মতো অর্থনীতি গড়ে তুলেছে, অন্যটি এখনও ডাম্পারের মতো অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। তবে এটি ওদের নিজেদের ব্যর্থতা। মুনিরের এই বক্তব্যকে স্বীকারোক্তি হিসেবে দেখছি।'

ভিসায় নজর ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২২ অগাস্ট : বেআইনি অভিবাসীদের দেশছাড়া করার পর এবার বৈধ ভিসাধারীদের ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি শুরু করল ট্রাম্প সরকার। শুক্রবার সেদেশের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, আমেরিকায় বৈধ ভিসা নিয়ে থাকা মানুষের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৫ কোটি। তাঁদের সবার ভিসা খতিয়ে দেখা হবে। যদি দেখা যায় বৈধ ভিসাধারীদের কেউ অভিবাসন আইন বা ভিসার শর্ত লঙ্ঘন করেছেন তাহলে তাঁদেরও আমেরিকা থেকে বহিষ্কার করা হতে পারে।

বৃহস্পতিবার মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও জানিয়েছিলেন, আপাতত কোনও বিদেশি নাগরিককে আমেরিকায় ট্রাক চালানোর অনুমতি দেওয়া হবে না। এজন্য প্রয়োজনীয় ওয়ার্ক ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে অভিবাসন দপ্তর। রুবিওর অভিযোগ, 'বিদেশি ট্রাকচালকরা মার্কিনিদের জীবন ও জীবিকার পক্ষে ঝুঁকিতে পরিণত হয়েছেন।' যেসব ক্ষেত্রে ভিসাধারীদের আমেরিকা থেকে বহিষ্কার করা হতে পারে সেই তালিকাও প্রকাশ করেছে বিদেশ দপ্তর। তার মধ্যে রয়েছে, ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও আমেরিকায় বসবাস করা, সন্ত্রাসবাদ সহ যে কোনও ধরনের অপরাধমূলক ঘটনায় জড়িত থাকা, মার্কিন নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তার পক্ষে হুমকি সংক্রান্ত কোনও ঘটনায় সম্পৃক্ততার মতো বিষয়গুলি। মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, বৈধ ভিসাধারীদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ শুরু করেছে প্রশাসন।

ফের ঝামেলার মুখে রেখা

আহমেদাবাদ, ২২ অগাস্ট : বুধবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার বাসভবনে জনশুনানি চলাকালীন হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। শুক্রবার গান্ধিনগরে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে এক ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। বিক্ষোভ দেখান। তিনি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হইচই পড়ে যায়। পুলিশ তড়িঘড়ি ওই ব্যক্তিকে এসকর্ট করে অনুষ্ঠানস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। সূত্রের খবর, ঘটনাস্থলে দুজন ছিলেন। একজন ছিলেন মহিলার পোশাকে। ভিডিও ফুটেজে

দেখা গিয়েছে, পুলিশ সালোয়ার-কুর্তা পরা এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল হোলসেল রেডিমেড গারমেন্টস ডিলার।

এদিকে এদিনই নিরাপত্তা বেষ্টনী ভাঙার ঘটনা সংসদেও ঘটেছে। এক ব্যক্তি সংসদের দেওয়াল টপকে ভিতরে ঢুকে পড়েন। দিল্লি পুলিশ ও সিআইএসএফ-এর তৎপরতায় বেশি দূর যেতে পারেননি। তারা তাঁকে ধরে ফেলেন। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ধৃত ব্যক্তি রামকুমার বিন্দ উত্তরপ্রদেশের ভাদোহির বাসিন্দা। তিনি রেলভবনের দিক থেকে দেওয়াল টপকে সংসদের গোরুড় গেটের দিকে নামেন। সিআইএসএফ জানিয়েছে, ধৃতের কথাবার্তায় অসংলগ্নতা আছে। তদন্ত চলছে।

'কউন হ্যায়, কেয়া করলেগা তু' বলতেই...

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : আহমেদাবাদের একটি বেসরকারি স্কুলে ছাত্র হত্যার ঘটনায় এখনও সংশ্লিষ্ট এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। আহমেদাবাদের খোক্করা এলাকার এই খুনের ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার স্কুল চত্বরে ভাঙচুর ও বিক্ষোভ করেন অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও গুজরাটে সহপাঠীকে ছুরি দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল এক পড়ুয়ার বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে রাজ্যের মহিসাগর জেলায়।

শুক্রবার পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার অষ্টম শ্রেণির এক পড়ুয়ার হাতে গুরুতর জখম হয়েছে তারই সহপাঠী। তাকে আপাতত হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা চলছে। তার অবস্থা স্থিতিশীল। জেলার পুলিশ সুপার জয়দীপ সিং জাডেজা বলেছেন, 'আহত ছাত্রের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা

গুজরাটে খুনের কথা কবুল অভিযুক্ত পড়ুয়ার

অভিযুক্ত কিশোরের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছি।'

খোক্করার ঘটনায় দশম শ্রেণির ছাত্র নয়ন সনাতনীকে ছুরি মেরে খুনের অভিযোগ ওঠে ওই স্কুলেরই নবম শ্রেণির এক পড়ুয়ার বিরুদ্ধে। ঘটনার পরই অভিযুক্তকে

আটক করা হয়। ঘটনার তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ করেছে এক বন্ধুর সঙ্গে অভিযুক্ত ছাত্রের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট।

খুনের ঘটনার পরই অভিযুক্ত পড়ুয়ার এক বন্ধু তার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে গোটা ঘটনাটি জানতে চায়। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া সেই কথাবার্তায় দেখা যায়, বন্ধু অভিযুক্তের কাছে জানতে চাইছে, 'তুমিই কি ওকে ছুরি মেরে খুন করেছ?' জবাবে অভিযুক্ত বলে, 'হ্যাঁ, ওকে (নয়নকে) আমিই তো মেরেছি।' কিন্তু কারণ কী? অভিযুক্তের জবাব, 'আরে মেরেকো বোল রাহা থা কি কউন হ্যায় কেয়া করলেগা তু?' (সে আমাকে বলেছিল, তুই কে রে, কী করবি তুই?) এটা শোনার পর অভিযুক্তের মাথা গরম হয়ে যায়। বন্ধু তাকে বলে, 'এতটা ঠিক হয়নি। মারধর করতে পারতে। কিন্তু খুন! তুমি গা-ঢাকা দাও। আর এই চ্যাট মুছে ফেলো।' অভিযুক্ত বলে, 'যা হয়ে গিয়েছে, হয়ে গিয়েছে!' এই চ্যাটই এখন তদন্তের হাতিয়ার হয়ে গিয়েছে আহমেদাবাদ পুলিশের।

কীর্তির কিস্তিমাত

দু-ছক্কা পাঞ্জা 'লুডোর বোর্ড' গায়ে চাপিয়ে ছক্কা হাঁকালেন কীর্তি সুরেশ

কবি কৃত্তিবাস লিখেছিলেন, 'কৃত্তিবাস, কীর্তিবাস কবি।' তামিল, তেলুগু, মালয়ালম অভিনেত্রী অবশ্য কীর্তি লিখেছেন অন্য ক্ষেত্রে। বিভিন্ন আঞ্চলিক ছবির পাশাপাশি বলিউডেও তাঁর রমরমা বাজার। অভিনয় তো বটেই, সাজ-ফ্যাশনেও তিনি অন্যদের টেক্কা দিয়ে থাকেন মাঝেমধ্যে।

বলে রাখি, অ্যামাজন প্রাইমে তাঁর তেলুগু ছবি 'উপ্পু কাপ্পুরামবু' মুক্তি পেয়েছে কিছুদিন আগে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পা-জোড়া ব্যস্ততা। ছবির প্রচারে এখানে-ওখানে, ইতি-উতি। সেই প্রচারের অংশ হিসাবেই সম্প্রতি হাজির হয়েছিলেন ভিন্ন ফ্যাশনে। একেবারে দু-ছক্কা পাঞ্জা। জীবনটা যে সাপ-লুডোর খেলা, তা প্রমাণ করেছেন তিনি। ফেসবুকে ভাগ করে নিয়েছেন বেশকিছু নতুন ট্র্যাকভাঙা ছবি। সত্যি বলতে, লুডো বোর্ড গায়ে চাপিয়ে তাঁর মারকাটারি হাসি নেটিজেনদের দিল ধক-ধক করে ছেড়েছে।

নতুন ছবির প্রচারে বেরিয়ে, লুডোর বোর্ডের নকশা করা প্রিন্টেড কো-অর্ড সেট পরেছেন তিনি। পোশাকের ওপরের অংশটি স্লিভলেস টপ, যা দেখতে কর্সেট বা ক্রপ টপের মতো। কাপড় বাস্ট নকশাটিও নজর কেড়েছে ভালোই। হাই ওয়েস্ট ওয়াইড লেগ প্যান্টের নকশাও লুডোর বোর্ডের অনুকরণে তৈরি। প্যান্টের দু-পাশে দুটি পকেট। পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে কানে বড় দুল। তবে গলায় নেই কিছুই, একেবারে ফাঁকা। চুল বেঁধেছেন টেনে। ২০২১ সালে 'ফোর্বস ইন্ডিয়া'র 'থার্টি আন্ডার থার্টি' তালিকায় নাম তুলেছিলেন কীর্তি। এ মেয়ে বেয়াড়া সাহসীও। কেরিয়ারের সুসময়েই গত বছরের ডিসেম্বরে দুম করে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। সংসারেও ব্যাটিং করছেন তুখোড় ভাবে।

অতিরিক্ত তেলতেলে ত্বক বৃষ্টিদিনে?

বৃষ্টি নাকি অনাসৃষ্টি! অন্তত রূপচর্চার ক্ষেত্রে। মেঘলা আকাশ মনের পাশাপাশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ত্বকেও। বিশেষ করে যাঁদের ত্বক এমনিতে তেলতেলে, সমস্যাটা তাঁদেরই।

দিনে দু-তিনবার মুখ ধুতে হবে

দিনে দিনে দূষণের মাত্রা বাড়ছে বই কমছে না। সে বর্ষাদিন হোক বা শীত। ত্বকে ধুলোবালি ও অতিরিক্ত তেল জমে ব্রণ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। দিনে অন্তত দুবার ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন।

যাঁদের ত্বক খুব তেলতেলে, তাঁরা জেলভিত্তিক ফেসওয়াশ ব্যবহার করতে পারেন। তবে অতিরিক্ত ধোয়ার দরকার নেই, এতে ত্বক আরও বেশি তেল উৎপাদন করতে পারে।

ভরসা রাখুন টোনারে

মুখ ধোয়ার পর ত্বকের ছিদ্রগুলো সংকুচিত করা চাই। অ্যালকোহলমুক্ত হালকা টোনার ব্যবহার করুন। এটি ত্বকে থাকা অবশিষ্ট তেল ও ময়লা দূর করতে সাহায্য করে।

বাই বাই নয় ময়েশ্চারাইজার

অনেকেই ভাবেন, ত্বক তেলতেলে হলে ময়েশ্চারাইজার লাগানোর দরকার নেই। এটি ভুল ধারণা। তেলতেলে ত্বকের জন্য হালকা, ওয়াটার-বেসড ময়েশ্চারাইজার বেছে নিন। এতে ত্বক আর্দ্র থাকবে, কিন্তু অতিরিক্ত তেল জমবে না।

ভুলবেন না সানস্ক্রিন

বর্ষাদিন মানেই যে সূর্যরশ্মি থেকে ক্ষতি হয় না, তা নয়। বাইরে বেরোলে অয়েল-ফ্রি সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে ভুলবেন না।

পেট ভরাবে বাহারি স্যালাড

ওজন বাড়ছে বলে কপালে ভাঁজ পড়ছে? অতএব ভাত-রুটিতে কাটছাঁট করতেই হবে। অনেকের ধারণা এমনই। খাবার বন্ধ না করে ডায়েট চার্টে রাখতে পারেন স্বাস্থ্যকর স্যালাড। স্যালাড মানেই কিন্তু শসা, টমেটো আর পেঁয়াজ কুচি নয়। প্রোটিন, ফাইবার ও স্বাস্থ্যকর ফ্যাট সমৃদ্ধ স্যালাড খেতে পারেন মিল হিসেবে। এগুলো প্রতিদিনের পুষ্টির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি যেমন পেট ভরাতে সাহায্য করবে, তেমনি সুস্থ রাখবে আপনাকে। জেনে নিন এমনই কয়েকটি স্যালাডের রেসিপি।

ছোলার স্যালাড

১ কাপ ছোলা সেদ্ধ করে নিন। প্যানে সামান্য অলিভ অয়েল দিয়ে সেদ্ধ ছোলা, আধ চা-চামচ অরিগ্যানো পাউডার, স্বাদমতো লংকাগুঁড়ো, আধ চা-চামচ জিরেগুঁড়ো ও ১ চা-চামচ রসুন কুচি দিয়ে ভেজে নিন। মশলায় ছোলা ভালোভাবে কোট হয়ে গেলে নামিয়ে নিন।

একটি বড়পাত্রে আধকাপ শসা কুচি, আধকাপ গাজর কুচি, আধকাপ টমেটো কুচি, আধকাপ ক্যাপসিকাম কুচি ও ধনেপাতা কুচির সঙ্গে মিশিয়ে নিন মশলা মাখা ছোলা। আরও দিন পেঁয়াজ কুচি, কাঁচালংকার কুচি, স্বাদমতো লবণ, ২ চা চামচ লেবুর রস, গোলমরিচের গুঁড়ো, সামান্য মধু ও অলিভ অয়েল।

সবকিছু মেখে পরিবেশন করুন স্বাস্থ্যকর স্যালাড।

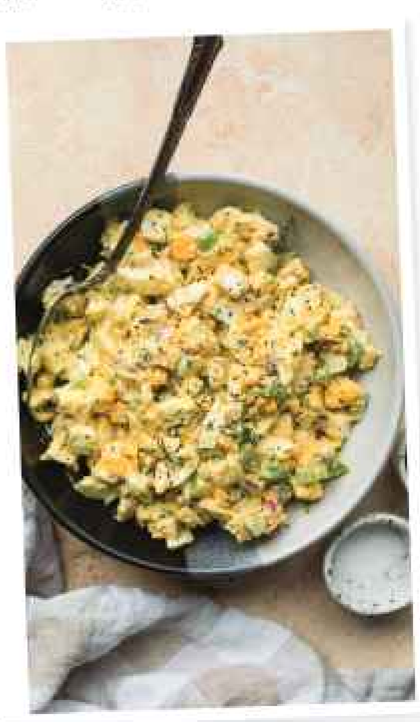

ডিমের স্যালাড

আলু ও ডিম সেদ্ধ করে কিউব করে কেটে নিন। একটি পাত্রে গাজর কুচি, বেবি কর্ন ও পছন্দের যে কোনও সবজি কুচি নিন। এর সঙ্গে আলু, ডিম, টক দই, গোলমরিচের গুঁড়ো এবং লবণ দিয়ে মেখে নিন।

ভালো থাক ছাদের গাছ

বিশেষ যত্ন। চাই-ই চাই। বৃষ্টিদিনে ছাদে রাখা আপনার গাছগুলোর কথা বলছি। কীভাবে রাখলে বৃষ্টিতে গাছের ক্ষতি হবে না, জেনে নিন জরুরি পাঁচটি কৌশল।

টবের জায়গা ও ছাদ পরিষ্কার

বৃষ্টির সময় ছাদের প্রাচীর থেকে টবগুলোকে কয়েক ইঞ্চি দূরে রাখুন। একই সঙ্গে প্রতিটি টবের মাঝেও কিছুটা ফাঁক রাখুন। এতে বৃষ্টির জল জমে থাকবে না, সহজেই গড়িয়ে বেরিয়ে যাবে। ছাদে জল জমলে বাড়ির ক্ষতি হতে পারে, তাই এই বিষয়টিও নজরে রাখা প্রয়োজন। অনেক সময় গাছের পাতা ঝরে বা বর্ষার জলের স্রোতে মাটি ধুয়ে ছাদের নর্দমার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তাই নিয়মিত ছাদ পরিষ্কার করা অত্যন্ত জরুরি।

জলনিকাশি ব্যবস্থা যেন ঠিক থাকে

গাছের গোড়ায় জল জমা অত্যন্ত ক্ষতিকর। প্রবল বৃষ্টির পর সম্ভব হলে টবে জমে থাকা অতিরিক্ত জল ফেলে দিন। একই সঙ্গে টবের জল বেরোনোর দিকেও খেয়াল রাখুন। টবের নীচের ছিদ্র মাটিতে বুজে গেছে কিনা, তা নিয়মিত লক্ষ্য রাখুন। মাঝেমধ্যে টবের মাটি আলগা করে দেওয়াও গাছের জন্য উপকারী।

সারের ব্যবহার ও জলের পরিমাণ

বর্ষাকালে সাধারণত গাছে সার দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সার দেওয়ার জন্য সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসই উপযুক্ত। তবে, ঘরে রাখা ইনডোর প্ল্যান্টে সার দিতে পারেন। গাছে জল দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রয়োজন বুঝে পরিমাণ নির্ধারণ করুন, অতিরিক্ত জল গাছের ক্ষতি করতে পারে।

হলুদ পাতা ও মাটি পরিবর্তন

বর্ষার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় অনেক গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায় বা কুঁকড়ে যায়। টবের মাটিতে জল জমে থাকলে এমনটা হতে পারে। তাই জল নিকাশি ব্যবস্থায় জোর দিতে হবে। যে গাছের এমন সমস্যা হচ্ছে, সেই গাছের মাটি নতুন করে তৈরি করতে হবে। মাটিতে বালি মেশানো থাকলে সাধারণত জল দ্রুত বেরিয়ে যায়।

পোকা ও ছত্রাক দমন

বর্ষার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় ছত্রাক ও পোকার আক্রমণ বেশি হয়। একটি গাছে পোকা হলে দ্রুত তা অন্য গাছে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কোনও গাছে এমন সমস্যা দেখা দিলে সেটিকে প্রথমেই আশপাশের গাছ থেকে সরিয়ে নিন। এরপর জলের সঙ্গে নিমতেল মিশিয়ে স্প্রে করুন। সুস্থ গাছেও মাঝেমধ্যে এটি স্প্রে করলে পোকা বা ছত্রাকের আক্রমণ এড়ানো যেতে পারে।

বর্ষপূর্তি

কিছুদিন আগে জলপাইগুড়ির আর্ট গ্যালারিতে সুরনন্দন সাংস্কৃতিক সংস্থার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সংস্থার সভাপতি ডঃ শীলা দত্ত ঘটক বঙ্গরত্ন ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষকে স্মারক শ্রদ্ধা প্রদান করেন। সংস্থার সম্পাদক সুমিত দত্ত সহ অন্য সদস্যরা ডিএসপি (ক্রাইম) শান্তিনাথ পাঁজা সহ আমন্ত্রিত অতিথিদের বরণ করে নেন। এছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলার প্রথম মহিলা ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন দল, ফুটবল অ্যাকাডেমির আধিকারিকদের পাশাপাশি শিলিগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সাহিত্য ও নাট্য সংগঠনকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। পরে সংস্থা পরিচালিত অনুষ্ঠানে নাচ-গানে মঞ্চ মেতে ওঠে। শিশুদের নৃত্যানুষ্ঠান সবার মন জয় করে নেয়। মিউজিক থেরাপির মাধ্যমে আমরা কীভাবে ভালো থাকতে পারি সে বিষয়ে সংস্থার সম্পাদক সুমিত দত্ত আলোচনা করেন। বিপ্লব মজুমদার, রনিতা মুখোপাধ্যায়, সুব্রত সুর অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন।

–অনসূয়া চৌধুরী

ক্ষুদিরাম স্মরণ

মহান বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ১১৮তম বলিদান দিবস উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি শিলিগুড়ি শাখার পক্ষ থেকে সম্প্রতি মাল্লাগুড়িতে শহিদের মর্মর মূর্তির পাদদেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অর্চনা মিত্র গেয়ে শোনান 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'। অনিল সাহা ও অর্চনা মিত্র কবিতা পাঠ করেন। শহিদকে নিয়ে আলোকপাত করেন সজলকুমার গুহ। প্রকাশিত হয় একটি ছোট্ট ফোল্ডার। সন্ধ্যায় শিবমন্দিরের শ্রাবণীমেলার মাঠে চন্ডাল বুকস স্টলে শহিদকে 'মরণ করে সমিতির তরফে আরও একটি অনুষ্ঠান হয়। সোনালি দত্ত, বাসন্তী ঘোষ পাল, পার্থ ভট্টাচার্য, অনিল সাহা, অনির্বাণ পাল, পরেশ বিশ্বাস গান গেয়ে শোনান। কবি মৌসুমী ভৌমিকের কাব্যগ্রন্থ 'নৈঃশব্দের আতশবাজি' প্রকাশিত হয়।

–সম্পা পাল

দামামার দারুণ দুই

শিলিগুড়ির দামামা বেশ কয়েক বছর আগে ৫০ পূর্ণ করেছে। তাদের অনেক প্রযোজনা উত্তরবঙ্গ তো বটেই, বাইরেও বেশ নাম কুড়িয়েছে। কিছুদিন আগে শিলিগুড়িতে সংস্থার প্রযোজিত দুটি নতুন উপস্থাপনা আগের মতোই দর্শক চাহিদা পূরণে সফল। সাক্ষী থাকলেন

ছন্দা দে মাহাতো

আবেগঘন।। দামামার 'আর এক দ্রোণাচার্য' নাটকের একটি মুহূর্ত।

গ্রুপ থিয়েটারের নাট্য পরিক্রমায় শিলিগুড়ির দামামা বহুর তিনেক আগেই ৫০-এর মাইলফলক পেরিয়ে এসেছে। সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে তাদের দুটি নতুন প্রযোজনা ছিল বাদল সরকারের নাটক 'ওরে বিহঙ্গ' এবং বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আর এক দ্রোণাচার্য'।

উত্তরবঙ্গ তো বটেই, গোটা রাজ্যে গ্রুপ থিয়েটারের চর্চায় নিয়োজিত মানুষের ধারণা, দামামা মানেই একটু অন্যরকম কিছু। আর তাই এই নাটকের দলের কাছে দর্শকরা সবসময়ই একটু বেশি কিছু প্রত্যাশা করেন। এমন প্রত্যাশার যথাযথ কারণও আছে। তুরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাসুরঘাটের ত্রিতীর্থের খ্যাতি তখন মধ্যগগনে। সেই সময় প্রতিযোগিতায় নেমে শিলিগুড়ির অমল চক্রবর্তীর নেতৃত্বাধীন দামামা বাসুরঘাটের ত্রিতীর্থকে দ্বিতীয় স্থানে দাঁড় করিয়ে রেখে অনেক পুরস্কার নিয়ে প্রথম হয়ে ফিরত। সেই সব দিনের মিথ এখনও দামামার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। তাই এই নাট্যদলের সাধারণ মানের প্রযোজনা দেখলে এখনকার দর্শকের মন ভরে না। তাঁরা চান, পার্থ চৌধুরীর নেতৃত্বে '২০৪৭'-এর মতো চমকপ্রদ আধুনিক প্রযোজনা হোক। যে নাটক দেখে সবাই অনেকদিন মাথা দোলাবেন।

দামামার এখনকার কর্ণধার, নাট্যকার, পরিচালক তথা অভিনেতা পার্থ চৌধুরীর চ্যালেঞ্জ এখানেই। তাঁরা দর্শকদের মনে নিজেদের দলের মান যে উচ্চতায় তুলে ধরেছেন তাতে সকলের প্রত্যাশা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। আর তাই পার্থদের ওপর সবসময় ভালো করার চাপ রয়েছে। না হলে নাটক যতই ভালো হোক দর্শকের মন ভরবে না।

আর এই প্রেক্ষাপটে বাদল সরকারের জন্মশতবার্ষিকীতে দামামার নিবেদন ছিল তাঁর লেখা নাটক 'ওরে বিহঙ্গ'। বাদল সরকারের নাটক দামামা এই প্রথম করছে তা নয়, এর আগে তাদের দুটি পুনর্মঞ্চ সফল প্রযোজনা হল 'রাম শ্যাম যদু' ও 'ত্রিংশ শতাব্দী'। দুটি নাটকই বাদল সরকারের লেখা।

'ওরে বিহঙ্গ' নাটকে কোনও গল্প নেই। শুধু তিনজন মানুষের আপাত মধু কিন্তু গভীর কিছু সংলাপ আছে। আর তার মধ্যে আছে থিয়েটারের নতুন পথ অনুসন্ধানের প্রয়াস। মঞ্চে তিন চরিত্রের অভিনয়ে সংহতি বজায় রেখেছিলেন মৌমিতা আচার্য, রুম্পা ঘোষ ও কার্তিক রায়। 'আর এক দ্রোণাচার্য' নাটক হল মহাভারতের পোস্ট মর্টেম। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এই মহাকাব্যের চার বিশিষ্ট চরিত্র মিলিত হচ্ছেন যুদ্ধ শিবিরে। তাঁদের মনের নানা প্রশ্ন এই নাটকের উপজীব্য। সেই সব প্রশ্ন নিয়ে কথাতেও ফুটে ওঠে যুদ্ধের আবহ। অবশেষে পরিণতিহীন বাকযুদ্ধে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হন সকলেই। আত্মদহনের তীব্র জ্বালায় দগ্ধ হন সকলেই। শেষ দৃশ্যে এসে এই নাটক বুঝিয়ে দেয় যে কোনও যুদ্ধেই বাহ্যিক ক্ষতি যতটা অন্তরের ক্ষতিও তার চেয়ে কিছু কম নয়। মঞ্চে দ্রোণাচার্য, দুর্যোধন, কৃপাচার্য ও কৃপির চরিত্রে ছিলেন যথাক্রমে ধ্রুবজ্যোতি বিশ্বাস, পার্থপ্রতিম দাস, কার্তিক রায় ও মৌমিতা আচার্য। চার শিল্পীই তাঁদের অভিনয়ে সাধ্যমতো চরিত্রানুগ হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

দুই নাটকেরই সামগ্রিক ভাবনা ও পরিচালনায় ছিলেন পার্থ চৌধুরী। নেপথ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন- আলোয় সুমিত চক্রবর্তী ও বিমান দাশগুপ্ত, মঞ্চসজ্জায় রমেন রায়, রূপসজ্জায় অলোক দেবনাথ এবং আবহ প্রক্ষেপণে বাপ্পা মৈত্র। বছর ২০-২২ আগে উত্তরবঙ্গের সব জেলার নির্বাচিত নাট্যকর্মীদের নিয়ে দামামা কর্মশালাভিত্তিক প্রযোজনায় নয়া নজির সৃষ্টি করেছিল। বাংলা নাটকের নয়া গবেষণাধর্মী প্রযোজনার সাম্প্রতিক ট্রেন্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পার্থরা কি আবার তেমন কিছু করতে পারেন না, এই প্রত্যাশা এখনকার দর্শকদের।

–ছন্দা দে মাহাতো

জন্মজয়ন্তী সমারোহ

সম্প্রতি শিলিগুড়ি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে শিলিগুড়ি ফুলেশ্বরী নন্দিনীর ১৬তম জন্মজয়ন্তী সমারোহ হয়ে গেল। বেদমন্ত্র, পুষ্পার্ঘ্য এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে সুহাস বসু, প্রধান অতিথি ডঃ সঞ্জীবন দত্ত রায়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রণয়কান্তি চক্রবর্তী, প্রাবন্ধিক প্রণব চট্টোপাধ্যায়, কবি অমিতকুমার দে বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের সভাপতি অনন্যা ভাদুড়ি ফুলেশ্বরী নন্দিনীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন।

সম্পাদক মঞ্জু সরকার বার্ষিক প্রতিবেদনে সংগঠনের বহুমুখী সৃজন কর্মযজ্ঞের কথা তুলে ধরেন।

পরবর্তীতে ফুলেশ্বরী নন্দিনীর বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় সদস্যা সন্ধ্যা দত্তের দুটি বই। দুলালগোবিন্দ সরকার স্মৃতি ফুলেশ্বরী নন্দিনী সাহিত্য সম্মাননা-২০২৫ অর্পণ করা হয় কবি অমিতকুমার দে'কে। রত্না চক্রবর্তী স্মৃতি ফুলেশ্বরী নন্দিনী সংগীত সম্মাননায় সম্মানিত হন সেতার ও সংগীতশিল্পী পণ্ডিত দেবপ্রতিম রায়। মায়া ফাউন্ডেশন মেধা সম্মাননা, অমিতরূপ ভট্টাচার্য স্মৃতি মেধা সম্মাননা এবং জাহ্নবী বোস স্মৃতি মেধা সম্মাননা তুলে দেওয়া হয় আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মেধাবী ছাত্রছাত্রী জুঁই চক্রবর্তী, দীপ তিরকি ও মৌ কুণ্ডুকে। ফুলেশ্বরী নন্দিনীর সদস্য অলকানন্দ দাস তাঁর পিতৃ-মাতৃ স্মৃতিতে ইলারানি দাস স্মৃতি সাহিত্য সম্মাননা তুলে দেন কবি সুজাতা পালকে এবং অন্নদানন্দ দাস স্মৃতি সাহিত্য সম্মাননা তুলে দেন সাহিত্যিক তপতী ঘোষকে। সংবর্ধিত করা হয় সিএ ডঃ অশ্বিনীশ্বর বসুকে।

আমন্ত্রিত ও সংগঠনের শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

রবি স্মরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৪তম প্রয়াণ দিবসে বাগডোগরার সাংস্কৃতিক এবং সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা স্বপ্নদর্শী এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী বন্দনা সাহার বাসভবনে এই আয়োজন করা হয়েছিল। শর্মিষ্ঠা দাস মিত্র উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। মুনমুন দেব, সোনালি সরকার, ডঃ সৌরভ দাস প্রমুখ গান গেয়ে শোনান। বন্দনা সাহা, পৃথা মুন্সি, কণিকা মুহুরি, শ্বেতা চক্রবর্তী পোদ্দার, প্রবীর মুন্সি ও মিঠুন ঘোষ আবৃত্তিতে সবাইকে মুগ্ধ করেন। শাশ্বতী দাস সরকার স্বরচিত কবিতায় কবিগুরুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। গীতাঞ্জলি হালদার নৃত্য পরিবেশন করেন। 'স্বর ও শ্রুতি'-র খুদে সদস্যদের রবীন্দ্রকবিতার উপস্থাপনা অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সোনালি সরকার ও ডঃ সৌরভ দাস অনুষ্ঠানের সামগ্রিক সঞ্চালনায় ছিলেন।

–খোকন সাহা

জরুরি কথা

সম্প্রতি ইসলামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে আয়োজিত একটি কর্মসূচিতে শিশুদের শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, মোবাইল ফোন ব্যবহারের খারাপ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হল। শিলিগুড়ি সাহুডাঙ্গি রামকৃষ্ণ মিশনের জীবনানন্দ মহারাজ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিভাবকদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করেন। এছাড়াও রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং সারদামণি সংক্রান্ত বিষয়ে শিশুদের নিয়ে প্রশ্ন মঞ্চ ছিল।

–সুরমা রানি

অনাড়ম্বর আয়োজন

অনাড়ম্বর পরিবেশে নিজস্ব নাট্য মহড়া কক্ষে কোচবিহার ইপ্সায়ুধ কিছুদিন আগে রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ সন্ধ্যার আয়োজন করেছিল। দুই প্রথিতযশার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে স্বাগত বক্তব্য শোনান অনুপ মজুমদার। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন সোমা দাস, প্রজ্ঞাময় মজুমদার, মধুমিতা গোস্বামী, শিউলি অধিকারী ও অমিত ঘোষ। যন্ত্রসংগীত পরিবেশনায় ছিলেন সন্দীপা ঈশোর। আবৃত্তি পরিবেশন করেন সংজ্ঞমিতা সান্যাল ও শালিনী সরকার। সামগ্রিক তবলা সংগতে ছিলেন দেবাশিস চক্রবর্তী।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

প্রথম গল্পের বই

এমনিতে তিনি কবিতা লেখেন। তাই বলে কি গল্প লিখবেন না? তাই নিজের জীবনের ও পারিপার্শ্বিক বাস্তব ছবিগুলো নিজের ভাবনায় ফুটিয়ে তুলে লেখক অনিন্দিতা গুপ্ত রায় লিখলেন প্রথম গল্পের বই। 'নিউটনের তৃতীয় সূত্র এবং অন্যান্য' নামে বইটির বিষয়ে বলতে গিয়ে অনিন্দিতা বললেন, 'কবিতার পাশাপাশি নিজের কিংবা পারিপার্শ্বিক অনেকের জীবনের গল্প লিখতাম। সেগুলোকে কখনও দুই মলাটের মাঝখানে আনা হয়নি। প্রচুর শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধে ১০টি গল্প নিয়ে লিখেছি এই বইটি।' সেই বইটির আবরণ সম্প্রতি জলপাইগুড়ি শহরের একটি ক্যাফেতে উন্মোচিত হল।

–অনসূয়া চৌধুরী

সমবেত উপস্থাপনা

বহু ভাষাভাষী এই দেশে বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মানুষের জটিল মিথস্ক্রিয়ায় বেদের যুগে বিভিন্ন নদীর ধারে সৃষ্টি হয়েছিল ভারতীয় সংগীত। এই সংগীত মানে শুধু কণ্ঠসংগীত নয়। এর সঙ্গে রয়েছে যন্ত্রসংগীত এবং নৃত্যও। বর্তমানে পশ্চিমী প্রভাবে এ দেশের যুবসমাজ ক্রমশ ভারতীয় ধ্রুপদি সংগীত থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এদের কাছে ভারতীয় ধ্রুপদি সংগীতের অন্তর্নিহিত সদর্থক বার্তা পৌঁছে দিতে সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে হয়ে গেল 'কালার্স অফ ইন্ডিয়া' শীর্ষক এক ধ্রুপদি বর্ণাঢ্য ম্যারাথন অনুষ্ঠান। উদ্যোক্তা ছিল স্বরাঞ্জলি। এই ম্যারাথন চলে দুপুর দুটো থেকে রাত দশটা পর্যন্ত।

৭৫ জন উদীয়মান শিল্পী কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত ও নৃত্যে তাঁদের শৈল্পিক পারদর্শিতা তুলে ধরেন। শিল্পী ও শিল্পের ঐতিহ্যকে রক্ষার লক্ষ্যে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বরাঞ্জলি। এর কর্ণধার হলেন প্রখ্যাত সেতারশিল্পী পণ্ডিত সুব্রত দে। গত ২৫ বছর ধরে এই সংস্থা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ও বিদেশে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত ও নৃত্যের ঐতিহ্য রক্ষায় কাজ করে চলেছে। সুব্রতবাবু ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিভাবান ও উদীয়মান শিল্পীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। শিলিগুড়ির কালার্স অফ ইন্ডিয়া অনুষ্ঠানকে সফল করতে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন শিলিগুড়ির নৃত্য ও সংগীত গুরুরা। ছিলেন যন্ত্রসংগীতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রথিতযশা শিল্পীরাও।

–ছন্দা দে মাহাতো

বিরতির পর

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থার বেলাকোবা ডায়েট কলেজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কক্ষে বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা 'উন্মোচন' প্রকাশিত হয়। আগে এই পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত। মাঝে ১০ বছরের ওপর এই পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ ছিল। ছোটগল্প, কবিতা, আঁকায় ভরপুর পত্রিকার এবারের এই সংখ্যাকে ঘিরে অন্তরা সরকার, নুপুর রায়, বর্ণালি রায়ের মতো ছাত্রীরা খুব খুশি।

পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ছাত্রী মহিমা রায়। সমবেত রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন ইশা রায়, পৌলোমী রায়, পলাশ শীল, দীপা কর্মকার, দীপ্তি রায়, নুপুর সরকার, মৌমিতা বসাক, নারায়ণ মোদক ও ঋক মণ্ডল।

সমবেত রবীন্দ্রনৃত্য পরিবেশন করেন ঐন্দ্রিলা রায়, কোয়েল রায় ও পৌলোমী ঘোষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি লক্ষমোহন রায়, কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শর্মিষ্ঠা মজুমদার, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শংকরকুমার দত্ত, পত্রিকা সম্পাদক জয় চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন মৈত্রী মণ্ডল।

– সুভাষচন্দ্র বসু

নাম মাহাত্ম্য

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারে একপশলা বৃষ্টি পত্রিকার 'স্থান নাম' সংখ্যা প্রকাশিত হল। জেলার বিভিন্ন স্থানের নামকরণের কারণ ও প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে পত্রিকার এই সংখ্যায়। সংগীত পরিবেশন করেন ডাঃ ঋতম চক্রবর্তী। কবিতা পাঠ করেন উত্তম চৌধুরী। এরপর পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়। উপস্থিত ছিলেন ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমোদ নাথ, পরিতোষ বর্মন, প্রসেনজিৎ দে, কুন্তল চক্রবর্তী, ডঃ জ্যোতিবিকাশ নাথ প্রমুখ।

পত্রিকা এবারে ২৬ বছরে পা দিয়েছে বলে সম্পাদক অম্বরীশ ঘোষ জানালেন। তাঁর কথায়, 'ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে স্থানিক ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। পত্রিকার এই সংখ্যাটির মধ্য দিয়ে সেই চেষ্টাটা করা হল।'

–আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

মুখছবি

অগাস্ট মাসের বিষয়

আলোকচিত্র
প্রতিযোগিতা

ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ
২৫ অগাস্ট, ২০২৫

- ছবি পাঠান – photocontestubs@gmail.com-এ
- একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক তিনটি ছবি পাঠাতে পারবেন।
- নির্বাচিত ছবি প্রকাশিত হবে ৩০ অগাস্ট, ২০২৫ সংস্কৃতি বিভাগে।
- ডিজিটাল ফর্ম্যাটে ছবির মাপ হবে ১৮০০ x ১২০০ পিক্সেল।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে – Photo Caption, ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।
- ছবিতে Water Mark এবং Border থাকলে তা বাতিল হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবি পাঠাবেন না।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই আপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিয়ে পাঠাবেন, অন্যথায় ছবি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

বইটই

দেবতার খোঁজ

বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক ও অধ্যাপক দীপককুমার রায়ের দীর্ঘ গবেষণা এবং অনুসন্ধিৎসার ফসল **তরাই অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবী**। উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের মতো এখানে বসবাসকারী জনজাতির সংখ্যাও প্রচুর। তাঁদের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে এখানকার লৌকিক দেবদেবীদের ইতিহাসও। কৌমস্তরে গোষ্ঠী জীবনচর্যার রূপ-রূপান্তর গ্রাম দেবতার থান। পাথর বা শিলাখণ্ড দেবদেবীর প্রতীক হলেও সময়ের বিবর্তনে এসেছে মূর্তির কল্পনা। জানা-অজানা নানা তথ্য ও অসংখ্য লৌকিক দেবদেবীর নাম ও তাঁদের ইতিহাস বইটিতে ফুটে উঠেছে।

ছোটদের জন্য

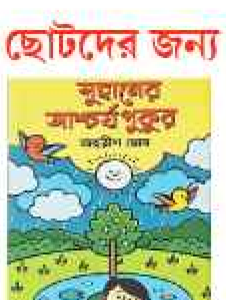

সুহানের একটা পুকুর আছে। আলিপুরদুয়ারের অম্বরীশ ঘোষের লেখা **সুহানের আশ্চর্য পুকুর** এভাবেই শুরু হচ্ছে। সেই পুকুর কীভাবে পুকুর হয়ে উঠল তা নিয়েই লেখকের এই শিশু উপন্যাস। ছোটদের ছোটবেলা আজ অনেকটাই হারিয়েছে। তাদের মধ্যে ছোট থেকেই আজকাল বেশ বড় বড় ভাব। অথচ এই সময় উলটোটা হলেই সবচেয়ে ভালো। আর একাজে সাহিত্যের ভূমিকা যে সবচেয়ে বেশি সেটা অনস্বীকার্য। অম্বরীশ সেটা বিলক্ষণ জানেন। আর তাই তাঁর এই বই লেখা। পাতায় পাতায় মজাদার ছবিগুলি বড়দেরও অনায়াসে ছোটবেলায় ফেরাবে। শুকিয়ে যাওয়া পুকুরটি কীভাবে আবার প্রাণ ফিরে পেল তা জানতে বইটি পড়তেই হবে।

প্রথম প্রয়াস

'কবিতা আমার ঠিক আসে না,/শব্দেরা যেন থমকে যায়,/ভাষার খোঁজে পথ হারায়,/মনের মাধুরী মুছে যায়।' পিনাকীরঞ্জন পালের লেখা 'কবিতা আমার ঠিক আসে না' এভাবেই শুরু হচ্ছে। কবিতা কিন্তু তাঁর বেশ আসে। জলপাইগুড়ির এই কবির প্রকাশিত প্রথম কবিতা সংকলন **আঁকড়ে ধরা বারণ**-এর ৪০টি কবিতাই তার সাক্ষী। ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান। ছোটবেলা থেকে কলমকে কাছের বন্ধু করেছেন। আজও সেই বন্ধুত্ব অটুট। এই সংকলনের প্রতিটি কবিতার মধ্যে সেই বন্ধুত্বের ছবিটা স্পষ্ট। আমরা বেঁচে থাকলেও আদৌ বেঁচে আছি কি? পিনাকীরঞ্জনের লেখা কবিতাগুলি পাঠককে প্রশ্ন করে চলে।

স্বপ্নের খোঁজে

'মিহি সুতোর মতো দুঃখগুলোকে জড়িয়ে রেখেছি-/আমার চারপাশ ঘিরে,/এক বর্ম বানিয়ে নিয়েছি নীরবে।' কীভাবে কবিতাকে বর্ম বানাতে হয় তা পার্থসারথি চক্রবর্তী বিলক্ষণ জানেন। আলিপুরদুয়ারে জন্ম ও বর্তমানে কোচবিহারের বাসিন্দা মানুষটির কবিতা সংকলন **স্বপ্নেরা যখন তারা হয়ে জ্বলে**-তে তা স্পষ্ট। সব মিলিয়ে ৫৮টি কবিতা এই সংকলনে ঠাঁই পেয়েছে। কবির অন্যান্য কবিতা সংকলনের মতো এটিও স্বপ্নসন্ধানী। মন খারাপের মাঝে আলোর দিশারি। পার্থ পদার্থবিদ্যার ছাত্র। পেশায় সরকারি আমলা। লেখালেখিতে জীবনের অর্থ খোঁজেন। কলমকে বন্ধু করে সেই সন্ধানকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর।

জীবনের স্পর্শ

'বলেছিলে এভাবে ধরা থাকবে হাত/ ফুলের সুগন্ধ নিয়ে আসবে প্রভাত।' লিখেছেন বিশ্বজিৎ মজুমদার। তাঁর লেখা 'কী জানি' কবিতার অংশ। এটি ছাড়াও আরও ৪৩টি কবিতা নিয়ে বিশ্বজিতের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ **কবিতার খাতা**। প্রতিটি কবিতা জীবনের নানা প্রান্তকে ছুঁয়ে গিয়েছে। কবি আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। বহুদিন হল কবিতা লেখায় হাত পাকিয়েছেন। তিনটি কবিতার বইয়ের মধ্যে দুটি চলতি বছরেই প্রকাশিত হয়েছে। নিজের কবিতায় লেখা, 'এগিয়ে যায়/ জলস্রোতের মতো।'-কে সঙ্গী করেই বিশ্বজিৎ আরও অনেক সৃষ্টি করতে চান। রথীন ভাওয়ালের আঁকা প্রচ্ছদটি ছোটবেলাকে মনে করিয়ে দেয়।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি – ৭৩৪০০১।

৯০ লক্ষ বছরের পুরোনো রহস্যের সমাধান

ছিল টমেটো হল পটেটো

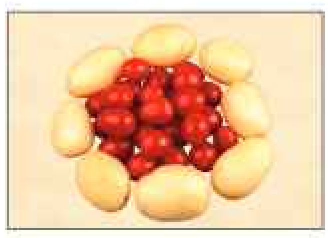

আলু সোলানেসি পরিবারের সদস্য। এই গোত্রে টমেটো, মরিচ, বেগুন আর তামাকও আছে। বিজ্ঞানীরা এতদিন ভাবতেন, আলু আর টমেটো দূরের আত্মীয়— দূরত্ব মানে বহু পুরোনো পূর্বপুরুষ ভাগাভাগি করা। কিন্তু না! নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এরা আসলে একবার একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছিল, আর সেখান থেকেই আসল আলু বংশের সূত্রপাত।

সুদীপ মৈত্র

ছিল রুমাল হয়ে গেল একটা বিড়াল। ছিল টমেটো হয়ে গেল একটা পটেটো, মানে আলু! গল্পটা বলতে গেলে সুকুমার রায়ের হযবরল'র মতোই।

আচ্ছা যদি বলি যে, তোমার প্রিয় আলু, যে আলু দিয়ে তুমি আলুর পরোটা বানাও, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ভাজো বা আলুর দম রান্না করো, সেটা আসলে একটা টমেটোর সঙ্গে মিশে তৈরি হয়েছিল, তাহলে কি অবাক হবে না? আলুর জন্মের গল্পটা এতটাই রোমাঞ্চকর, যেখানে টমেটো আর একটা অচেনা গাছ মিলে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়েছিল। তাও প্রায় নয় নয় করেও আজ থেকে ৯০ লক্ষ বছর আগে, আন্দিজের পাহাড়ে।

পাহাড়চূড়ায় বাসরঘর

আলু বংশের শুরু দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পাহাড়ে। সেখানে দুটো গাছ ছিল। একটা ছিল টমেটোর পূর্বপুরুষ, যার ফল ছিল ছোট্ট, লাল, আর রসালো। আরেকটা ছিল এটুবেরোসাম নামে একটা গাছ, দেখতে একটু আলুর গাছের মতোই, কিন্তু তার কোনও কন্দ ছিল না। একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে! মানে দু'টি গাছ মিশে গেল অদ্ভুতভাবে। এটা কিন্তু কোনও সাধারণ পরাগায়ন (পলিনেশন) ছিল না। এটা ছিল জিনের মিশ্রণ, যেটা হাজার হাজার বছর ধরে চলতে থাকল। প্রকৃতি যেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিল, বারবার চেষ্টা করে অবশেষে একটা নতুন গাছ তৈরি করল, যার মাটির নীচে কন্দ জন্মাতে পারে। এই কন্দই হল আমাদের সবার প্রিয় আলু! যা গরিব-বড়লোক নির্বিশেষে সবার থালাজুড়ে থাকে।

জিনের খেলায় আলুর জন্ম

বিজ্ঞানীরা এই গল্পটা জানতে পারলেন ৪৫০টিরও বেশি আলুর জিনোম আর ৫০টির বেশি বুনো গাছের জিনোম বিশ্লেষণ করে। সম্প্রতি 'সেল' জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা থেকে একটা মজার তথ্য মিলেছে। টমেটোর পূর্বপুরুষ এনেছিল 'এসপি৬এ' নামে একটা জিন, যেটা গাছকে বলে কীভাবে আর কখন কন্দ তৈরি করতে হবে। আর এটুবেরোসাম এনেছিল 'আইটি১' নামে আরেকটা জিন, যেটা গাছের কাণ্ড বাড়তে সাহায্য করে। এই দুটো জিন একা একা তেমন কিছু করতে পারত না। কিন্তু দুয়ে মিলে গিয়ে যখন কাজ করল, তখনই যৌথ উদ্যোগে জন্ম হল আধুনিক আলুর।

এই নতুন গাছের কন্দ ছিল একটা বড় সুবিধা। এই কন্দ শক্তি জমা করতে পারত, যার ফলে ঠান্ডা, খরা বা কঠিন আবহাওয়ায় টিকে থাকতে পারত গাছটা। আরও মজার ব্যাপার, এই কন্দ দিয়ে গাছ বীজ ছাড়াই নিজের বংশবিস্তার করতে পারত। মাটির নীচে লুকিয়ে থেকে ঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করত, তারপর আবার জন্ম নিত।

আলু শুধু খাবার নয়, জীবন

আজকাল আমরা আলুকে চিপস বা ম্যাশ করে খাই, কিন্তু আন্দিজের মানুষের কাছে এটা ছিল বেঁচে থাকার উপায়। হাজার হাজার বছর আগে যখন ইউরোপীয়রা দক্ষিণ আমেরিকায় পা রাখেনি, তখনই স্থানীয় মানুষ আলু চাষ করত। এই আলুগুলি ছিল লাল, বেগুনি, নীল, এমনকি কালো রঙের। তাদের স্বাদ ছিল মাটির মতো রকমারি ও গভীর। এই আলু শুধু খাবার নয়, মানুষের কাছে ছিল সঞ্জীবনী সুধার মতো।

আলুর এই ক্ষমতা – প্রবল শৈত্য কিংবা প্রখর গরম আবহাওয়ায় মানুষকে খাওয়ানো – এটাকে গম, চাল আর ভুট্টার পাশাপাশি বিশ্বের চারটি প্রধান খাদ্যশস্যের একটিতে পরিণত করেছে। প্রকৃতি, কোনও মানুষের হাত ছাড়াই এমন একটা ফসল তৈরি করেছিল যা আজকের যে কোনও কৃষি প্রযুক্তির চেয়েও বেশি কার্যকর।

টমেটো ফিরছে আবার

বিজ্ঞানীরা এখন আবার টমেটো আর আলুর মিলন ঘটানোর চেষ্টা করছেন। আধুনিক জিন সম্পাদনার প্রযুক্তি দিয়ে তারা টমেটোর গাছে আলুর জিন ঢুকিয়ে দেখতে চাইছেন, কী হয়! ধারণাটা হল এমন একটা গাছ তৈরি করা, যেটা ওপরে টমেটোর ফল দেবে আর নীচে আলুর কন্দ। ভাবো তো, তোমার বাগানে একটা গাছ, যেটা একসঙ্গে টমেটো আর আলু দেবে! শুনতে অদ্ভুত, তাই না? কিন্তু একসময় উড়োজাহাজের কল্পনাও অদ্ভুতুড়ে বলে মনে হত।

এই গবেষণা এখনও শুরুর দিকে। কিন্তু এর সম্ভাবনা অনেক। যেসব দেশে জমির অভাব বা আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা আছে, সেখানে এমন একটা গাছ খাদ্য উৎপাদনে বিপ্লব আনতে পারে।

আলুর রাজকীয় সম্মান

আলুর গল্পে আরেকটা মজার ঘটনা আছে। ১৮ শতকের ফ্রান্সে আলুকে সন্দেহের চোখে দেখা হত। এমনকি বলা হত, এটা কুষ্ঠরোগের মতো রোগ ছড়ায়। তখন এলেন আঁতোয়ান-অগুস্তাঁ পার্মঁতিয়ে নামের এক ফরাসি ফার্মাসিস্ট। তিনি আলুর সম্মান বাঁচাতে রাজাদের আর সেনাপতিদের জন্য শুধু আলুর পদ দিয়ে ভোজের আয়োজন করলেন। এভাবেই আলু ফ্রান্সের মানুষের মনে জায়গা করে নিল। রাজকীয় সম্মান মিলল টমেটোর জিন থেকে জন্ম নেওয়া আলুর!

৫০ পেরোলেই শরীর বুড়িয়ে যায় দ্রুত

কথায় বলে চল্লিশ পেরোলেই চালসে। আজকে যে বেপরোয়া বিচ্ছু শান্ত সুবোধ হবে কাল সে! তার শরীর পড়বে নুইয়ে। তখন বিজ্ঞাপনের ভাষায় 'বসতে গেলে মাটি, আর হাঁটতে গেলে লাঠি'!

কিছুকাল আগের কথা। এক বৃদ্ধ ডাক্তার ছিলেন, ধরা যাক তাঁর নাম প্রফেসর ইউ। তাঁর আজীবনের গবেষণা মানুষের বয়স আর শরীরগতিক নিয়ে। একদিন প্রফেসর ইউ একটা অদ্ভুত জিনিস খুঁজে বের করলেন। তিনি দেখলেন, আমাদের দেহটা ছোটবেলায় খুব দ্রুত বেড়ে ওঠে—কখনও হাত, কখনও পা, কখনও মস্তিষ্ক। তারপর তারুণ্যে শরীর থাকে বেশ শক্তপোক্ত, বেশি কিছু হয় না।

কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা ঘটে এরপর। প্রফেসর ইউ দেখালেন, যখন আমাদের বয়স পঞ্চাশ পেরোয়, তখন শরীর হঠাৎ যেন গতি বদলায়। শরীর তখন আর শুধু বুড়ো হয় না, বুড়িয়ে যাওয়ার গতি ভয়ানকভাবে বাড়িয়েও দেয়!

বিজ্ঞানী ইউ এবং তাঁর দলবল কয়েক হাজার মানুষের শরীরে থাকা প্রোটিন পরীক্ষা করলেন। প্রোটিন আসলে শরীরের ছোট ছোট কারিগর। ওরা ঠিক করে কোন অঙ্গ কতদিন কতটা সুস্থ থাকবে।

এই গবেষণায় দেখা গেল, শরীরের সব অঙ্গ একই গতিতে বুড়ো হয় না। ৪৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সের মধ্যে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিশেষ করে রক্তনালি (আরও বিশেষভাবে বললে 'অ্যাওর্টা' নামে সবচেয়ে যে বড় ধমনী আমাদের হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত বয়ে নিয়ে যায়) সবচেয়ে দ্রুতহারে বুড়িয়ে যায়। আর একবার বুড়ো হতে শুরু করলে সেই বয়সের পর শরীরকে বাঁচিয়ে রাখতে দ্বিগুণ খাটতে হয়।

প্রফেসর ইউ একবার ইঁদুরের শরীরে মানুষের রক্তনালি (অ্যাওর্টা)-র এক বিশেষ প্রোটিন ঢুকিয়ে দিলেন। ইঁদুরগুলি হঠাৎ বেশি বয়সি হয়ে গেল! তখন তিনি বুঝলেন—রক্তনালি আসলে শরীরের ভিতর বার্ধক্যের বার্তা বয়ে বেড়ায়।

সোজা কথায়, রক্তনালিগুলি শুধু বুড়োই হয় না, তারা বুড়িয়ে যাওয়ার কিছু ক্ষতিকর অণু শরীরের অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়েও দেয়। এর মানে, রক্তনালি যেন বুড়ো হওয়ার একটা বড় কারণ।

শরীরের সব অঙ্গ একই গতিতে বুড়ো হয় না। ৪৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সের মধ্যে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বিশেষ করে রক্তনালি (আরও বিশেষভাবে বললে 'অ্যাওর্টা' নামে সবচেয়ে যে বড় ধমনী আমাদের হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত বয়ে নিয়ে যায়) সবচেয়ে দ্রুতহারে বুড়িয়ে যায়। আর একবার বুড়ো হতে শুরু করলে সেই বয়সের পর শরীরকে বাঁচিয়ে রাখতে দ্বিগুণ খাটতে হয়।

চিনা বিজ্ঞানীদের এহেন এই গবেষণার ফল প্রতিবেদনের আকারে ছাপা হয়েছে ২৫ জুলাই 'সেল' নামের এক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান পত্রিকায়। 'চাইনিজ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস'-এর বিজ্ঞানীরা বলছেন, এবার মানুষ বুঝতে পারবে কখন থেকে সাবধান হতে হবে, কীভাবে শরীর ভালো রাখতে হবে মাঝবয়স থেকে।

তাই গল্পটা শেষ করা যাক প্রফেসর ইউ-এর কথা দিয়েই। তাঁর বক্তব্য, 'পঞ্চাশ মানেই শেষ নয়, বরং পঞ্চাশ মানেই শুরু—সাবধান হওয়ার!'

পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে না গোরিলাদের

অনেকদিন আগের কথা মনে রাখার ক্ষমতা গোরিলাদেরও আছে। পুরোনো সম্পর্ক, প্রেম কিংবা ভালো-খারাপ অভিজ্ঞতা খুব একটা ভোলে না গোরিলারা। আর সেসব মনে রেখে তাদের অসুবিধা হয় না গূঢ় কোনও সিদ্ধান্ত নিতেও।

আমিনা আর কেজা। ছোটবেলায় ওদের ভাব ছিল খুব। কিন্তু একটু বড় হতেই তারা কে কোথায় হারিয়ে গেল। তারপর একদিন হঠাৎ রাস্তায় গভীর জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া মুখ চমকে দিয়ে বলে, বন্ধু কী খবর বল, কতদিন দেখা হয়নি রে!

আমিনা, কেজা মানুষের মতো হলেও, মানুষ নয়। গোরিলা। নারী গোরিলা। তবে জাতে গোরিলা হলেও তালে মানুষের মতোই, মানে 'বন্ধু বিনা প্রাণ বাঁচে না'! বহুদিন তাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ ছিল না বটে। কিন্তু ফের দেখার পর তারা চিনতে ভুল করেনি একে-অপরকে। জড়িয়ে ধরে দুই বন্ধু কুশল বিনিময় করেছে, যুক্ত হয়েছে নিবিড় বন্ধনে।

আমরা ভাবি, মানুষই বোধহয় অতীতের স্মৃতি মনে রাখতে পারে। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, অনেক দিন আগের কথা মনে রাখার ক্ষমতা গোরিলাদেরও আছে। পুরোনো সম্পর্ক, প্রেম কিংবা ভালো-খারাপ অভিজ্ঞতা খুব একটা ভোলে না তারা। আর সেসব মনে রেখে তাদের অসুবিধা হয় না গূঢ় কোনও সিদ্ধান্ত নিতেও।

রোয়ান্ডার আগ্নেয়গিরি জাতীয় উদ্যানে চলা এক দীর্ঘমেয়াদি গবেষণায় বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, পাহাড়ি নারী গোরিলাদের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন খুবই গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। টানা দু'দশকের এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পুরোনো দল ছেড়ে নতুন দলে কোনও নারী গোরিলা গেলেও সে পুরোনো পরিচিত বন্ধুদের খুঁজে নেয় এবং তাদের সঙ্গে আবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করে। থাকতে পারে 'বেঁধে বেঁধে'। দুই বান্ধবীর আড্ডায় উঠে আসে ছোটবেলার গোরিলা জীবনের 'জলছবি, রংমশাল, স্কুলছুটির হজমিরা'। তারা বলে, 'বন্ধু চল রোদ্দুরে মন কেমন মাঠ জুড়ে খেলব আজ ওই ঘাসে তোর টিমে, তোর পাশে।' কিন্তু পুরুষ গোরিলাদের সঙ্গে মেয়েদের প্রেমে পড়া বারণ। কেন, সেটাও উঠে এসেছে গবেষণায়।

গবেষকরা দেখেছেন, নারী গোরিলারা নতুন দল বেছে নেওয়ার সময় আগের সামাজিক অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেয়। যেমন, তারা এমন দলে যেতে চায় না যেখানে তাদের সঙ্গে বড় হওয়া কোনও পুরুষ গোরিলা রাজ্য চালাচ্ছে। সেই কারণেই তো বান্ধবী আমিনার দলে ভিড়লেও সেই দলের পুরুষ গোরিলা মুগিশাকে এড়িয়ে চলে কেজা। এই ভয়ে যে, বলা তো যায় না, হয়তো ওই মুগিশাই তার জন্মদাতা পিতা!

এই গবেষণা চালানো হয় সুইৎজারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই গবেষক এবং 'ডায়ান ফসি গোরিলা ফান্ড'-এর যৌথ উদ্যোগে। গবেষকরা দেখেছেন, নারী গোরিলারা নতুন দল বেছে নেওয়ার সময় আগের সামাজিক অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেয়— যেমন, তারা এমন দলে যেতে চায় না যেখানে তাদের সঙ্গে বড় হওয়া কোনও পুরুষ গোরিলা রাজ্য চালাচ্ছে। সেই কারণেই তো আমিনার দলে ভিড়লেও সেই দলের পুরুষ গোরিলা মুগিশাকে এড়িয়ে চলে কেজা। এই ভয়ে যে, বলা তো যায় না, হয়তো ওই মুগিশাই তার জন্মদাতা পিতা!

গবেষণার প্রধান লেখক ভিক্তুয়ার মার্টিন্যাক বলেন, 'নারী গোরিলারা নিশ্চিতভাবে জানে না কে তাদের বাবা। তাই তারা এমন পুরুষদের এড়িয়ে চলে যাদের সঙ্গে তারা একসঙ্গে বড় হয়েছে, কারণ তাদের আত্মীয় হওয়ার সম্ভাবনা যে বেশি, সেই জ্ঞানটা তাদের টনটনে।'

তবে শুধু চেনাশোনা থাকলেই হল না, কোন প্রেক্ষিতে চেনা সেই সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, তারা অনেক পুরুষ গোরিলাকে চিনলেও শুধু তাদেরই এড়িয়ে চলে যাদের সঙ্গে তারা বড় হয়েছে। অর্থাৎ অতীত নৈকট্যও একটা ব্যাপার!

গবেষণার অন্য লেখক নৃবিজ্ঞানী রবিন মরিসন বলেন, 'নতুন দলে যোগ দেওয়া নারী গোরিলাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, কারণ নতুন দলে তারা সমাজের নীচু স্তর থেকে শুরু করে। সেখানে পুরোনো কোনও পরিচিত নারী বন্ধু থাকলে সেটা মানসিকভাবে অনেক সাহস জোগায়।'

গবেষণায় আরও জানা গিয়েছে, যারা অন্তত পাঁচ বছর একসঙ্গে ছিল এবং শেষ দুই বছরের মধ্যে দেখা হয়েছে, এমন নারীদের সম্পর্ক সবচেয়ে প্রভাবশালী। অর্থাৎ, এই সামাজিক সম্পর্কগুলিতে নিবিষ্ট হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভবিষ্যতে পুরোনো সঙ্গীরা আবার দেখা করতে পারে ও নতুন দলে মানিয়ে নেওয়া সহজ করে তোলে।

মরিসনের কথায়, 'এই গবেষণা আমাদের দেখায়, মানুষের মতো গোরিলারাও বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা ও সামাজিক স্মৃতিকে খুব গুরুত্ব দেয় শুধু তা-ই নয়, একই সঙ্গে তাদের মধ্যেও গভীর আবেগঘন সামাজিক সম্পর্ক তৈরি হয়।'

MIND SCAN
Be Kind to Your Mind
মনোরোগ ও মানসিক স্বাস্থ্য | সাইকোলজি ও কাউন্সেলিং
যৌন অক্ষমতা প্রতিকার | নেশার আসক্তি মুক্তি
ডাঃ স্থিতাম্পতি নস্কর
MBBS, MD (PSYCHIATRY)
হাকিমপাড়া, জুবিলি মার্কেটের বিপরীতে, শিলিগুড়ি
9242 000 242

বিয়ের গাড়িই যেন পক্ষীরাজ

রূপকথার গল্পে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে রাজপুত্তুর আসত পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে। জমিদারি আমলে বিয়ে মানেই ছিল পালকিতে কনে বিদায়। তারপর চার চাকার যুগ অ্যাম্বাসাডর, সুমো, মারুতি থেকে সেডান কিংবা এসইউভিও পুরোনো হয়ে গেল। এখন চাই বিলাসবহুল চার চাকা। বিএমডব্লিউ, রোলস রয়েস, মার্সেডিজ বেঞ্জ। সাত পাকের এই শাশ্বত বাঁধনে হবু বর-বৌদের শখ আহ্লাদের খোঁজ নিলেন **পারমিতা রায়**

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : বিয়ে মানে শুধু আলো ঝলমলে সাজসজ্জা নয়। আজকের দিনে গাড়িও হয়ে উঠেছে বাড়তি গ্ল্যামারের অংশ। ফুলে সাজানো সাধারণ গাড়ি করে বিয়ে করতে যাওয়ার দিন এখন অতীত, সেকেলে। এখন শহরের নবদম্পতিরা চাইছেন বিয়ের দিনটিকে আরও বিশেষ করে স্মরণীয় করে রাখতে অডি, বিএমডব্লিউ, জাগুয়ারের মতো বিলাসবহুল দামি গাড়ি চেপে বিয়ে করতে যেতে।

আবার অনেকের 'উইশলিস্ট'-এ রয়েছে ভিনটেজ, রেট্রো গাড়ি চেপে বৌ আনতে যাওয়া। নতুন ধরনের এই চাহিদা বদলে দিচ্ছে বিয়ের চিত্র। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহরে এই ট্রেন্ডেই এখন মজেছেন পাত্র-পাত্রীরা।

এখন উত্তরবঙ্গের শহরগুলিতে বিয়ের ট্রেন্ডে এসেছে পরিবর্তন। বছর দশেক আগেও বিয়ের শোভাযাত্রা বা বরযাত্রীর গাড়ি মানেই ছিল ফুল দিয়ে সাজানো সাধারণ সেডান বা এসইউভি। এখন সেই জায়গা কেড়ে নিয়েছে নামীদামি ব্র্যান্ডেড বিলাসবহুল গাড়ি।

অডি, জাগুয়ার, ফরচুনার, বিএমডব্লিউ, মার্সেডিজ বেঞ্জের মতো গাড়িই এখন সবথেকে বেশি চাহিদায়। আর এগুলি ভাড়া করতে মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হয়। যেমন রোলস রয়েসের আদলে মডিফায়েড গাড়ির দু'দিনের ভাড়া কম করে পঞ্চাশ হাজার টাকা। অডি, মার্সেডিজ বেঞ্জ, বিএমডব্লিউর মতো গাড়িগুলির ভাড়া প্রায় ২০ থেকে ৩০ হাজারের মধ্যে।

তবে এখন অনেকেই ভিনটেজ গাড়ির খোঁজ করছেন বলে জানাচ্ছেন গাড়ি ভাড়া দেওয়ার সংস্থাগুলি। এক্ষেত্রে চোরাগোপ্তা মডিফায়েড ভিনটেজ গাড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জানা যায়। অনেকে আসল ভিনটেজের স্বাদ নিতে চাইলেও 'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে' হচ্ছে বলে জানাচ্ছিলেন শহরের বাসিন্দা রক্তদীপ চক্রবর্তী।

সামনেই বিয়ে রয়েছে অরুণিমা সরকার ও রাজীব দে-র। রাজীবের গাড়ির প্রতি বড় ভালোবাসা। তাই বিয়ের দিন ঠিক করার আগে তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন বিয়ে করতে গেলে ভিনটেজ গাড়ি করেই যাবেন। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। ইতিমধ্যে বুক করা শেষ তাঁর।

ঠিক তেমনই দেশবন্ধুপাড়ার শুভ্রজ্যোতি অবশ্য ভিনটেজ গাড়ি বুক করার চেষ্টা করেও ডেট পাননি। তাই শেষমেশ মার্সেডিজ বেঞ্জ বুক করতে হল। শুভ্রজ্যোতির কথায়, 'ইচ্ছে ছিল ভিনটেজ গাড়ি চেপে বৌ আনতে যাব। তবে তা হল না। তাই মার্সেডিজ বেঞ্জ বুক করতে হয়েছে।'

শিলিগুড়ির কাজল আহমেদের কাছে এমন অনেক গাড়ির সম্ভার রয়েছে। বিয়ে থেকে শুরু করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর কাছ থেকে অনেকে গাড়ি ভাড়া করেন। তবে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিলাসবহুল এই ধরনের গাড়িগুলির চাহিদা বাড়ছে। শহরের বাইরে অনেক জায়গায় গাড়ি পাঠানো হচ্ছে। শহরের এই ধরনের আরেক সংস্থার কর্মী অর্জুন কুমার বলেন, 'বিলাসবহুল গাড়ি চেপে এখন নিজের বিশেষ দিনকে আরও বিশেষ করতে চাইছেন মানুষ। একটু খরচসাপেক্ষ হলেও শখ মেটাতে পিছপা হচ্ছেন না অনেকেই।'

কথায় বলে, শখের দাম লাখ টাকা। গাড়ি কিনতে না পারলেও হাজার হাজার টাকা দিয়ে দামি গাড়ি চেপে কেউ বিয়ে করতে যাচ্ছেন। কেউ ফিরছেন বৌ নিয়ে। যেমন গত বছর বিয়ে হয়েছে শৌনক সরকারের। মার্সেডিজ বেঞ্জে করে বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। শৌনকের কথায়, 'ইচ্ছে ছিল বিলাসবহুল গাড়ি করে ধুমধাম করে বাড়ির লক্ষ্মীকে নিয়ে আসব। তাই করেছি।' বিয়েতে নামীদামি ডিজাইনারের শাড়ি হোক বা বিলাসবহুল গাড়ি থেকে দুষ্প্রাপ্য ভিনটেজ গাড়ি- বিয়ের ট্রেন্ডে এখন রাজত্ব করছে এই সবই।

শখের জন্য

- বছর দশেক আগেও বিয়ের শোভাযাত্রা বা বরযাত্রীর গাড়ি ছিল ফুল দিয়ে সাজানো সাধারণ সেডান বা এসইউভি
- এখন সেই জায়গা নিয়েছে অডি, জাগুয়ার, ফরচুনার, বিএমডব্লিউ, মার্সেডিজ বেঞ্জের মতো গাড়ি
- এগুলি ভাড়া করতে মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হচ্ছে, যেমন মডিফায়েড গাড়ির দু'দিনের ভাড়া ৫০ হাজার
- অডি, মার্সেডিজ, বিএমডব্লিউর মতো গাড়িগুলির ভাড়া প্রায় ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকার মধ্যে

পতঙ্গবাহিত রোগ রুখতে বৈঠক

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : ডেঙ্গি সহ বিভিন্ন ভেক্টর বর্ন রোগের প্রকোপ এড়াতে আগাম সতর্কতা প্রয়োজন, সেই সংক্রান্ত আলোচনা হল শিলিগুড়ি পুরনিগমে। উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক, পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত সহ অন্যরা। বৈঠকে ল্যাপ্টোস্পাইরা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

সরকারি হিসেব অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ১৯। যদিও অসমর্থিত সূত্রের খবর, সংখ্যাটি আরও বেশি। ল্যাপ্টোস্পাইরা রোগে রাজগঞ্জে একের পর এক আক্রান্তের হদিস মিললেও শিলিগুড়ি শহরে একজনেরই খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে। গৌতমের বক্তব্য, 'ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা এবার অনেক কম। তবুও আমরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি। ল্যাপ্টোস্পাইরা নিয়ে কথা হল। সেদিকেও আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগের দল নজর রাখছে।'

নমুনা সংগ্রহ

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : ভক্তিনগর থানা এলাকায় তরুণ ব্যবসায়ীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় শুক্রবার ফরেন্সিক টিম নমুনা সংগ্রহ করে। প্রতীক আগরওয়াল নামে ওই ব্যবসায়ী নিজের মাথায় গুলি করে আত্মঘাতী হন বলে তদন্তকারীদের অনুমান। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, তাঁর কাছে থাকা আগ্নেয়াস্ত্রের কোনও লাইসেন্স ছিল না। পরিবারের দাবি, কোনও মানসিক চাপেই আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় করে চরম সিদ্ধান্ত নিতে প্রতীক বাধ্য হয়েছিলেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'ওই তরুণ এর আগেও একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জের নাকি অন্য কোনও কারণে ঘটনাটি ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

গাঁজা সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : এসি কোচে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচার করা হচ্ছিল। শিলিগুড়ি জংশন জিআরপি দুই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল। দুজনই বীরপাড়া স্টেশন থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে গাঁজা নিয়ে বর্ধমানে যাচ্ছিলেন। ধৃতদের শুক্রবার বিচার বিভাগীয় হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।

ভ্যানের ধাক্কায় জখম মহিলা

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : টোটোকে ধাক্কা মেরে তড়িঘড়ি পালাতে গিয়ে আরও বিপদ ডেকে আনল একটি পিকআপ ভ্যান। প্রথমে বিদ্যুতের একটি খুঁটিতে, পরে একজন মহিলাকে ধাক্কা মেরে বসল। যদিও ভ্যানটি নিয়ে পালিয়েই যান চালক। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিনয় মোড় সংলগ্ন এলাকায় ওই ঘটনায় পুলিশ পরে ভ্যানটি আটক করলেও চালকের খোঁজ মেলেনি।

ঘটনাটি শুক্রবার দুপুরের। ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে শান্তিনগরের বৌবাজার এলাকা দিয়ে পিকআপ ভ্যানটি যাওয়ার পথে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা পিছু ধাওয়া করলে গতি বাড়িয়ে আরও দ্রুত ছুটতে থাকে ভ্যানটি। তারপর ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিনয় মোড় এলাকায় যেতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ইলেক্ট্রিক পোলে ধাক্কা মারে। পোলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলা ধাক্কা খেয়ে ড্রেনে পড়ে যান। এরপর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান পিকআপ ভ্যানচালক।

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রতুল চক্রবর্তী খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান। আহত মহিলাকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

স্কুলে শিবিরের ভাবনা

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে স্কুলে স্কুলে বেশি করে সচেতনতামূলক শিবির আয়োজনে গুরুত্ব দিল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ। বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা গড়ে তোলার মাধ্যমে মানুষ যাতে ঠিক ও ভুল বিচার করতে পারে সেই লক্ষ্যে শিবিরের আয়োজন করবেন বিজ্ঞানমঞ্চের দার্জিলিং জেলার 'অ্যান্টি সুপারস্টিশন কমিটি'র সদস্যরা। সম্পাদক অর্ণব চক্রবর্তী বলেন, 'পড়ুয়ারা যাতে আরও বেশি যুক্তিবাদী হতে পারে সেইজন্য স্কুলে স্কুলে এই শিবির আয়োজন করা হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষও এই বিষয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।'

অগ্নিকাণ্ডে আতঙ্ক

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : দুটো অগ্নিকাণ্ডে আতঙ্ক ছড়াল সাধারণ মানুষের মধ্যে। শুক্রবার সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন একটি নার্সিংহোমের ছাদে আগুন লাগে। এদিনই বাগডোগরায় একটি ভাতের হোটেলে আগুন লেগেছিল। দুটো ক্ষেত্রেই দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন ওই নার্সিংহোমের ছাদে বসানো সোলার প্যানেল থেকে আগুনের ফুলকি বের হতে দেখা যায়। খবর পেয়ে আসে দমকলের ইঞ্জিন ও পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। নার্সিংহোমে মজুত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়েই অবশ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। অভিযোগ, ছাদের ওপর টিন লাগিয়ে নীচে কয়েকটি গ্যাস সিলিন্ডার রাখা হয়েছিল। কর্মীদের জন্য সেখানে রান্না হত। ছাদে টিন লাগানোর অনুমতি রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তদন্ত চলছে, জানিয়েছেন এক দমকল কর্তা। অন্যদিকে বাগডোগরায় হোটেলে রান্না করার সময় আচমকাই সিলিন্ডারের পাইপ থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে, দাবি কর্মীদের। ঘটনায় একজন আহত হন। দমকলের ইঞ্জিন ও বাগডোগরা থানার পুলিশ পৌঁছায় সেখানে।

স্মারকলিপি

ইসলামপুর, ২২ অগাস্ট : একাধিক দাবিতে শুক্রবার ইসলামপুর টাউন লাইব্রেরি থেকে মিছিল শুরু করে ইসলামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি দেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনির উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সদস্যরা। মোট ১৩ দফা দাবি নিয়ে এদিন স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের জেলা সম্পাদক উত্তম গুহ বলেন, 'আমাদের দাবি পূরণ না হলে আগামীতে এই কর্মসূচি জেলার প্রত্যেকটি মহকুমা শাসক ও বিডিও অফিসে নিয়ে যাওয়া হবে।' মহকুমা শাসকের পাশাপাশি ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপারের কাছেও বিশেষভাবে সক্ষমদের অধিকার পেতে সংগঠনের তরফে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

নালার ময়লা রাস্তায়, দুর্ভোগ শান্তিনগরে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : ড্রেনের আবর্জনা সরিয়ে রাখা হয়েছে রাস্তার ওপরেই। আর বৃষ্টির জলে সেই আবর্জনা ও কাদায় ভরে উঠেছে গোটা রাস্তা। শান্তিনগর মেইন রোডে বর্তমানে এমনই অবস্থা। একদিকে গাড়ি পিছলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা, অন্যদিকে আবর্জনার দুর্গন্ধে সেখানে টেকা দায় স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের।

বৃহস্পতিবার ড্রেন থেকে আবর্জনা তুলে রাখা হয় ড্রেনের পাশেই। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এমনিতেই আবর্জনা ফেলার জন্য ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কোনও ব্যবস্থা নেই। বৃহস্পতিবার রাতের বৃষ্টিতে সেই আবর্জনা গোটা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। স্কুটি, বাইক, চারচাকা চালাতে গিয়ে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় চালকদের।

> দিন হয়ে গেল। এরপরেও যদি এভাবে আবর্জনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে আর বৃষ্টির জলে মিশে গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তবে তা খুবই দুঃখজনক। অসুখও ছড়াতে পারে এভাবে।
>
> **নৃপেন রায়**
> স্থানীয় বাসিন্দা

এলাকার ব্যবসায়ী সুবল দাস বলছিলেন, বৃহস্পতিবার রাতে রাস্তাজুড়ে কাদা জমে ছিল। রাতে অন্ধকার থাকায় পথ চলাই দায় হয়ে ওঠে। শুক্রবারও সকাল থেকে এলাকাজুড়ে নালা সাফাইয়ের কাজ হয়। একইভাবে রাস্তাজুড়ে ফের আবর্জনা জমা হয়। শুক্রবারের বৃষ্টির পরেও একই অবস্থা হয় এলাকায়।

আরও এক ব্যবসায়ী সুজিত বসাক বলছিলেন, 'ফাঁকা জায়গা তো রয়েছে সেগুলো ছেড়ে কেন রাস্তাজুড়ে আবর্জনা ছড়িয়ে রাখা হচ্ছে? দুর্গন্ধের জন্য ব্যবসা করা যাচ্ছে না। ক্রেতারা রাস্তার অবস্থা দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছেন। যাঁরা আসছেন, তাঁরাও ব্যাপক সমস্যায় পড়ছেন। ভোগান্তি তো ব্যবসায়ীদেরই হচ্ছে।'

নালার আবর্জনা রাস্তায়। -সংবাদচিত্র

স্থানীয় বাসিন্দা নৃপেন রায় বলছিলেন, 'দু'দিন হয়ে গেল। এরপরেও যদি এভাবে আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে আর বৃষ্টির জলে মিশে গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তবে তা খুবই দুঃখজনক। অসুখও ছড়াতে পারে এভাবে।'

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আবর্জনা ফেলার জন্য ডাবগ্রাম-২'তে নির্দিষ্ট কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড নেই। তাই এখন এলাকার ড্রেন থেকে আবর্জনা তুলে সেখানেই রাখা হচ্ছে। কাজ শেষ হলে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য সেগুলো অন্যত্র কোথাও ফেলার ব্যবস্থা করবেন।'

কেন কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই এভাবে বৃষ্টির দিনে আবর্জনার স্তূপ তুলে গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তার ওপরেই রেখে দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে।

বাসস্ট্যান্ডের শোচনীয় দশা, প্রশ্ন তিনবাত্তিতে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে শিলিগুড়ির তিনবাত্তি মোড় সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হয়েছিল বাসস্ট্যান্ড। কিন্তু সেই বাসস্ট্যান্ডজুড়ে রয়েছে নেশাগ্রস্তদের দাপট। যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে নেশার সামগ্রী। বাসস্ট্যান্ডে থাকা শৌচালয়ের অবস্থাও শোচনীয়। সীমানা প্রাচীরটিও রাতের অন্ধকারে কেউ ভেঙে দিয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাসস্ট্যান্ডটির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'আমি জেলা শাসককে এই বিষয়ে বৈঠক করার জন্য বলেছি।'

শুক্রবার ওই বাসস্ট্যান্ডে যেতেই অব্যবস্থার ছবি সামনে এসেছে। স্ট্যান্ডে ঢোকার মুখে থাকা উন্মুক্ত গেটের একাংশ ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। ভেতরে ঢুকতেই দেখা গিয়েছে, স্ট্যান্ডের চারদিক আগাছায় ভরে গিয়েছে। বাস বেঞ্চগুলি ভগ্নদশায় রয়েছে। স্ট্যান্ডের দুইপাশে থাকা বাতিগুলি লাগানো নেই। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি নজরে পড়ল স্ট্যান্ডের একপাশে থাকা দুটি শৌচালয়ের। দুই শৌচালয়ের মাঝখানেই দুটো বেসিন লাগানো হয়েছিল। সেই দুটো বেসিন এখন আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। নলগুলি ভেঙে গিয়েছে। বেসিনের পেছনে নেশার বেশকিছু সামগ্রী জমে রয়েছে। এরমধ্যে জমে রয়েছে আবর্জনা।

বাসস্ট্যান্ডের এই পরিস্থিতি দেখে রীতিমতো হতাশ এলাকার বাসিন্দা পারিজাত দাস। তাঁর কথায়, 'বেসরকারি বাস মালিকরা বেঁকে বসার পর থেকেই বাসস্ট্যান্ডের সফলতা কতটা আসবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এত টাকা খরচ করার পর এখন যেভাবে এই স্ট্যান্ডটি নেশাগ্রস্তদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে, সেটি রীতিমতো আশঙ্কার। সীমানা প্রাচীরের দেয়াল ভেঙে যাওয়ায় জায়গাটি দখল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।' স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রশাসনের উচিত বাসস্ট্যান্ডটি চালু করা কিংবা অন্য কোনও কাজে ব্যবহারের জন্য ভাবা। নইলে এই বাসস্ট্যান্ডটিকে ঘিরেই সমস্যা আরও বহুগুণ বেড়ে যাবে।

কোর্ট মোড় থেকে বাস তিনবাত্তি মোড়ের স্ট্যান্ডে নিয়ে আসার ব্যাপারে প্রথমদিকে বেসরকারি বাস মালিকরা রাজি ছিলেন না। শেষপর্যন্ত বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। ২০২৩ সালের ২০ নভেম্বর পুরনিগমের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের এই বাসস্ট্যান্ডটির উদ্বোধন হয়েছিল। বেসরকারি কোনও বাস না এলেও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের খড়িবাড়ি, পানিট্যাঙ্কির মতো লোকাল কিছু রুটের বাস দিয়েই ওই বাসস্ট্যান্ড শুরু হয়। পরবর্তীকালে সেই পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়ে। নিগমের বাস পরিষেবা ৩ মাস আগে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর অলিখিতভাবে 'বন্ধ' হয়ে যায় বাসস্ট্যান্ড।

রংদার

কুকথা

জীবন ক্রমশই জটিল হচ্ছে, আমরাও নিজেদের সংযম হারাচ্ছি। মাঝেমধ্যেই এমন কিছু বলে ফেলছি, যা খুবই খারাপ হয়েছে বলে পরে উপলব্ধি করে আফসোসের একশেষ। কেউ কেউ অবশ্য এ কথা বলে আনন্দে ভাসেন। তবে এই যে আজেবাজে কিছু বলে ফেলা, এটা আমাদের আজকের রোগ নয়, বহুদিনের। তাড়ানোর বহু চেষ্টা হলেও এ রোগ যেন যাওয়ারই নয়। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তার আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়া।

প্রচ্ছদ কাহিনী শুভময় সরকার, প্রসূন শিকদার, অভিষেক বোস
ছোটগল্প বিমল দেবনাথ
ট্রাভেল ব্লগ শান্তনু চক্রবর্তী
কবিতা সেবন্তী ঘোষ, সুশীল মণ্ডল, প্রাণজি বসাক, প্রীতিলতা চাকী নন্দী, শ্রেয়সী সরকার, পার্থসারথি চক্রবর্তী, মুহাম্মদ ইব্রাহিম

হেলথকেয়ার সামিটে গুচ্ছ প্রস্তাব

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ফেরাতে সরকারি ও বেসরকারি, দুই পক্ষ হাতে হাত মিলিয়ে চলার পক্ষে সওয়াল করল নর্থবেঙ্গল হেলথকেয়ার সামিটে। বেসরকারি মেডিকেল এবং প্যারামেডিকেল কলেজ নির্মাণ, জনসংখ্যার নিরিখে আরও আধুনিকমানের হাসপাতাল তৈরির দাবি উঠল। তবে, উত্তরের মানুষের মধ্যে উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার প্রবণতা এদিনের সামিটে সবথেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। একাধিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কর্মকর্তার দাবি, শিলিগুড়িতে এখন উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা মিলছে।

চিকিৎসকদের মতে, রোবোটিক সার্জারি, চিকিৎসা ক্ষেত্রে এআই-য়ের ব্যবহার এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মতো উন্নত ব্যবস্থা উত্তরবঙ্গে হওয়া উচিত। সামিটের হেলথকেয়ার প্যানেলের চেয়ারম্যান ডাঃ শেখর চক্রবর্তী বলেছেন, 'শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে চিকিৎসা ব্যবস্থা গত ১০ বছরে অনেকটা উন্নত হয়েছে। আরও ভালো হবে। এদিনের আলোচনায় যে সমস্ত বিষয় উঠে এল, সেসব রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে।' স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরবঙ্গের সহ অধিকর্তা ডাঃ পুরণ শর্মাও বেসরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে মিলে পরিষেবা দেওয়ার ওপর জোর দেন। তাঁর কথায়, 'এখানকার সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে। জেলায় জেলায় খাদ্য সুরক্ষায় নজর দিতে ফুড সেফটি মোবাইল ভ্যান দেওয়া হয়েছে।' রোগভোগ কমাতে স্বাস্থ্যবিধির ওপর জোর দিয়েছেন ওই স্বাস্থ্যকর্তা। বিশিষ্ট নিউরোসার্জন ডাঃ মলয় চক্রবর্তীর পরামর্শ, 'অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড এবং মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত সকলের।'

শুক্রবার শিলিগুড়িতে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের (আইসিসি) উদ্যোগে নর্থবেঙ্গল হেলথকেয়ার সামিট হল। মাল্লাগুড়ির বিলাসবহুল হোটেলে আয়োজিত সামিটে অম্বুজা নেওটিয়া গোষ্ঠীর এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর পার্থিব নেওটিয়ার আশ্বাস, 'উত্তরবঙ্গের বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, বিশেষ করে শিলিগুড়িতে এখন চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নত। আগামীদিনে আরও আধুনিকমানের চিকিৎসা পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের গ্রুপের।' পাম পার্ক হাসপাতালের ডিরেক্টর ডাঃ প্রিন্স পারেখ শিলিগুড়িতে আধুনিকমানের হাসপাতাল তৈরির জন্য দেশের নামী স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে আহ্বান জানিয়েছেন।

হেলথকেয়ার সামিটে উপস্থিত মণিপাল হাসপাতাল গোষ্ঠীর ভাইস প্রেসিডেন্ট মধুর গোপালের মতে, 'সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রোগী পরিষেবায় ডিজিটাল মাধ্যমে জোর দিতে হচ্ছে। একজন রোগী চিকিৎসকের কাছে বা হাসপাতালে আসার আগে একাধিক হাসপাতালের ওয়েবসাইট ঘুরে তথ্য খতিয়ে দেখছেন। এআইয়ের ব্যবহার হচ্ছে। তাই সবাইকে প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলাতে হবে।'

আলোচনা সভায় ছিলেন ডাঃ প্রেম দোরজি ভুটিয়া। তিনি বলেন, 'আমরা রোগীদের শিলিগুড়িতে চিকিৎসা না করালে কলকাতায় যেতে বলি। কিন্তু তাঁরা সেখানে না গিয়ে চেন্নাইতে যাচ্ছেন।' সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব নেওটিয়া দাবি করেন, 'উত্তরবঙ্গ থেকে এখন প্রচুর মানুষ কলকাতায় চিকিৎসা করাতে যান। তাই সবাই দক্ষিণ ভারতে যাচ্ছেন, এটা হয়তো ঠিক নয়।' তবে, দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার প্রবণতা যে আটকানো যাচ্ছে না, সেই কথা বারবার উঠে এসেছে আলোচনায়।

প্রশ্ন ওঠে স্বাস্থ্যবিমা সংস্থার ভূমিকা নিয়ে। বেসরকারি হাসপাতালের কর্তাদের দাবি, শিলিগুড়িতে কোনও রোগীর চিকিৎসা করে বিল তৈরির পর বিমা কর্তৃপক্ষ ২০-২৫ হাজার টাকার বেশি দিতে রাজি হয় না। অথচ একই চিকিৎসায় দিল্লি, মুম্বই বা অন্য বড় শহরে লক্ষ লক্ষ টাকা মেটাচ্ছে বিমা সংস্থা।

হেলথকেয়ার সামিটের সাফল্য নিয়ে ডাঃ শেখর চক্রবর্তীর ব্যাখ্যা, 'উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নতমানের করতে গেলে সরকার ও বেসরকারি উভয়পক্ষকে একজোট হতে হবে। এখানে আরও প্যারামেডিকেল কলেজ তৈরি করে নার্স সহ অন্য স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা বাড়ানো দরকার। নতুন নতুন হাসপাতাল গড়ে তোলার প্রসঙ্গও উঠে এসেছে।'

সামিটে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ কল্যাণ খান, আইসিসি'র উত্তরবঙ্গের চেয়ারম্যান উমঙ্গ মিত্তাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

হাত মেলানোর বার্তা

নর্থবেঙ্গল হেলথকেয়ার সামিটে প্রদীপ প্রজ্বলন অনুষ্ঠান।

শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে চিকিৎসা ব্যবস্থা গত ১০ বছরে অনেকটা উন্নত হয়েছে। আরও ভালো হবে। এদিনের আলোচনায় যে সমস্ত বিষয় উঠে এল, সেসব রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে।

ডাঃ শেখর চক্রবর্তী
সামিটের হেলথকেয়ার প্যানেলের চেয়ারম্যান

হাল ফিরছে না জাতীয় সড়কের

নতুন রাস্তার দাবি সিকিমের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : আবহাওয়া অনুকূল জাতীয় সড়ক চাইছে সিকিম। সমতলের সঙ্গে সিকিম পাহাড়ের সড়ক যোগাযোগ রক্ষায় প্রয়োজনে টানেল রোড তৈরি করা হোক, কেন্দ্রীয় সরকারকে এমনই প্রস্তাব দিল প্রেম সিং তামাংয়ের সরকার। কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করিকে এই সংক্রান্ত চিঠি পাঠিয়েছেন সিকিমের সড়ক ও সেতুমন্ত্রী নরবাহাদুর দাহাল। কেন সব ধরনের আবহাওয়া অনুকূল সড়ক প্রয়োজন, তার ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে। প্রায়দিন জাতীয় সড়কটি বন্ধ থাকায়, সিকিমে তার প্রভাব কেমন পড়ছে, বিস্তারিতভাবে তাও উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে। নরবাহাদুরের বক্তব্য, 'দিনের পর দিন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে। রাস্তা খোলা থাকলেও অধিকাংশ সময় ভারী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় খাদ্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। ওষুধের জোগানের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

সমতলে শিলিগুড়ি ও সিকিমের মধ্যে চলাচলের ক্ষেত্রে বর্তমানে রাস্তার সংখ্যা কম নেই। দার্জিলিং হয়ে যেমন চলাচল করা যায়, তেমনই ডুয়ার্স হয়েও যাতায়াত সম্ভব। কিন্তু ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের মতো সরাসরি সড়ক যোগাযোগ নেই কোনও রাস্তার ক্ষেত্রেই। যে কারণে জাতীয় সড়কটি সিকিমের লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত।

কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে জাতীয় সড়কটি দিয়ে চলাচল দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তার ওপর তিস্তার জল উঠে যাওয়া, একাধিক জায়গায় ভূমিধস বা পাহাড় থেকে বোল্ডার গড়িয়ে পড়া আকছার ঘটছে। বেহাল রাস্তার হাল না ফেরায় বারবার প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত দপ্তরকে। কিন্তু দায়িত্ব পাওয়ার এক বছর হতে চললেও ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের হাল ফেরাতে পারেনি ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল)। চলতি বর্ষায় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে, জাতীয় সড়কটি দিয়ে যতদিন যান চলাচল করছে, কার্যত তার থেকে বেশিদিন বন্ধ থাকছে রাস্তাটি। ফলে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কালিম্পংয়ের পাশাপাশি সিকিমকে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে পূর্ত দপ্তরের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা এনএইচআইডিসিএল-কে দায়িত্ব দেওয়ার দাবি তুলেছিলেন সিকিমের সাংসদ ইন্দ্র হাং সুব্বা। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের মতো তিনিও গড়করির দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু এক বছরের মাথায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল দশা তুলে ধরে নতুন রাস্তা চেয়ে গড়করিকে চিঠি পাঠালেন সিকিমেরই সড়ক ও সেতুমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বর্তমান পরিস্থিতি, বেহাল রাস্তার জন্য সিকিমের কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ছে, কেন সমস্ত ধরনের আবহাওয়া নির্ভর রাস্তা প্রয়োজন, সমস্তকিছুই উল্লেখ করেছেন নরবাহাদুর। সিকিমের ভৌগোলিক অবস্থানের কথা তুলে ধরে জাতীয় স্বার্থের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন।

একনজরে

দিনের পর দিন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত কালিম্পং ও সিকিম

খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে সিকিমে, জোগান কমছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ওষুধের

সমস্ত ধরনের আবহাওয়া নির্ভর রাস্তার দাবিতে গড়করিকে চিঠি নরবাহাদুরের

আগ বাড়িয়ে চা

প্রথম পাতার পর

এক্ষেত্রে এগিয়ে আরেকটি চা বণিকসভা টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (টিপা)-এর চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসলের কথায়, 'বাগানগুলি ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার পরিস্থিতিতে আদৌ রয়েছে কি না, তা নিয়েই সংশয় রয়েছে।'

উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের ইতিহাসে আগ বাড়িয়ে রাজ্য সরকার বোনাসের হার ঠিক করে দিচ্ছে– এরকম কোনও নজির অতীতে নেই। এরকম একতরফা ঘোষণার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। প্রতিটি চা বাগান এই পরামর্শ মানবে কি না, তার নিশ্চয়তাও নেই বলে আলোচনা শুরু হয়েছে। সিপিএম প্রভাবিত চা শ্রমিক সংগঠন চিয়া কামান মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি সমন পাঠক কার্যত সরকারকে আগাম সতর্ক করেছেন।

তাঁর কথায়, 'রাজ্য সরকারের পরামর্শ মেনে যদি কোনও মালিকপক্ষ ২০ শতাংশ হারে বোনাস দিতে না চাইলে আন্দোলন হবে এবং তার পুরো দায় রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে।' পুজোর দেড়-দু'মাস আগে থেকে প্রতি বছর চা শিল্পে বোনাস নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। প্রথমে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। তাতে নিষ্পত্তি না হলে শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। বেশ কয়েকবার বৈঠকে রফাসূত্র ঠিক করাই ছিল এতদিনের প্রচলিত ব্যবস্থা।

সেই ব্যবস্থা ভেঙে এবার রাজ্য সরকারই বোনাসের হার নির্ধারণ করে দিল। এতে রাজ্য সরকার এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইল বলে মনে করা হচ্ছে। প্রথমত, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটাই শেষ পুজো বোনাস বলে চা শ্রমিকদের কাছে অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়টির গোড়াতেই সরকার নিষ্পত্তি করে দিয়ে তৃণমূলের 'ডিভিডেন্ড' তোলার রাস্তা পরিষ্কার করে রাখল। দ্বিতীয়ত, বিরোধীদের হাতিয়ারকে আগেভাগেই ভোঁতা করে দেওয়া হল। শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শ্রমিকদের বোনাস দেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ করে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মাসিক বেতনের কর্মচারীদের বোনাসের ঊর্ধ্বসীমা গতবারের মতোই রাখা হয়েছে। চা শ্রমিকদের কাছে মেঘ না চাইতেই জলের মতো এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে।

ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নকুল সোনার বলেন, 'রাজ্য সরকার যেভাবে এককলমায় সবকিছুর সমাধান করে দিল, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ হয়েছে।' বিরোধী শ্রমিক সংগঠনগুলি নিজ নিজ রাজনৈতিক লাইন অনুযায়ী মন্তব্য করেছে। বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনোজ টিগ্গার ভাষায়, '২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবি আমাদের প্রথম থেকেই। মালিকদের সেটা মানতেই হত। রাজ্যের এই এগিয়ে আসার পেছনে যে ভোট রাজনীতি তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।' তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের দাবি, শ্রম দপ্তর ন্যূনতম মজুরি নিয়েও এরকম পরামর্শ দিক। পিএফ ও গ্র্যাচুইটি বকেয়া ফেলে রাখার জন্য বাগান মালিকদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি পদক্ষেপ করুক। চা শ্রমিক ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম শীর্ষ নেতা তথা সিটুর রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলম বলছেন, 'গত বছর দিকে দিকে মহিলা শ্রমিকদের রণংদেহি চেহারা দেখে রাজ্য সরকারের বাঁচার অন্য কোনও রাস্তা ছিল না।'

তবে তাঁর দাবি, ১৫ সেপ্টেম্বর নয়, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বোনাস দিতে হবে। নয়তো পুজোর বাজার করার জন্য হাট পাবেন না শ্রমিকরা। এই দাবিতে প্রত্যেক বাগানে বিক্ষোভ হবে। তবে শেষপর্যন্ত ২০ শতাংশ হারে বোনাস হলে উত্তরবঙ্গের বাজারে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ঢুকবে বলে বণিক মহল আশা করছে। তার সঙ্গে ক্ষুদ্র, নতুন ও প্রোজেক্ট চা বাগানগুলির বোনাস ধরা হলে ওই পরিমাণ ৭০০ কোটি টাকায় পৌঁছাতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

গ্রেপ্তার ১

কিশনগঞ্জ, ২২ অগাস্ট : কিশনগঞ্জ জেলার নেপাল সীমান্তের পর্বতভাঙ্গা থানা এলাকার অলোয়ারবাধা গ্রামের একটি ইন্টারনেট ক্যাফে থেকে পুলিশ ২০টি ভুয়ো রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ সুপার সাগর কুমার শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, এই দোকানের মালিক অজয় সাহাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর ইন্টারনেট ক্যাফে থেকে ভুয়ো রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট বানানো হত। এবিষয়ে দিঘলব্যাংক ব্লকের ভূমি ও রাজস্ব আধিকারিক পরিমা গীতিকা জেলা প্রশাসনের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এই ব্লকের বিডিওর ডিজিটাল স্বাক্ষরিত চারটি ভুয়ো রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট ধরা পড়েছে।

অনুপ্রবেশ-অস্ত্র

প্রথম পাতার পর

মোদির ভাষায়, 'শিক্ষক নিয়োগ মামলায় গ্রেপ্তারের পরেও পদ ছাড়তে চাননি। তৃণমূলের আরেক মন্ত্রী র‍্যাশন দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হয়েও মন্ত্রিত্ব ছাড়েননি। এঁদের কি সরকারি পদে থাকার অধিকার আছে?'

মন্ত্রীরা জেলে গেলে পদ খারিজ করার জন্য কেন্দ্রের সংবিধান সংশোধনী বিলে আপত্তি জানিয়েছে বিরোধীরা। সেজন্য তুলোধোনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ড্রাইভার বা সাফাই কর্মচারী যিনিই হোন, যদি জেলে ৫০ ঘণ্টা থাকেন তাহলে তাঁর চাকরি চলে যায়, সাসপেন্ড হতে হয়। কিন্তু কোনও মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর জন্য কোনও আইন নেই কেন?' নাম না করে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রসঙ্গ আসে তাঁর ভাষণে। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী জেলে গিয়েও জেল থেকে সরকার চালাবে! এটা কি জনগণের সঙ্গে প্রতারণা নয়? এটা লোকতন্ত্রের অপমান। মোদি শুধু মুখ্যমন্ত্রীকে নয়, প্রধানমন্ত্রীকেও এর মধ্যে রাখতে চায়।' পালটা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'বিজেপি ২৫ জন নেতাকে টার্গেট করেছিল। তাঁদের মধ্যে ২৩ জনই বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর ক্লিনচিট পেয়েছেন। বোঝাই যাচ্ছে বিজেপির আসল লক্ষ্য কী?' ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের জন্য মোদি স্লোগানও ঠিক করে দিয়ে গেলেন। একবার বললেন, 'তৃণমূল সরাও, বাংলাকে বাঁচাও।' আরেকবার বললেন, 'বাঁচতে চাই, তাই বিজেপিকে চাই।' জানালেন, বিজেপি যদি ক্ষমতায় আসে, তবে কী উন্নয়ন করা হবে, তারও রোড ম্যাপ ঠিক করা আছে। তাঁর কথায়, 'যতদিন তৃণমূল সরকার থাকবে, ততদিন উন্নয়ন থমকে থাকবে।' অনুপ্রবেশ রোখার মতো উন্নয়নের জন্যও ভোটের এক বছর আগে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আর্জি জানিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী।

তিন পান্ডা।। প্রথম জন্মদিনের সেলিব্রেশন। জার্মানির একটি চিড়িয়াখানায়।

বাইকে দেশ ঘুরে সচেতনতা

কিশনগঞ্জ, ২২ অগাস্ট : উত্তরপ্রদেশের মিরাট থেকে বাইকে ভারতভ্রমণে বেরিয়েছেন বছর তেইশের তরুণী তাপসী উপাধ্যায়। তাঁর লক্ষ্য জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল, মানব পাচার রোধ, মহিলাদের উন্নয়ন, পশু নিগ্রহ রোধের মতো একাধিক বিষয়ে নানা অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো। বৃহস্পতিবার তাপসী কিশনগঞ্জ পৌঁছান। তাঁকে স্থানীয় খাগড়ার সার্কিট হাউসে বরণ করা হয়। এদিন সার্কিট হাউসে তিনি বলেন, 'দেশজুড়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিই আমার উদ্দেশ্য। এভাবেই আমি দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে যেতে পারি।'

পাইপ ফাটিয়ে তাপ্পি

প্রথম পাতার পর

বড়ধরনের সমস্যা হলে তবেই পুরনিগমকে জানাবে তারা। অভিযোগ, বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি পুরনিগমকে কিছুই জানাচ্ছে না। কাজ করতে গিয়ে একাধিক এলাকায় পানীয় জলের পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারপর মেরামতির নামে প্লাস্টিক কিংবা দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হচ্ছে। এরপর যখন ওই পাইপলাইন দিয়ে পানীয় জল সরবরাহ হয়, তখন চাপ লেগে বাঁধন খুলে বেরিয়ে আসে জল। কোথাও কোথাও তো রীতিমতো ফোয়ারার মতো জল বেরিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে পথচারীদের।

শুক্রবার ঠিক যেমনটা হয়েছে কলেজপাড়ায়। খবর পেয়ে পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের তরফে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তারপর সারানো হয় পাইপলাইনটি। এর আগে হিলকার্ট রোডে একই দিনে ছয় জায়গায় পাইপ ফেটে জল বের হতে দেখা গিয়েছে। বাড়তি কর্মী নামিয়ে কাজ করাতে হয়েছিল সেসময়। পানীয় জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছিল। এধরনের ঘটনা ঘটছে আকছার।

দপ্তরের আধিকারিকরা ক্ষুব্ধ। একেই চাহিদার তুলনায় কম জল পাওয়া যাচ্ছে, তার দোসর হয়েছে পাইপ ফেটে যাওয়া। এভাবে সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়া মুশকিল হচ্ছে, দাবি বাস্তুকারদের।

স্ত্রীকে খুন

প্রথম পাতার পর

অলিগলিতে রমেশকে খুঁজতে শুরু করে। মোটর সাইকেল নিয়ে প্রত্যন্ত এলাকাতেও খোঁজ শুরু করে পুলিশ। প্রায় ছয় ঘণ্টা পর দুপুর নাগাদ দোমোহনি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়ুইপাড়া এলাকায় একটি বাঁশঝাড়ের মধ্যে রমেশের খোঁজ মেলে। রমেশের হাতে প্লাস্টিকে মোড়া অবস্থায় দীপালির দেহাংশ উদ্ধার হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়ার পরেও ভাবলেশহীন অবস্থায় ছিলেন রমেশ। দেহাংশগুলি পুলিশকে দিতে চাইছিলেন না তিনি। এমনকি পুলিশের জেরাতেও অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছিলেন তিনি। ঘটনার তদন্তে ময়নাগুড়ি থানায় আসেন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সমীর আহমেদ ও ডিএসপি (ক্রাইম) শান্তিনাথ পাঁজা।

স্থানীয় সূত্রে ও পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে রমেশের মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্য না থাকলেও রমেশের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল সুমধুর। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, স্ত্রীকে সবসময় আগলে রাখতেন রমেশ। কিন্তু সেই রমেশই এমন নৃশংস কাজ কেন করলেন, তা ভেবে পাচ্ছেন না বাসিন্দারা। রমেশের এক বিবাহিত মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছেন। মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে ব্যাংকান্দি গ্রামে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন মেয়ে উদয়িনী রায়। উদয়িনী বলেন, 'বাবার জন্য মায়ের এমন পরিণতি মেনে নিতে পারছি না।' রমেশের ছেলে বিক্রম রায় সিকিমে মিস্ত্রির কাজ করেন। ঘটনার খবর শুনে বিক্রমও বাড়ি চলে আসেন। স্থানীয়রা জানান, চরম অভাবে দিন কাটলেও রমেশ তেমন কোনও কাজ করতেন না। তাঁর বাড়িতে বেশ কয়েকটি কলা গাছ রয়েছে। সেই গাছের কলা ও মোচা বিক্রি করে সামান্য কিছু আয় করতেন। বাকি সময় বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে মাছ ধরে তা বিক্রি করে সামান্য উপার্জন করতেন। আশি ছুঁইছুঁই রমেশের মা পরমেশ্বরী অভাবের কারণেই ছেলের সঙ্গে না থেকে বাড়ির কাছেই মেয়ে মনেকা রায়ের শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। এদিনের ঘটনায় বাকরুদ্ধ সবাই।

এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য তথা ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নীলিমা রায় বলেন, 'ঘটনার জেরে গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। মানুষের আতঙ্ক দূর করতে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে প্রচার চালাব।'

সীমান্তের কাছে জামাতের বিক্ষোভ

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২২ অগাস্ট : বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনকালে নিষিদ্ধ ইসলামি জামাত সংগঠন এখন সীমান্তবর্তী এলাকায় খোলামেলা সভাসমাবেশের আয়োজন করছে। শুক্রবার দহগ্রাম অঙ্গারপোঁতায় বিক্ষোভ সংগঠিত হয়।

দহগ্রাম অঙ্গারপোঁতা বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটি এলাকা। বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের এলাকা থেকে দহগ্রাম অঙ্গারপোঁতায় পৌঁছানোর একমাত্র পথ হল ভারতের তিনবিঘা করিডর। জামাতিদের পরিকল্পনা ছিল, ওই পথেই এদিন মিছিল করে দহগ্রাম অঙ্গারপোঁতা যাওয়া হবে। কিন্তু বিএসএফ তা হতে দেয়নি। তবে মিছিল না হলেও বিক্ষোভ হতে দেখা যায়, বাংলাদেশি নাগরিকরা করিডরের ওপর দিয়ে টোটো, ছোট গাড়িতে ওই এলাকার উদ্দেশে রওনা হচ্ছে। এপ্রসঙ্গে বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের এক আধিকারিক জানান, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় অতিরিক্ত জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছিল। যে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিএসএফ প্রস্তুত।

২০১০ সালের শান্তি চুক্তির পর ভারত এই করিডরটি বাংলাদেশি নাগরিকদের ২৪ ঘণ্টা যাতায়াতের জন্য সুবিধা দিচ্ছে। এদিনের বিক্ষোভ সংগঠিত হওয়ার আগেই ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা খবর পেয়েছিল যে, বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে জামাতিরা তিনবিঘা করিডর ব্যবহার করে সভায় অংশ নেবে। তাই বিএসএফ করিডর এলাকায় সকাল থেকে নিরাপত্তা জোরদার করে। পুলিশের পক্ষ থেকেও অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়া হয়। এদিকে তিনবিঘা করিডর ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকলেও দহগ্রাম অঙ্গারপোঁতা থেকে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে যাওয়ার বিষয়ে কিছু নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেমন ভারী ট্রাক চলাচল, গোরু নিয়ে যাওয়া, করিডরের দুইপাশে সেনাছাউনি নির্মাণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ। জামাতিরা এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবিতেই এদিন সভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। তবে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শুধু যাতায়াত নয় খোলা সীমান্ত এলাকায় জামাতিদের বাড়বাড়ন্ত ভারতের নিরাপত্তার জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ। তাই বিএসএফ এবং ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার এবিষয়ে বিশেষ নজরদারি চালানো উচিত। বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে সীমান্তবর্তী এলাকা ও করিডর ব্যবহার করে নিষিদ্ধ সংগঠনের এমন উপস্থিতি ভারতের নিরাপত্তার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

তিনবিঘা করিডরকে ব্যবহার করছে নিষিদ্ধ সংগঠন

মাটির ভাঁড় খুইয়ে স্বপ্নভঙ্গ পিংকির

শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : মেয়ের বিয়ের জন্য গয়না কিনতে তিল তিল করে মাটির ভাঁড়ে টাকা জমাচ্ছিলেন ফুলবাড়ি (২) গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা পিংকি রায়। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর জীবনে দুঃস্বপ্ন নেমে এল। চুরি গিয়েছে তাঁর মাটির ভাঁড়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পিংকির একটাই প্রার্থনা, 'ওই ভাঁড়ে থাকা টাকা ফিরিয়ে দিন।'

সংসারের অভাব থাকা সত্ত্বেও চা দোকানে কাজ করে আয়ের কিছুটা অংশ মাটির ভাঁড়ে জমানো শুরু করেছিলেন পিংকি রায়। প্রায় কুড়ি হাজার টাকার মতো পিংকি তাঁর 'স্বপ্ন'-র ভাঁড়ে জমিয়েও ফেলেছিলেন। যদিও বৃহস্পতিবার রাতে দুঃস্বপ্ন নেমে এল পিংকির জীবনে।

গভীর রাতে চোর হানা দেয়। সেই সময় নাতনিকে নিয়ে শুয়েছিলেন পিংকির শাশুড়ি। অন্য ঘরে ছিলেন পিংকি। শাশুড়ির চিৎকার শুনে তিনি ছুটে আসেন। কিন্তু অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। চুরি করে চোর জানলা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। ঘরে এসে বাতি জ্বালাতেই যেন অন্ধকার নেমে এল পিংকির চোখে। শোকেসের ভেতরে থাকা জামাকাপড় সব মাটিতে পড়ে রয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখেন, তাঁর সেই মাটির ভাঁড় নেই। শোকেসের ভেতরে সেই ভাঁড় না পেতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন পিংকি। এরপরই ফুলবাড়ি (২) গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীজোতের ওই টিনের চাল দেওয়া বাড়িতে নেমে আসে একরাশ হতাশা।

উচ্ছেদে বাধার অভিযোগে

প্রথম পাতার পর

তা নিয়েই এলাকায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

বিষয়টা নিয়ে মেয়র পারিষদের দাবি, 'আমি তো শেষ সময় গিয়ে উচ্ছেদের নেতৃত্বে থাকা হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের কর্তা ও কর্মীদের সমস্যার বিষয়টা বুঝিয়েছিলাম। ওঁরা বুঝে শেষদিকে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সকাল থেকে ওখানে ওইদিন কী হয়েছিল, সেটা তো আমার জানা নেই।'

ঘটনার পিছনে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলছেন বুলেট সিং। তাঁর দাবি, 'উচ্ছেদে আমার দোকানও ওইদিন ভেঙেছে। তাই আমি সকাল থেকে ওখানে ছিলাম। ওঁদের কাজে কোথাও কোনওভাবে বাধা দিইনি। অথচ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়ে গেল। শেষদিকে এসে মেয়র পারিষদ কাজ আটকালেও অভিযোগপত্রে তাঁর নাম যুক্ত হল না। হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ দায়ের করার পর থেকেই পুলিশ আমার ওপর চাপ বাড়িয়ে চলেছে।' মানসিকভাবে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন বলে দাবি করছেন নরেশচন্দ্র গিরি। তাঁর বক্তব্য, 'এমনিতেই ওইদিন আমার দোকান ভাঙা হয়েছে। এখন আমার নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। আমি আর চাপ নিতে পারছি না। বাড়ির লোককে অভিযোগ দায়েরের কথাটা এখনও পর্যন্ত বলিনি। কী যে হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না।' বিষয়টি নিয়ে অবশ্য হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। আমরা এব্যাপারে আইনমাফিক কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

চলতি মাসের ১৩ তারিখে চেকপোস্ট থেকে আইজি অফিস পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের তরফে এই অভিযান চালানো হয়েছিল। অভিযান শুরুর পর থেকেই দফায় দফায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। তাঁরা অভিযোগ করেছিলেন, হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের তরফে নোটিশ দেওয়ার পর তাঁরা সংশ্লিষ্ট ৪৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুখদেব মাহাতোর অফিসে গিয়েছিলেন।

সেখানে সুখদেব মাহাতোর পাশাপাশি মেয়র পারিষদ রাজেশ প্রসাদ আশ্বাস দিয়েছিলেন, ৩০ ফুট পিছনে সরে গিয়ে দোকান করার জন্য। সেইমতো পুরোনো দোকান ভেঙে নির্দিষ্ট দূরত্ব সরে গিয়ে দোকান করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। এরপরেও হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ ওই দোকান ভাঙতে এলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ উপশম করতে সারাদিনের উচ্ছেদ অভিযানের শেষের পর্যায় এলাকায় এসে হাজির হন রাজেশ প্রসাদ। যদিও হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের দায়ের করা লিখিত অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, সেইদিন অভিযান চালানোর সময় নরেশচন্দ্র গিরি ও বুলেট সিং বারবার কর্মীদের কাজে বাধা দিয়ে অভিযান বন্ধের চেষ্টা করেছেন। এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরি বলেন, 'আমাদের ব্যবসায়ীরা উন্নয়নের কাজে কোনওদিনই বাধা দেননি। দেবেনও না। ওইদিন ওই ধরনের পরিস্থিতি যাঁদের জন্য হয়েছিল, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধেও তো ব্যবস্থা নিতে হয়। আইনের চাপ দিয়ে ব্যবসায়ীদের দাবিদাওয়া, আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করা হলে শহরের সমস্ত ব্যবসায়ী একজোট হয়ে আন্দোলনে নামবেন।'

নেই শুধু নাগরিকের রক্ষাকবচ

প্রথম পাতার পর

কিন্তু তাতে ভরসা কি রাখা যাচ্ছে? তিনি তো বলেছিলেন, নির্বাচন কমিশন যতই নির্দেশ দিক, কোনও সরকারি আধিকারিককে তিনি সাসপেন্ড করতে দেবেন না। শেষপর্যন্ত হুমকিটা যে আঁচলেই বাঁধা রইল।

আমার-আপনার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়াটা তাই অনেকটা না আঁচালে বিশ্বাস নেইয়ের মতো। দুয়ারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী, ইংরেজিতে 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (এসআইআর), সংক্ষেপে কেউ বলছেন 'সার'। যে সারের উর্বরতা বাড়ানোর ক্ষমতা নেই, আছে শুধু বেছে ফেলে দেওয়ার অধিকার। ভারতের রাজনীতিতে গত কয়েক বছরে বহুল ব্যবহৃত 'জুমলা'র আরেক ধরন যেন 'সার।'

সুকুমার রায়ের ছড়াতেই ফিরে যাই, 'বসলে তোমার মুণ্ডু চেপে বুঝবে তখন কাণ্ডটা।' আমাদের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের 'সময়ে বাংলায় এসআইআর হবে' বাক্যবন্ধটি 'জুমলা'র মতোই মনে হয়। যেন 'অতি বাড় বেড়ো না, ঝড়ে পড়ে যাবে।' 'এসআইআর' নির্বাচন কমিশনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু জ্ঞানেশের হুমকিবাণীতে সেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকছে নাকি!

'এসআইআর'-এ শুধু মৃত আর ভুয়ো ভোটার বাদ গেলে আপত্তির কিছু নেই। বরং এতদিন যে সেসব জঞ্জাল ঝাড়াই-বাছাইয়ে নির্বাচন কমিশনের মতি হয়নি, সেটাই অবাক করার মতো কাণ্ড। মুশকিলটা হল, প্রকৃত নাগরিকও স্বস্তি পাচ্ছেন না 'সার'-এর কর্মকাণ্ডে। ভোটার কার্ড মানা হবে না, আধার কার্ড নাগরিকত্বের পরিচয় নয়। জন্ম সার্টিফিকেট লাগবে। জন্মস্থানের প্রমাণ চাই, প্রয়োজনে বাবা-মায়ের জন্মের নথি চাই ইত্যাদি হাজার কড়াকড়ি।

পাওয়া যাবে কোথায়? আমার কথাই ধরুন। বাবা-মায়ের কাছে শুনেছি, আমার জন্ম শিলিগুড়ি হাসপাতালে। সেকালে জন্মের শংসাপত্রের বালাই ছিল না। নিয়ম থাকলেও কারও মাথাব্যথা ছিল না। স্কুলে ভর্তির সময় বাবা-মা একটা জন্ম তারিখ বসিয়ে দিতেন। তা অনেক সময় প্রকৃত দিন তারিখের সঙ্গে মিলত না। জন্ম তারিখের রেকর্ড বলতে স্কুলের শেষ পরীক্ষার (মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক) অ্যাডমিট কার্ড।

সেই কার্ডের তথ্য মহামান্য নির্বাচন কমিশন না মানলে কি কলমের এক খোঁচায় আমি বহিরাগত? জন্মস্থানের কোনও প্রমাণ তো আমার চোদ্দো পুরুষ উঠে এলেও দিতে পারবেন না। আমার মতো কারও কারও নাহয় অ্যাডমিট কার্ড আছে। কিন্তু যাঁরা কখনও স্কুলে যাননি বা গেলেও শেষ পরীক্ষার আগেই স্কুলছুট হয়ে গিয়েছেন, তাঁদের বেলা! যাঁদের জন্ম সার্টিফিকেট নেই, তাঁদের বাবা-মায়ের জন্মের প্রমাণ থাকবে, আশা করাই তো বাতুলতা।

কমিশনের যুক্তিতে ভোটার কার্ড জাল হতে পারে, টাকা দিয়ে আধার কার্ড কেনা হতে পারে। বটেই তো। কিন্তু পঞ্চায়েত বা পুরসভা কিংবা স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া জন্ম সার্টিফিকেট জাল হবে না- সে নিশ্চয়তা কোথায়! টাকা দিয়ে জন্ম সার্টিফিকেট কেনার উদাহরণ যে ভূরিভূরি। মাত্র ক'দিন আগে স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে পড়েছে মালদা জেলায় জন্মের প্রকৃত সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ জন্ম সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত, পুরসভা থেকে। এই অনিয়মে তদন্তের নির্দেশও দিয়েছে মালদা জেলা প্রশাসন।

এরপর কি আমাদের অবস্থা রামপ্রসাদী গান, 'বল মা আমি দাঁড়াই কোথা'র মতো নয়? কেন্দ্রের চক্রান্ত বলে তৃণমূল এসআইআর বিরোধী প্রচার করবে ভোটে ফায়দা তোলার লক্ষ্যে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে এসআইআরের বিরোধিতা করছেন বলে হিন্দু ভোট এককাট্টা করতে মরিয়া হবে বিজেপি। কিন্তু ষাঁড় নয়, 'সার'-এর ধাক্কায় আমার-আপনার ছিটকে পড়ার বিপদ আটকাবে কে!!! ভোটার, আধার, প্যান, র‍্যাশন ইত্যাদি হাজার রকমের কার্ড থাকলেও আমাদের রক্ষাকবচ কিন্তু কোথাও নেই।

ফাইনালে মগজাস্ত্রের লড়াই : বেনালি

আলাদিনদের নিয়ে ভয়ে নেই ডায়মন্ড

সামন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : ফাইনালের আগে খোশমেজাজে ডায়মন্ড হারবার এফসি।

অনুশীলনে পরামর্শে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র লুকা মাজসেন ও মিকেল কোর্টাজার। -ডি মণ্ডল

'আলাদিন আজারেই খুবই ভালো ফুটবলার। তবে আমি আরও ভালো।' শুক্রবার অনুশীলন শেষে মাঠ ছাড়ার সময় কার্যত হুংকার দিয়েই কথাগুলো বলছিলেন ডায়মন্ড রক্ষণের স্তম্ভ মিকেল কোর্টাজার। আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ছিল স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের গলায়। এখানেই থামলেন না, বললেন, 'নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে আমরা একেবারেই ভয় পাচ্ছি না।'

শনিবার প্রথমবার ডুরান্ড কাপ ফাইনালে খেলবে ডায়মন্ড হারবার। তবে কোচ কিবু ভিকুনার কাছে মঞ্চটা নতুন নয়। ২০১৯ সালে মোহনবাগানের কোচ হিসাবে ডুরান্ড ফাইনালে ডাগআউটে ছিলেন তিনি। সেবার গোকুলাম কেরালা এফসি-র কাছে হেরে ট্রফি হাতছাড়া করে সবুজ-মেরুন। এবার ফাইনালের আগে কিবু বলেছেন, 'অনেক কিছুই বদলে গিয়েছে। তখন মোহনবাগানে ছিলাম, এখন ডায়মন্ড হারবারে। প্রতিপক্ষও আলাদা। তবে অনুভূতিটা একইরকম আছে। জেতার তাগিদও আগের মতোই।' তুলনায় খাতায়-কলমে শক্তিশালী নর্থইস্ট। এই প্রসঙ্গে কিবুর স্পষ্ট উত্তর, 'পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে পারলে ফুটবলে সবই সম্ভব। জানি নর্থইস্ট চ্যাম্পিয়ন দল। তবে আমরাও শক্ত।'

নর্থইস্টে রয়েছেন আলাদিন। তাঁকে ঘিরেই হুয়ান পেদ্রো বেনালির দলের স্বপ্ন। মরক্কান স্ট্রাইকারকে নিয়ে কিবুর মন্তব্য, 'আলাদিন খুবই বিপজ্জনক ফুটবলার। নিশ্চই ওকে আটকানোর পরিকল্পনা থাকবে। তবে পুরো দলটাকেই থামাতে হবে আমাদের।' তবে বাড়তি চাপ নিচ্ছে না ডায়মন্ড। ইস্টবেঙ্গলকে হারানোর তুলনা টেনে কিবু বলেছেন, 'সেমিফাইনালে জয়টাও সহজ ছিল না। কিন্তু আমরা জিতেছি। বড় ক্লাবগুলোর ওপর বাড়তি চাপ থাকে। প্রত্যাশা থাকে। শুরু থেকে আমাদের ক্ষেত্রে সেটা ছিল না। তবে ফাইনালেও বাড়তি চাপ অনুভব করছি না আমরা।'

ডায়মন্ড আক্রমণে অন্যতম মুখ লুকা মাজসেন। ফাইনালে সবটা উজাড় করে দিতে চান তিনি। বলেছেন, 'বড় মঞ্চে ফাইনাল খেলা আমার কাছে নতুন নয়। তবে কলকাতার কোনও ক্লাবে প্রথমবারেই ফাইনাল খেলা গর্বের। কৃতিত্বটা গোটা দলের। আর একটা ম্যাচ, নিজেদের উজাড় করে দিতে হবে।'

নর্থইস্ট কোচ বেনালি অবশ্য কাউকেই এগিয়ে রাখছেন না। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তাঁর উত্তর, 'চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দাবিদার ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েছে ডায়মন্ড হারবার। ফাইনালে কেউ এগিয়ে থাকে না। মগজাস্ত্রের লড়াই হবে। যারা মানসিকভাবে শক্তিশালী জিতবে তারাই।' অধিনায়ক মিচেল জাবাকো বলেছেন, 'শারীরিকভাবে দারুণ শক্তিশালী ডায়মন্ড। সেটপিসে বিপজ্জনক। ফাইনালে ওদের হারাতে হলে একশো শতাংশ দিতে হবে।'

> শারীরিকভাবে দারুণ শক্তিশালী ডায়মন্ড। সেটপিসে বিপজ্জনক। ফাইনালে ওদের হারাতে হলে একশো শতাংশ দিতে হবে।
>
> মিচেল জাবাকো

> ফাইনাল খেলা আমার কাছে নতুন নয়। তবে কলকাতার কোনও ক্লাবে প্রথমবারেই ফাইনাল খেলা গর্বের। কৃতিত্বটা দলের। আর এক ম্যাচ, উজাড় করে দিতে হবে নিজেদের।
>
> লুকা মাজসেন

হালকা মেজাজেই ট্রফি জয়ের চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন নর্থইস্ট ইউনাইটেড কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালি।

নতুন ইতিহাস গড়তে চায়

ডায়মন্ড হারবার

ট্রফি ধরে রাখার লক্ষ্যে নর্থইস্ট

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : ডায়মন্ড হারবার জিতবে কিনা'-র থেকেও 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি মাঠে আসছেন,' স্টেডিয়ামের ইতিউতি এই প্রশ্নটাই সম্ভবত বেশি ঘুরে বেড়াল ডুরান্ড কাপ ফাইনালের একদিন আগে।

সম্ভবত কিবু ভিকুনাই ঠিক। ৩২ ক্লাবের লড়াইয়ের পর দ্বিতীয় সারির লিগে সদ্য ওঠা তারাই কিন্তু শেষ দুইয়ে। প্রতিপক্ষও ফেলনা নয়। বরং নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি নামছে নিজেদের ট্রফি ধরে রাখার লক্ষ্যে। তবু উন্মাদনা কোথায়? লজ্জার এবং দুঃখের ব্যাপার হল, যে শহরের পরিচয় ভারতীয় ফুটবলের মক্কা হিসাবে, সেই শহরেরই একটা ক্লাবকে প্রায় হাজার ১৫ টিকিট কিনে মাঠ ভরানোর উদ্যোগ নিতে হচ্ছে। হয়তো রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে হাজার কুড়ি দর্শক এনে হাজির করবেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ কিন্তু তাতে ফুটবল বাঁচবে কি? সেটা জানেন বলেই হয়তো নর্থইস্ট কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালি এদিন একান্তে বলে গেলেন, 'গুয়াহাটিতে আইএসএল ডার্বিতে পুরো গ্যালারি খালি ছিল, মনে পড়ে? এর নাম ফুটবল ভালোবাসা?' আর সাংবাদিক সম্মেলনে যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হল, এই রকম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-ইস্টবেঙ্গলের বিদায়ে এই রকম সমর্থকহীন একটা দলের বিরুদ্ধে খেলাটা সহজ হল কিনা? বেনালি প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, 'না, আমি বলব উলটো। কার সমর্থক বেশি সেটা বড় কথা নয়। মাঠ ভরা থাকলে ফুটবলারদের খেলতে ভালো লাগে। গতবার মোহনবাগানের সমর্থকরা মাঠ ভরিয়েছিলেন বলেই আমার ছেলেরাও উৎসাহিত হয়।'

দর্শক হিসাবে ডায়মন্ড হারবার থেকে কিছু মানুষ, মন্ত্রী-সান্ত্রী, প্রতিরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ, সামরিক বাহিনীর লোকজন ও তাঁদের পরিবার হয়তো থাকবেন কিন্তু প্রকৃত ফুটবলপ্রেমীরা কেন এই রাজ্যেরই একটা দলকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন না, প্রশ্নটা থেকেই গেল। তবে আপাতত কিবু নিজে নিশ্চিতভাবেই এসব নিয়ে ভাবতে চাইবেন না। তিনিও জানেন, যতই একাধিক আইএসএলের দলকে হারান, যতই ফাইনাল খেলুক, তাঁর দল আন্ডারডগই। হয়তো সেটাও একদিকে আশীর্বাদই। দলকে তাতাতে সুবিধা হচ্ছে। প্রত্যাশা না থাকলেও ফাইনালে ওঠায় চাপ তৈরি হয়েছে কিছুটা। সেখানে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের কোচ বেনালি ও অধিনায়ক মিচেল জাবাকোকে দেখে মনে হল অনেকটাই হালকা মেজাজে আছেন তাঁরা। দলে ছয় বিদেশিকেই পাচ্ছেন তিনি। সঙ্গে দলের বাকিরাও ফর্মে। চোট-আঘাত নিয়ে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করতেই মুচকি হাসি স্প্যানিশ কোচের মুখে, 'কারও চোট নেই। পরের উড়ানে সবাই আসছে। আর আলাদিনের (আজারেই) কথা জানতে চাইছেন তো? সেও আসছে সঙ্গে।' তুলনায় শক্তির বিচারেও অনেক পিছিয়ে ডায়মন্ড হারবার। আলাদিনের জন্য নিশ্চিতভাবেই আলাদা পরিকল্পনা থাকবে কিবুর। তবে নিজেই জানালেন, 'ওরা গোটা দলটাই শক্তিশালী। তাই আলাদিনকে পাহারায় রাখতে তো হবে, সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে বাকিদের কথাও।' এদিনের অনুশীলনে দেখা গেল সদ্য দলে যোগ দেওয়া ব্রেস মিরান্ডাকেও। সেমিফাইনালে চোট পাওয়া হোলিচরণ নার্জারিকে ম্যাচের দিন দেখে খেলানোর সিদ্ধান্ত নেবেন। শুক্রবার রাতে ভারতে আসার ভিসা পেয়ে গিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের নতুন বিদেশি ব্রাইট এনোবাখারে। শনিবার রাতে বা রবিবার ভোরে তাঁর কলকাতায় চলে আসার কথা।

২০১৯ সালে কিবু মোহনবাগান কোচ হিসাবে ডুরান্ড কাপ জিততে পারেননি। সেবার হারতে হয় গোকুলাম কেরালা এফসি-র কাছে। এবার প্রত্যাশার চাপের ছিটেফোঁটাও নেই। তাই চ্যাম্পিয়ন হলে নিশ্চিতভাবে লেখা হবে এই শহরের ফুটবল ইতিহাসের নতুন অধ্যায়। নাহলেও দোষারোপ অন্তত করবেন না কেউই।

ডুরান্ড কাপে আজ

ফাইনাল

ডায়মন্ড হারবার এফসি বনাম নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি

সময় : বিকেল ৫.৩০ মিনিট

স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

« ফাইনালের প্রস্তুতি শুরুর আগে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মাঠকে প্রণাম জবি জাস্টিনের। ছবি : ডি মণ্ডল

প্রথমবার খেলতে এসেই ডুরান্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন

- মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব (১৯৪০)
- হায়দরাবাদ পুলিশ (১৯৫০)
- মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল (১৯৫৫)
- এফসি কোচি (১৯৯৭)
- মাহিন্দ্রা ইউনাইটেড (১৯৯৮)
- ডেম্পো স্পোর্টস (২০০৬)
- চিরাগ ইউনাইটেড (২০১০)
- গোকুলাম কেরালা এফসি (২০১৯)
- এফসি গোয়া (২০২১)

টানা দ্বিতীয়বার নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে ডুরান্ড কাপ এনে দিতে তৈরি হচ্ছেন আলাদিন আজারেই। শুক্রবার।

- চলতি শতাব্দীতে ডুরান্ডে কোনও দল টানা দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়নি। নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি খেতাবরক্ষায় সফল হলে নতুন নজির তৈরি করবে।
- ডায়মন্ড হারবার এফসি ও নর্থইস্ট ইউনাইটেড চলতি ডুরান্ডে ৫ ম্যাচ খেলে চারটিতে জিতেছে। ডায়মন্ড হেরেছে একটিতে। নর্থইস্ট ড্র রেখেছে একটি ম্যাচ। তারা ১২ গোল দিয়ে হজম করেছে ৪ গোল। ডায়মন্ডের গোলসংখ্যা পক্ষে-বিপক্ষে ১৫-৮।

ইস্টবেঙ্গলের হয়ে নামতে মুখিয়ে সংগীতা

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : স্বপ্ন এবার সত্যি হতে চলেছে।

অফিসের অনুমতি না মেলায় গত মরশুমে ইস্টবেঙ্গলে সই করেও মাঠে নামা হয়নি ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের তারকা সংগীতা বাসফোরের। দল জাতীয় লিগ চ্যাম্পিয়ন হলেও মাঠের বাইরে সাক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছে তাঁকে। মনের মধ্যে একরাশ দুঃখ ছিল। তাই মহিলাদের এশিয়ান কাপের মূলপর্বে ভারতীয় দলকে তোলার পর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে একান্ত সাক্ষাৎকারে সংগীতা বলেছিলেন, 'ইচ্ছে থাকলেও অফিসের অনুমতি না মেলায় মহিলাদের জাতীয় লিগে খেলা হয়নি।'

এবার ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলার স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে সংগীতার। আসন্ন এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্বে লাল-হলুদের হয়ে খেলবেন তিনি। অফিস থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতিও পেয়ে গিয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে তিনি বলেছেন, 'অফিসকে ধন্যবাদ, আমাকে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলার অনুমতি দিয়েছে। দীর্ঘ সময় পর কোনও পেশাদার ক্লাবের হয়ে খেলব। প্রথমবার ইস্টবেঙ্গলের হয়ে মাঠে নামতে মুখিয়ে রয়েছি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লাল-হলুদ জার্সিতে নিজের সেরাটা দিতে চাই।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্বে ইস্টবেঙ্গলকে খেলতে হবে কম্বোডিয়ার পেন ক্রাউন ও হংকংয়ের কিচি এফসি-র বিরুদ্ধে। সেইজন্য কল্যাণীতে দীর্ঘদিন প্রস্তুতি নিয়েছে অ্যান্টোনি অ্যান্ড্রুজের মেয়েরা। দলের প্রস্তুতি নিয়ে সংগীতা বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন প্রস্তুতি নিয়েছি। পুরো দলটা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। ২৫ তারিখ পেন ক্রাউন ম্যাচটির দিকে মনঃসংযোগ করছি। কোচের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলব।'

আপাতত চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে খেলাই পাখির চোখ সংগীতার।

ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে জোমেল ওয়ারিক্যানকে সুইপ করতে গিয়ে মাটিতে রীতিমতো গড়াগড়ি খেলেন মহম্মদ রিজওয়ান। এদিকে, বল উইকেট ছিটকে দিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে যে আউটের ভিডিও ভাইরাল।

সুদিন ফেরাতে প্রস্তুতি শুরু বাবরের

ক্রিকেট ছেড়ে মৌলানা হয়ে যাও রিজওয়ান!

লাহোর, ২২ অগাস্ট : ক্রিকেট ছেড়ে দিয়ে মৌলানা হয়ে যাও।

মহম্মদ রিজওয়ানকে নিয়ে কটাক্ষের ঝড় ক্রিকেটমহলে। এশিয়া কাপের দল থেকে ছাঁটাই হয়েছেন। পাকিস্তান বোর্ডের বার্ষিক চুক্তিতেও সর্বোচ্চ 'এ' শ্রেণির জায়গা হারিয়েছেন। সবমিলিয়ে অনিশ্চিত কেরিয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম সেরা পাক ব্যাটার রিজওয়ান।

রিজওয়ানের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে ক্রিকেটপ্রেমীদের উপহাস। এশিয়া কাপে বাদ পড়লেও পাকিস্তানের তারকা ব্যাটার বর্তমানে ব্যস্ত ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) সেন্ট কিটসের হয়ে খেলতে। কিন্তু ব্যর্থতা কিছুতেই কাটছে না। উলটে শেষ ম্যাচে হাস্যকর আউটে সবার মজার পাত্র হয়েছেন।

প্রতিপক্ষ স্পিনার জোমেল ওয়ারিক্যানকে সুইপ করতে গিয়ে শরীরের ভারসাম্য রাখতে না পেরে মাটিতে রীতিমতো গড়াগড়ি। বল ততক্ষণে উইকেট ছিটকে দিয়েছে। হাস্যকর যে আউটের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। যা নিয়ে হাসির খোরাক রিজওয়ান। একজন ক্রিকেট ছেড়ে ধর্মে মনোনিবেশ করার পরামর্শ দিয়েছেন। লিখেছেন, 'ক্রিকেট ছেড়ে মৌলানা হয়ে যাও রিজওয়ান।'

কারও প্রতিক্রিয়া- এবার রিজওয়ানের উচিত গলি ক্রিকেটে চেষ্টা করা। ক্যারিবিয়ান লিগে না খেললেও রেহাই পাননি বাবর আজমও। জনৈক নেটিজেন রিজওয়ানের ভিডিওয় প্রতিক্রিয়া দিয়ে লিখেছেন, 'একই হাল হতে পারে ভেবে বাবর আগেভাগেই ক্যারিবিয়ান লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। বেঁচে গিয়েছে। নাহলে রিজওয়ানের মতো হাল হত।'

> একই হাল হতে পারে ভেবে বাবর আগেভাগেই ক্যারিবিয়ান লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। বেঁচে গিয়েছে। নাহলে রিজওয়ানের মতো হাল হত।
>
> *মহম্মদ রিজওয়ানের আউটের ভিডিও দেখে খোঁচা বাবর আজমকে*

সিপিএলে না খেললেও বাবর অবশ্য বসে নেই। এশিয়া কাপের দল থেকে বাদ পড়ার পর ফেরার লড়াই শুরু করে দিয়েছেন। লাহোরের হানি ইনস্টিটিউট অফ ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে স্থানীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে মাঠে নেমে পড়েছেন ব্যাটিং অনুশীলনে। প্রস্তুতির ভিডিওয় ব্যাটিং স্কিল ঘষামাজা করে নিতে দেখা গিয়েছে বাবরকে।

চিন্নাস্বামীর ম্যাচ সরল মুম্বই-গুয়াহাটিতে

আইপিএলে বিরাটদের হোম ম্যাচও অনিশ্চিত

বেঙ্গালুরু, ২২ অগাস্ট : ছবিটা আগেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম থেকে মহিলা বিশ্বকাপের একঝাঁক ম্যাচ সরানো হবে। আশঙ্কা মাফিক এদিন সেই সম্ভাবনায় সিলমোহর আইসিসি-র। উদ্বোধনী ম্যাচ, ফাইনাল (পাকিস্তান না উঠলে) সহ মোট পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আয়োজনের সুযোগ হাতছাড়া চিন্নাস্বামীর।

চিন্নাস্বামীর বদলে ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে মুম্বই ও গুয়াহাটিতে। ৩০ সেপ্টেম্বর মহিলা বিশ্বকাপের উদ্বোধন ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল বেঙ্গালুরুতে। গার্ডেন সিটির পরিবর্তে তা এখন হবে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। চিন্নাস্বামীর বাকি ম্যাচগুলি আয়োজনের দায়িত্ব পেল নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম। কেন্দ্র বদলালেও ম্যাচের দিনক্ষণ একই থাকছে।

প্রাথমিকভাবে কেরলের তিরুবনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়ামের কথা শোনা যাচ্ছিল চিন্নাস্বামীর বিকল্প হিসেবে। কেরল ক্রিকেট সংস্থার তরফে আইসিসি-কে জানিয়েও দেওয়া হয়, তারা প্রস্তুত। যদিও জয় শা-র নেতৃত্বাধীন বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা গুয়াহাটি ও নবি মুম্বইকে অগ্রাধিকার দিল। যার সুবাদে ইতি পড়ল মহিলা বিশ্বকাপে চিন্নাস্বামীর ম্যাচ ঘিরে তৈরি হওয়া জল্পনায়।

মহিলা বিশ্বকাপের ঘটনার জেরে আশঙ্কার মেঘ আগামী আইপিএলে চিন্নাস্বামীতে বিরাট কোহলিদের হোম ম্যাচ নিয়েও। নিরাপত্তার অজুহাতে স্থানীয় টুর্নামেন্ট আয়োজনের পর্যন্ত অনুমতি দেয়নি কর্ণাটক সরকার। কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থার তরফে তদ্বির করা হলেও বরফ গলেনি মহিলা বিশ্বকাপের ম্যাচ ঘিরে।

কর্ণাটক সরকার যদি বর্তমান অবস্থান না বদলায়, তাহলে ২০২৬ সালের আইপিএলে ঘরের মাঠ চিন্নাস্বামীতে খেলার সুযোগ হাতছাড়া হবে কোহলি, রজত পাতিদারদের। আইপিএল খেতাব ধরে রাখার উদ্ভরে চিন্নাস্বামীর বদলে নতুন কোনও ঘরের মাঠ বেছে নিতে হবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে। স্থানীয় প্রশাসন চিন্নাস্বামী নিয়ে যে একরোখা মনোভাব দেখাচ্ছে, সেই সম্ভাবনা প্রবল।

প্রথম আইপিএল খেতাব জয়ের উৎসব ঘিরে গত জুনে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ভিড়ের চাপে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জন ক্রিকেটপ্রেমী প্রাণ হারান। আহতের সংখ্যা ৭১। ঘটনার জেরে ভারতীয় ক্রিকেট, রাজনীতিতে বিতর্কের ঝড় বয়ে যায়।

ঘটনার পর চিন্নাস্বামীর ওপর কার্যত অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন। জানিয়ে দিয়েছে বড় ইভেন্ট আয়োজনের জন্য উপযুক্ত নয় ঐতিহ্যের চিন্নাস্বামী। মহিলা বিশ্বকাপের সঙ্গে সম্মান জড়িয়ে থাকলেও যে অবস্থা নড়চড় হয়নি। ফলস্বরূপ কেন্দ্র বদল। আগামী আইপিএলে ভাবনায় বদল আসলে, সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ। নিটফল, অনিশ্চয়তা তৈরি হল চিন্নাস্বামীতে বিরাটদের হোম ম্যাচ খেলা নিয়েও।

আগ্রাসী মেজাজে ম্যাথু ব্রিৎজকে।

ব্রিৎজকের বিশ্বরেকর্ড, সিরিজ জয় প্রোটিয়াদের

কেয়ার্নস, ২২ অগাস্ট : দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচেও দুশো রানের গণ্ডি পার করতে ব্যর্থ অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ম্যাচে কেশব মহারাজের পর এবার লুঙ্গি এনগিডি। একাই পাঁচ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ে ধস নামিয়ে দিলেন। সেই সুবাদেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ ও সিরিজ জিতে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

এদিন শুরুতে ব্যাট করে ৪৯.১ ওভারে ২৭৭ রান করে প্রোটিয়ারা। সর্বাধিক ৮৮ রান করেন ম্যাথু ব্রিৎজকে। এই ইনিংস থেকেই বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন তিনি। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে একদিনের আন্তর্জাতিকে নিজের প্রথম চার ম্যাচে পঞ্চাশের বেশি রান করলেন ব্রিৎজকে। এছাড়া ৭৪ রান করেন ট্রিস্টান স্টাবস। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৩ উইকেট নেন অ্যাডাম জাম্পা।

রান তাড়া করতে নেমে ৩৭.৪ ওভারে ১৯৩ রানেই শেষ অস্ট্রেলিয়ার লড়াই। এর মধ্যে জোশ ইনগ্লিস একাই ৮৭ রান করেন। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন ক্যামেরন গ্রিন (৩৫)। এছাড়া কেউই তেমন অবদান রাখতে পারেননি।

শেষ চারে নোভাকের সঙ্গে দেখা হতে পারে আলকারাজের

নিউ ইয়র্ক, ২২ অগাস্ট : ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে কি দেখা যাবে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া-নোভাক জকোভিচ দ্বৈরথ?

ইউএস ওপেনের ড্র হওয়ার পর হিসেব সেটাই বলছে। সোমবার ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যামের লক্ষ্যে ইউএস ওপেনে নামছেন সার্বিয়ান তারকা জকোভিচ। প্রথম রাউন্ডে জোকারের সামনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লি টিয়েন। সবকিছু ঠিক থাকলে সেমিফাইনালে আলকারাজের মুখোমুখি হতে পারেন জকোভিচ।

আপাতত মুখোমুখি লড়াইয়ে ৫-৩ ফলে আলকারাজের থেকে এগিয়ে জোকার। স্প্যানিশ তারকা প্রথম রাউন্ডে খেলবেন মার্কিন তারকা রেলি ওপলেকার বিরুদ্ধে। ফাইনালের আগে বিশ্বের এক নম্বর তথা প্রতিযোগিতার শীর্ষ বাছাই জানিক সিনারের সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই আলকারাজের। সিনার প্রথম রাউন্ডে মুখোমুখি হবেন চেক প্রজাতন্ত্রের ভিট কপ্রিভার।

মহিলাদের বিভাগে বিশ্বের একনম্বর আরিয়ানা সাবালেঙ্কা খেলবেন সুইৎজারল্যান্ডের রেবেকা মাসরোভার বিরুদ্ধে। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই তথা উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন ইগা সোয়াতেক মুখোমুখি হবেন কলম্বিয়ান এমিলিয়ানো আরাঙ্গোর। সেমিফাইনালে তাঁর প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে কোকো গফের মুখোমুখি হওয়ার।

ইউএস ওপেন শুরুর আগে বাগবিতে মজে নোভাক জকোভিচ। নিউ ইয়র্কে।

এদিকে, ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রির সাহায্য ইউএস ওপেনে খেলতে নামছেন মার্কিন তারকা ভেনাস উইলিয়ামস। প্রথম রাউন্ডে তাঁর প্রতিপক্ষ প্রতিযোগিতার একাদশ বাছাই ক্যারোলিনা মুচোভা।

এশিয়া কাপের আগে দুবাইয়ে শিবির সূর্যদের

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : পরিকল্পনার নীল নকশা তৈরি। এবার সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার পালা।

বিলেত সফর শেষে দেশে ফেরার পর ভারতীয় ক্রিকেটাররা বিশ্রামে। সেই বিশ্রাম পর্ব শেষ করে এবার বাইশ গজে ফেরার পালা। দুবাইয়ে এশিয়া কাপের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছে সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেটারদের এশিয়া কাপের লক্ষ্যে জোড়া প্রস্তুতি শিবিরের খবর সামনে এসেছে আজ। জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে প্রথম দফায় ফিটনেস ট্রেনিং করবেন সূর্য, হার্দিক পান্ডিয়ারা। পরে ৪ সেপ্টেম্বর দুবাই উড়ে যাবে টিম ইন্ডিয়া। সেখানে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ভারতীয় দলের প্রাক এশিয়া কাপ প্রস্তুতি শিবির শুরু হবে। চারদিনের সেই শিবিরের পরই ১০ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ভারতীয় দল।

মরুদেশে এশিয়া কাপ শুরু হচ্ছে ৯ সেপ্টেম্বর। পরদিন টিম ইন্ডিয়ার প্রথম ম্যাচ। প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। দ্বিতীয় ম্যাচ ১৪ সেপ্টেম্বর। প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। যে ম্যাচ নিয়ে ইতিমধ্যেই উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে ক্রিকেটমহলে। ১৯ সেপ্টেম্বর ওমানের বিরুদ্ধে পরবর্তী ম্যাচ সূর্যকুমারদের। তার আগে কোচ গৌতম গম্ভীর প্রবলভাবে চাইছেন দুবাইয়ে প্রস্তুতি শিবির করতে। কারণ, অধিনায়ক সূর্য, অলরাউন্ডার হার্দিক সহ এশিয়া কাপের স্কোয়াডে থাকা বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার বেশ কিছুদিন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে। তাই দুবাইয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরুর আগে প্রস্তুতিতে খামতি রাখতে চাইছে না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ২০২৩ সালে শ্রীলঙ্কায় যখন এশিয়া কাপের আসর বসেছিল, তার আগে বেঙ্গালুরুতে সাতদিনের শিবির করেছিল টিম ইন্ডিয়া। কোচ গম্ভীরের এশিয়া কাপ প্রস্তুতির নীল নকশায় ইতিমধ্যেই সবুজ সংকেত দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

শুধু তাই নয়, এশিয়া কাপের আগে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীর বোর্ডের মূল চুক্তির আওতায় থাকা ক্রিকেটারদের ফের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। ২৮ অগাস্ট থেকে দলীপ ট্রফির মাধ্যমে শুরু হচ্ছে দেশের ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুম। আসন্ন দলীপে লোকেশ রাহুল, মহম্মদ সিরাজদের নাম নেই। কোচ গম্ভীর সেই কারণেই সিরাজদের দলীপ খেলার নির্দেশ দিয়েছেন বলে খবর। যদিও রাহুল-সিরাজরা শেষ পর্যন্ত দলীপে মোট কয়টি ম্যাচ খেলবেন, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি।

- ৪ সেপ্টেম্বর দুবাই উড়ে যাবে টিম ইন্ডিয়া।
- ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ভারতীয় দলের প্রাক এশিয়া কাপ প্রস্তুতি শিবির শুরু হবে।
- এশিয়া কাপ স্কোয়াডের বাইরে থাকা ভারতীয় দলের তারকাদের দলীপ ট্রফিতে খেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এশিয়া কাপ শুরুর আগে ছুটির মেজাজে শুভমান গিল। এই ছবি পোস্ট করে তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'সূর্যাস্ত কখনও মিস করা উচিত নয়।'

এশিয়া কাপে ফেভারিট ভারত : শেহবাগ

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : ভারসাম্য দুরন্ত। সব বিভাগে উপযুক্ত ক্রিকেটার রয়েছে। দলে রয়েছে একাধিক ম্যাচ উইনারও।

৯ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হতে চলা এশিয়া কাপের আগে আজ এভাবেই সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে তাঁর মতামত জানিয়েছেন বীরেন্দ্র শেহবাগ। নিজের বর্ণময় ক্রিকেট জীবনে বহুবার এশিয়া কাপ খেলেছেন শেহবাগ। রয়েছে বহু স্মৃতিও। বিশেষ করে মরুদেশে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। এমন মনোভাব থেকেই আজ সর্বভারতীয় এক চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বীরু বলেছেন, 'এশিয়া কাপ দুরন্ত একটি প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় ভারত যখনই খেলেছে, তখনই ফেভারিট হিসেবে শুরু করেছে। সফলও হয়েছে। আমি নিশ্চিত, এবারও একই ঘটনা ঘটবে দুবাইয়ে।'

২০২৩ সালে শ্রীলঙ্কার মাটিতে যখন শেষবার এশিয়া কাপের আসর বসেছিল, চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। মাঝের সময়ে ভারতীয় ক্রিকেটে বিস্তর বদল এসেছে। কিন্তু এবারও সূর্যকুমার যাদবের ভারত ফেভারিট হিসেবেই এশিয়া কাপ অভিযানে নামবে, জানিয়েছেন শেহবাগ। তিনি বলেছেন, 'এশিয়া কাপের আসরে সবসময় চাপ থাকে। বলা ভালো, প্রবল চাপ থাকে। আর সেই চাপের মধ্যে পারফর্ম করেই একজন ক্রিকেটার প্রতিষ্ঠা পায়। আসন্ন এশিয়া কাপে ভারত নিশ্চিতভাবেই ফেভারিট। দলের ভারসাম্য দুরন্ত। বহু ম্যাচ উইনারও রয়েছে। বড় অঘটন না হলে ভারত এবারও খেতাব জিতবে।'

সূর্যের ভারত শেষপর্যন্ত এশিয়া কাপ জিতবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে ভারতীয় ক্রিকেটে এখন সবচেয়ে বড় বিতর্কের নাম শ্রেয়স আইয়ার। গতরাতে সিএবি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও এশিয়া কাপের স্কোয়াডে শ্রেয়সকে না দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। মহারাজের একসময়ের ঘনিষ্ঠ সতীর্থ বীরু অবশ্য সুকৌশলে শ্রেয়স বিতর্ক এড়িয়ে গিয়েছেন। পাশাপাশি স্পষ্ট করেছেন, এশিয়া কাপ টিম ইন্ডিয়াই জিতবে।

এমআরএ নিয়ে আলোচনার অনুমতি সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অগাস্ট : ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু হওয়ার ব্যাপারে সামান্য আশার আলো দেখা গেল। এদিন বিচারপতি পিএস নরসিমহা ও জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ অনুমতি দেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডকে এমআরএ (মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট) নিয়ে আলোচনায় বসে আইএসএল শুরু করার বিষয়ে সমাধানসূত্র বার করতে। এই বিষয়ে তাঁরা ২৮ অগাস্ট ফের দুই পক্ষের বক্তব্য শুনবেন। অর্থাৎ, এই সময়ের মধ্যে ফেডারেশন ও এফএসডিএল-কে আলোচনায় বসে চুক্তিসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করে আদালতকে জানাতে হবে।

এআইএফএফের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী এফএসডিএল-ই এদেশের সর্বোচ্চ লিগ করার যাবতীয় স্বত্বের অধিকারী। কিন্তু গত ১১ জুলাই হঠাৎই এফএসডিএল জানায়, এমআরএ-র বিষয়ে কথাবার্তা যেহেতু এগোয়নি, তাই আপাতত এই মরশুমের আইএসএল স্থগিত করে দেওয়া হচ্ছে। যা নিয়ে শুরু হয় এক অনিশ্চয়তার বাতাবরণ। ১১ ক্লাব চিঠি দিয়ে খেলা শুরু করার ব্যাপারে কথা বলতে চাইলে ফেডারেশন তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসে এবং তারপরই তাদের তরফে এমআরএ নিয়ে যাই হোক না কেন, এই মরশুমের আইএসএল শুরু করার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করা হোক, এই মর্মে এক চিঠি ফেডারেশনকে দেওয়া হয়। যদিও শেষপর্যন্ত ফেডারেশন নয়, দুই আইনজীবী অ্যামিকাস কিউরিও হিসাবে এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করার পরই এদিনের এই শুনানি। যার ফলে স্থগিত হয়ে যাওয়া ভারতীয় ফুটবলে খানিকটা হলেও আশার আলো দেখা গেল।

রাতের দিকে ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়েছে, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করি, মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট-এর বিষয়ে আলোচনা করে ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারব। পরবর্তী শুনানিতে এই বিষয়ে আমরা জানাতেও পারব।'

এআইএফএফ এবং এফএসডিএলের ১৫ বছরের চুক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে ৮ ডিসেম্বর। নতুন চুক্তির বিষয়ে ফেডারেশন দুই পক্ষ আলোচনায় বসলেও হঠাৎই গত এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্ট ফেডারেশনের এই কমিটিকে অন্তর্বর্তী বলে ঘোষণা করায় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারান কল্যাণ চৌবেরা। অবশেষে এদিনের দেওয়া অনুমতির ফলে অচলাবস্থা কাটার সম্ভাবনা তৈরি হল বলে মনে করা হচ্ছে।

জিমে ঘাম ঝরানোর ফাঁকে সেলফিতে নীতীশ কুমার রেড্ডি ও বি সাই সুদর্শন।

অস্ট্রেলিয়া দলের 'কোচ' অশ্বীন!

ম্যাকগ্রাথ, মুরলীই ভুগিয়েছে দ্রাবিড়কে

চেন্নাই, ২২ অগাস্ট : ১৬৪ টেস্টের দীর্ঘ ও বর্ণময় কেরিয়ার।

১৬ বছরের ক্রিকেট সাফারিতে তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে করেছেন কুড়ি হাজারের বেশি আন্তর্জাতিক রান। সামলেছেন ওয়াসিম আক্রাম, গ্লেন ম্যাকগ্রাথ, শেন ওয়ার্ন, কোর্টনি ওয়ালশ, মুথাইয়া মুরলীধরন, ওয়াকার ইউনিস, জেমস অ্যান্ডারসন, শন পোলকের মতো বোলারদের।

দীর্ঘ যে তালিকা থেকে কঠিন প্রতিপক্ষ হিসেবে বেছে নিলেন ম্যাকগ্রাথ ও মুরলীকে। 'কুট্টি স্টোরিজ' নামে এক অনুষ্ঠানে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের এক প্রশ্নের জবাবে এই কথা জানান রাহুল দ্রাবিড়। বলেছেন, 'ফাস্ট বোলারদের মধ্যে গ্লেন ম্যাকগ্রাথই কঠিন প্রতিপক্ষ ছিল। আক্রামকে যখন খেলেছি, তখন ও কেরিয়ারের শেষ পর্যায়ে। তাই তুলনা অনুচিত। ম্যাকগ্রাথকে অবশ্য ওর সেরা সময়ে খেলেছি।'

ম্যাকগ্রাথকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে দ্রাবিড় আরও বলেছেন, 'অসাধারণ বোলার। বরাবরই আমার অফস্টাম্প টার্গেট। সারাদিন এক জায়গায় বল রাখতে পারত। আর কোনও বোলারের মধ্যে যা দেখিনি। স্কিল ও নিয়ন্ত্রণের নিরিখে যাদের বিরুদ্ধে খেলেছি, তার মধ্যে সেরা পেসার ম্যাকগ্রাথই। স্পিনারদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সেরা মুরলী। দুরন্ত স্কিল। দুইদিকে বল স্পিন করতে পারত। টানা বল করে যেত। ক্লান্ত হত না।'

মুরলী পরবর্তী জমানায় সেরা অফস্পিনার হিসেবে উত্থান ঘটে অশ্বীনের। সেই অশ্বীনের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়াকে 'কোচিং' করানোর মারাত্মক অভিযোগ স্বয়ং দ্রাবিড়ের। ২০২৩ সালে বর্ডার-গাভাসকার সিরিজ। দ্বিতীয় টেস্টে স্পিনের মুখে বেলাইন অজিরা। তৃতীয় টেস্ট ইন্দোরে। তার আগে অশ্বীনের একটা ভিডিও ভাইরাল, যেখানে ভারতীয় পিচে কীভাবে স্পিন খেলতে হয়, তার বিস্তারিত পরামর্শ।

কাকতালীয়ভাবে ইন্দোরে ভারতীয় স্পিন সামলে জয়ে ফেরে অস্ট্রেলিয়া। তারপরই অশ্বীনকে 'ঘর শত্রু বিভীষণ'-এর আখ্যা। নিজের দলের বিরুদ্ধে অজিদের কোচিং করানোর অভিযোগ। তারই ফল ইন্দোরে ভারতের হার! যে ঘটনা উসকে দিয়ে দ্রাবিড় বলেছেন, 'তুমি তো অস্ট্রেলিয়াকেও কোচিং করিয়েছ। ক্লিপটা আমার কাছে আছে। তবে ওটা তামিল ভাষায়। আমি আবার তামিল খুব একটা বুঝি না।'

অশ্বীনের জবাব, অস্ট্রেলিয়া নয়, ভিডিওটা নাকি করেছিলেন ভারতীয় ব্যাটারদের জন্য। এরপর দ্রাবিড় বলেছেন, 'মজা করছি তোমার সঙ্গে। ওইসময় আমাকে নিয়েও মজা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমার থেকে অশ্বীন ভালো কোচিং করাচ্ছে! তবে জেনে খুশি হয়েছিলাম, মিচেল স্টার্করাও তামিল জানে! কিংবা এমন কেউ অজি দলে ছিল, যে তামিল বোঝে।'

অবনমনের ভ্রূকুটি মহমেডানে

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১ (সজল)
ভবানীপুর এফসি-২
(মহম্মদ মুশারফ, ক্রেগ)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অগাস্ট : হেরেই চলেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। শুক্রবার কলকাতা লিগের ম্যাচে ভবানীপুরের কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হয়েছে সাদা-কালো শিবির। চলতি লিগে এটি সপ্তম হার মহমেডানের।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই বেশি আক্রমণাত্মক ছিল ভবানীপুর। প্রথম গোল পেতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি তাদের। ১১ মিনিটে মহম্মদ মুশারফ ভবানীপুরকে এগিয়ে দেন। ৫৪ মিনিটে সমতা ফেরায় মহমেডান। ডানদিক থেকে সজল বাগের ক্রস সরাসরি গোলে ঢুকে যায়। ৭২ মিনিটে জটলার মধ্যে থেকে দুরন্ত শটে ভবানীপুরের হয়ে জয়সূচক গোলটি করে যান ক্রেগ। ম্যাচের শেষদিকে চাপ বাড়ালেও গোল পায়নি মহমেডান। আপাতত ১০ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় দশম স্থানে রয়েছে তারা। অবনমন এড়াতে শেষ দুইটি ম্যাচ জিততে হবে এবং তাকিয়ে থাকতে গ্রুপের অন্য দলগুলির দিকে। এদিকে লিগের অপর ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টস ১-১ গোলে ড্র করেছে শ্রীভূমির বিরুদ্ধে। ইউনাইটেডের হয়ে গোল করেন প্রশান্ত দাস। শ্রীভূমির গোলদাতা রবি দাস।

জাতীয় শিবিরে জিকসন-মহেশরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অগাস্ট : জাতীয় শিবিরে যোগ দিলেন নাওরেম মহেশ সিং, জিকসন সিং ও আনোয়ার আলি। সেমিফাইনালে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কাছে ইস্টবেঙ্গল হেরে যাওয়ায় এদিন এই তিন ফুটবলারকে ছেড়ে দেয় ক্লাব। কাফা নেশনস কাপের শিবিরে তিনজন যোগ দেওয়ায় শক্তি কিছুটা বাড়ল খালিদ জামিলের দলের। তবে তিনি নিজে অনুরোধ করার পরেও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট এখনও কোনও ফুটবলার ছাড়েনি।

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে দাপট মুকেশ-ঈশানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অগাস্ট : শুরুটা ভালো হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচেই ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত টিম বাংলার। চেন্নাইয়ে আমন্ত্রণমূলক বুচিবাবু প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ম্যাচে আজ মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে দুই জোরে বোলার মুকেশ কুমার ও ঈশান পোড়েলের দাপটে ভালো শুরু করেছেন অনুষ্টুপ মজুমদাররা। টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুম্বই অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে। তাঁর সিদ্ধান্ত কাজে আসেনি মুকেশ-ঈশানের দাপটে। দুজনই দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। মন্দ আলোর কারণে প্রথম দিনের খেলা যখন বন্ধ হয়, মুম্বইয়ের সংগ্রহ ২২৪/৭। মুম্বই অধিনায়ক আয়ুষ রান পাননি। মুম্বইয়ের সর্বাধিক রান করেছেন সুভেদ পারকার। মুকেশ-ঈশান ছাড়াও বাংলার হয়ে বল হাতে নজর কেড়েছেন বিকাশ সিং ও বিশাল ভাট্টি।

বুচিবাবু

নির্বাচক কমিটিতে জোড়া বদলের সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ২২ অগাস্ট : এশিয়া কাপের দল ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই রদবদলের সম্ভাবনা। সব ঠিকমতো চললে, জাতীয় নির্বাচক কমিটিতে জোড়া বদল হতে চলেছে। কিন্তু কোন দুজনের মেয়াদ শেষ হয়েছে, সেটা রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি। তবে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রের খবর, বদল হতে চলা দুই নির্বাচকের পদের একটির জোরদার দাবিদার প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রজ্ঞান ওঝা। জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার ওঝার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে যোগাযোগ করা হলে তিনি তাঁর সম্ভাবনা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। আবার উড়িয়েও দেননি বিষয়টি।

জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার। এশিয়া কাপের স্কোয়াডে শ্রেয়স আইয়ারকে সুযোগ না দিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের দরবারে আগরকার আপাতত 'ভিলেন।' যদিও বিসিসিআইয়ের অন্দরে আগরকার এখনও যথেষ্ট প্রভাবশালী। যার প্রমাণ, মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও আগামী বছরের জুন পর্যন্ত তাঁর মেয়াদ বৃদ্ধি। রাতের দিকের খবর, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবসুন্দর দাসের হয়তো মেয়াদ শেষ হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজনের জায়গায় ওঝার ঢুকে পড়া প্রায় নিশ্চিত। অপরজন কে হন, সেটাই দেখার। এর মধ্যেই আজ বিসিসিআইয়ের তরফে জাতীয় নির্বাচক চাইয়ের বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ হয়েছে।

দৌড়ে প্রজ্ঞান ওঝা

জিতল ভারত

কাঠমান্ডু, ২২ অগাস্ট : মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পেল ভারত। তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশকে। ভারতের হয়ে গোল করেন পার্ল ফার্নান্ডেজ ও বোনিফিলিয়া সুল্লাই। প্রথম ম্যাচেও জিতেছিল ভারতের মেয়েরা। সেবার নেপালকে ৭-০ গোলে হারিয়েছিল। রবিবার তৃতীয় ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ আয়োজক দেশ ভুটান।

শিলিগুড়িতে আজ শুরু সিএবি-র ইউনিফর্ম কোচিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : অনূর্ধ্ব-১৫ ও ১৮ বিভাগের জন্য সিএবি-র ইউনিফর্ম কোচিং শনিবার দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে শুরু হবে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী সেই কথা জানিয়ে ঘোষণা করেছেন, তাদের অধীনস্থ সমস্ত ক্লাব প্রতিটি বিভাগের জন্য চারজন করে নাম পাঠাতে পারবে। যাদের সকাল ৮টায় দাদাভাই মাঠে উপস্থিত হতে হবে। অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগের জন্য জন্মতারিখ হতে হবে ২০১০ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০১২ সালের ৩১ অগাস্টের মধ্যে। অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগের জন্য জন্মতারিখ ২০০৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০১২ সালের ৩১ অগাস্টের মধ্যে থাকতে হবে।

ক্রীড়া পরিষদের অধীনস্থ ক্লাবের পাঠানো ৪ ক্রিকেটারের বাইরে থাকাদের রবিবার সকাল সাড়ে ১০টায় কুন্তপুকুর মাঠে ডাকা হয়েছে বলে কুন্তল জানিয়েছেন। ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব ভাস্কর দত্ত মজুমদার বলেছেন, 'শিলিগুড়িতে ক্রিকেটের যেভাবে প্রসার হয়েছে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রতিটি ক্লাবে চারজনের বাইরে আরও কোন প্রতিভাবান থাকলে রবিবার তারা কুন্তপুকুর মাঠে আসতে পারবে। তাছাড়া কোচিং ক্যাম্পগুলিও এখানে সরাসরি ক্রিকেটার পাঠাতে পারবে।'

ধোঁয়াশায় একাধিক কোচিং ক্যাম্প

কিন্তু ক্রীড়া পরিষদের বিজ্ঞপ্তির এই অংশ অনেক ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের কাছেও পৌঁছায়নি বলে দাবি করা হচ্ছে। শুক্রবার সন্ধে থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর দপ্তরে ফোন করে একাধিক কোচিং ক্যাম্প দাবি করে গত বছর পর্যন্ত চলে আসা সিএবি-র ইউনিফর্ম কোচিংয়ের প্রথম দুইদিন যে ওপেন ট্রায়াল করা হত, সেটাই ফিরিয়ে আনার। চম্পাসারি ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ও ইউনাইটেড কোচিং ক্যাম্পের কোচ অভিষেক শিকদার বলেছেন, 'গত বছর পর্যন্ত মহকুমার ক্রিকেট কোচদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছিল। সেখানেই সবরকম বিজ্ঞপ্তি আমরা জানতে পারতাম। কিন্তু ক্রীড়া পরিষদে নতুন কমিটি আসার পর তা আর হচ্ছে না। আমি একটা সূত্র মারফত জানতে পারলাম, এবার ক্রীড়া পরিষদের অধীনস্থ ক্লাবগুলি শুধুমাত্র চারজন করে পাঠানোর সুযোগ পাবে। যা শুনে আমার কোচিং ক্যাম্পের অনেকেই হতাশ। সুযোগ পাওয়া ক্লাবগুলির মধ্যে অনেকের কোচিং ক্যাম্প নেই। তাই ওরা কী করে ক্রিকেটার পাঠাবে? আলাদা করে কোনও সুযোগ দেওয়া হলে সেই খবর তো আমাদেরও জানানো উচিত।' একই কথা বলেছেন বাতাসির এনজি কোচিং ক্যাম্পের মণিশংকর ভাটও। বলেছেন, 'আপনার (প্রতিবেদক) থেকেই প্রথম শুনলাম ক্রীড়া পরিষদ কুন্তপুকুরেও আলাদা করে ট্রায়ালের ব্যবস্থা করছে। আমাদের কোচিং ক্যাম্প ২ বছরে পা দিতে চলেছে। এখান থেকে দুইজন জেলা দলেও খেলেছে। আমরা চেষ্টা করছি, ক্রীড়া পরিষদের কোনও অধীনস্থ ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ করে সিএবি-র ইউনিফর্ম কোচিংয়ে খেলোয়াড় পাঠানোর।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়িনী হলেন
বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা নমিতা মন্ডল - কে 02.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 96J 84077 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির কাছে ভীষণ কৃতজ্ঞ কারণ তারা সাধারণ মানুষ তরুণ বা বয়স্ক, পুরুষ বা মহিলা সবাইকে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। আমার কাছে এই এক কোটি টাকা জয় সত্যিই অনেক বড় ব্যাপার। একজন মহিলা হিসেবে এটা আমাকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে আর নিজের উন্নতিতে দারুণ অনুপ্রেরণা জোগাবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

তরপাই দেবী মেমোরিয়াল স্কুল ফুটবলের উদ্বোধন ঘোষণা হল শুক্রবার।

ডিপিএসের ফুটবল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) শিলিগুড়ির তরপাই দেবী মেমোরিয়াল আন্তঃস্কুল ফুটবল শুক্রবার শুরু হল। ডিপিএস শিলিগুড়ির মাঠে আয়োজিত আসরে ১১টি স্কুল অংশ নিয়েছে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিদ্যা ভারতী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ও ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রো ভাইস চেয়ারপার্সন কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির চেয়ারম্যান শরদ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির ডিরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রিন্সিপাল অনীশা শর্মা, ভাইস প্রিন্সিপাল সুকান্ত ঘোষ, হেডমাস্টার অম্লান সরকার, সিনিয়ার শিক্ষিকা মৌমিতা দেবনাথ প্রধান প্রমুখ।

বাংলা দলে আকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ অগাস্ট : আহমেদাবাদে ২৯ অগাস্ট থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর জিসিএ রিলায়েন্স আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ দলে সুযোগ পেয়েছে শিলিগুড়ির আকাশ তরফদার। বাংলা দলে ডাক পাওয়ার জন্য মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তরফে আকাশকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

ময়নাগুড়ি ফুটবল মাঠে চলছে গোল্ড কাপের ম্যাচ। ছবি : অভিরূপ দে

গোল্ড কাপ ফুটবল শুরু

ময়নাগুড়ি, ২২ অগাস্ট : জরদাভ্যালি স্পোর্টিং ক্লাবের গোল্ড কাপ ফুটবল শুক্রবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে এসএসবি রানিডাঙ্গা ২-১ গোলে কালিম্পং পুলিশকে হারিয়েছে। ময়নাগুড়ি ফুটবল মাঠে গোল করেন প্রেডার কোচ ও জ্যোতিন লাইনি। কালিম্পংয়ের গোলটি প্রনীত সুনদাসের। শনিবার খেলবে ময়নাগুড়ি আনন্দনগর একাদশ ও শিলিগুড়ির রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সমিতি।

ফাইনালে ইউনাইটেড

জলপাইগুড়ি, ২২ অগাস্ট : টাউন ক্লাব মাঠে এসআরএমবি চ্যাম্পিয়নশিপ এবং পল্টু মোদক ও রজত ঘোষ ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠল ইউনাইটেড আফ্রিকান একাদশ। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৪-১ গোলে ঝাড়খণ্ড এফসি-কে হারিয়েছে। ইউনাইটেডের সৌভিক রায়, ওকো, ক্যালেব ও ম্যাচের সেরা জাপাটা গোল করেন। ঝাড়খণ্ডের গোলটি বিশ্বজিৎ হেমব্রমের।

জয়ী কোকরাঝাড়

শালকুমারহাট, ২২ অগাস্ট : স্পেশাল মডার্ন পিরিয়ড ক্লাবের মহিলা ফুটবলে শুক্রবার অসমের কোকরাঝাড় ইলেভেন এফসি ৬-১ গোলে জবালা এফসি-র বিরুদ্ধে জিতেছে। প্রধানপাড়ার বোলেবম ফুটবল মাঠে হ্যাটট্রিক করেন কোকরাঝাড়ের বিস্মিতা চৌধুরী।